শরৎকুমার নামিলেন ও বিনীত বচনে নৌকারোহীকে কহিলেন "আপনার দ্বারা অতিশয় উপকৃত হইলাম; কষ্ট দিলাম বলিয়া কিছু মনে করিবেন না।"

এই কথা শুনিয়া নৌকারোহী কহিলেন,

"না, আমার কোন কষ্ট হয় নাই, আপনার যে উপকার হইল এই যথেষ্ট লাভ।—মাজি! নৌকা খুলে দে।'

মাজি নৌকা খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার ভাবিলেন "আজি খেয়া ঘরে থাকিয়া, প্রাতে গমন করিব" কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠিয়া খেয়া ঘর দেখিতে পাইলেন না; অন্ধকারে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ঘর কি বাড়ী কিছুই দেখিতে পাইলেন না; এজন্য কি ভাবিয়া আবার সেই নৌকার সন্ধানে গঙ্গার উপকূলে আইলেন। "মাজি মাজি" বলিয়া দুই একবার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন সে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

তখন নিরুপায় হইয়া ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার পাহাড়ের উপরিভাগে উঠিলেন ও দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে একটী বাড়ী দেখিতে পাইলেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সাহস হইল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার মানসে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না। তিনি বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন তথাপি কেহ উত্তর দিল না।

এইরূপে সেই স্থানে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন। রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; ভয়ে এক একবার শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছে তথাপি গতির প্রতিরোধ করিতেছেন না, ক্রমাগতই চলিতেছেন।

চলিতে চলিতে মনোমধ্যে দুই একটী মৃত মনুষ্যের বিকৃত মুখভঙ্গি

উদিত হইয়া, ভয় প্রদান করিতে লাগিল, বিষয়ান্তর মনে করিয়া তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা ঘটিল না; যাহা কিছু মনে করেন তাহার অগ্রেই যেন সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আসিয়া চিত্তে প্রতিফলিত হয়।

কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া আরও বেগে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সম্মুখে আর একটী বাড়ী দেখিতে পাইলেন, বাড়ীটী অন্ধকারস্তূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; প্রথম প্রবেশদ্বারে কবাট নাই দেখিয়া আশ্রয় পাইবার আশয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীটী উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত এবং তাহার সম্মুখভাগের আয়তন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে উহা অধিক দূর লইয়া বিস্তৃত। আরও কতিপয় পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে এক স্থানে কতক-গুলি কুঠরী এবং তাহার একটী ঘরের একখানি কবাট অল্প উদ্ঘাটিত রহিয়াছে ও তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে।

এইটী দেখিয়া, কিছু সাহসের সহিত ক্রমে ক্রমে সেই ঘরের নিকটে গেলেন এবং তথা হইতে অস্পষ্ট মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইলেন; সে শব্দ যেন শুদ্ধান্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে বোধ হইল। তখন নিঃশব্দপদ সঞ্চারে বহিঃস্থ সেই কুঠরীর দিকে আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন এবং তথায় দাঁড়াইয়া বিশিষ্ট মনো-যোগ করাতে এইটী অনুমিত হইল যেন দুই জন মনুষ্যে কথা কহিতেছে। লোকে গল্পের সময়ে যেরূপ কথা কহিয়া গল্প করে এ সে প্রণালীর কথা নহে—ইহা যেন মন্ত্রধ্বনি—অর্থাৎ কেহ যেন মন্ত্রপাঠ করিয়া পূজা করিতেছে। তখন ভাবিলেন যে ইহা নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের আবাসভূমি, আমি এই ঘরে প্রবেশ করিলে অবশ্যই থাকিবার স্থান পাইব।

এইরূপ মনে করিয়া, সেই দ্বারের অব্যবহিত সমীপে গিয়া

তাহার উদ্ঘাটিতাংশের অতি নিকটে নয়ন রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন।

উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার!! কি শোচনীয় ঘটনা!!! গৃহমধ্যে নয়নপাত করিয়া দেখেন যে, অনুমান চারি বৎসরের একটী বালক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার হস্ত পদ রজ্জুদ্বারা এবং মুখ একখানি গামছাদ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। তিনি শঙ্কিতমনে আরও একটু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন যে আরও একজন দীর্ঘকায় অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি বলিষ্ঠ পুরুষ ভিত্তিমূলে পৃষ্ঠদিয়া বসিয়া রহিয়াছে ও এক একবার সুরাপান পাত্র অন্ধের ন্যায় হস্ত বাড়াইয়া অনুসন্ধান করিতেছে, ফলতঃ সে যে অন্ধ তাহা তিনি পূর্ব্বেই তাহার সম্মুখবর্ত্তী প্রদীপের আলোকে বুঝিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখভাগে একটী ত্রিশূল প্রোথিত, গলায় রুদ্রাক্ষ ও যজ্ঞসূত্র, ললাটপ্রদেশে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, ও স্কন্ধে রক্তবর্ণ বসনের উত্তরীয়, দেখিলেই প্রাণ উড়িয়া যায়।

শরৎকুমার এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ভালরূপে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই গৃহরক্ষককে অন্ধ দেখিয়া নিতান্ত সাহসহীন হন নাই, এই নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে একপদ বাড়াইলেন, পদ বাড়াইতেই সেই অন্ধ শব্দ পাইয়া তন্দ্রাজড়িত গম্ভীরস্বরে কহিল

"কেও? আচার্য্য এলে?"

শরৎকুমার চমকিয়া ও কিছু থতমত খাইয়া কহিলেন

"হুঁ।"

অন্যান্য কার্য্য হইয়াছে?

তবে একে লইয়া যাও, দেখ যেন রক্ত মাটীতে না পড়ে।

শরৎকুমার অতি মৃদুস্বরে "না" এই কথাটী বলিয়া মনে মনে

কহিলেন ওঃ! কি সর্ব্বনাশ! আমি যা ভাবিয়াছি তাই! দুরাত্মারা এই বালকের মস্তক ছেদন করিবে? যাহাই হউক, বিপদই হউক আর সম্পদই বা হউক, ইহাকে লইয়া পলায়ন করি—না হয় একটা জঙ্গলে ফেলিয়া পলায়ন করিব" এইটী চকিতবৎ ভাবিয়া, সেই বদ্ধমুখ বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; বাহির হইবার সময়ে জানুদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রাণপণ-শক্তিতে গমন করিতে লাগিলেন; একে তন্দ্রা তাহাতে আবার বুদ্ধিবৃত্তি সুরাপানে কলুষিত, এজন্য অন্ধ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তিনি সদর দরজার বহির্ভাগে আসিয়া সাহসের সহিত দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। তথা হইতে গঙ্গা অধিক দূরবর্ত্তিনী নহে এজন্য শীঘ্রই গঙ্গার কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পাহাড়ের নীচে নামিয়া জলের ধারে ধারে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় উল্লাস।

এই ভাবে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক স্থানে কতকগুলি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসী হইয়া "মাজি মাজি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে স্বর এরূপ ভয়চকিত যে শুনিলেই বোধ হয় যেন কেহ বিপন্ন হইয়া ডাকিতেছে।

তাঁহার সেইরূপ বিকৃত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দুই জন পুরুষ একখান নৌকা হইতে বাহির হইয়া কহিল

"কেহে তুমি?"

শরৎকুমার কহিলেন।

"যদি অগ্রে অভয় দিয়া পরে স্থান দেন তবে বলি, নচেৎ বালকের সহিত ব্রহ্মহত্যা হয়।"

তাঁহারা কিছু চমকিয়া কহিলেন

"ভয় নাই, কি বলুন।"

শরৎ। নৌকায় উঠিতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

তবে এই বালকটী ধরুন।

তাঁহারা ব্যগ্রতার সহিত হস্ত বাড়াইয়া বালকটী ধরিলেন ও শরৎকুমারকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন।

পরে নৌকারোহীরা ব্যস্ত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও সেই প্রদীপের আলোকে বালকটীকে দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নৌকার মধ্যে যে দুই চারি জন নিদ্রিত ছিলেন তাহারা সেই শব্দে উঠিয়া পড়িলেন।

এই ব্যাপারে এক ব্যক্তি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া শরৎকুমারকে কহিলেন

"মহাশয়। আপনি যে কি উপকার করিলেন তাহা আর বলিয়া কি জানাইব. এ বালকটীকে কোথায় পাইলেন?

শরৎকুমার সেই বালক পাইবার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিয়া কহিলেন

"মহাশয়! এ বালকটী কে? আপনাদের কথা বার্ত্তার ও ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইতেছে যে, এ বালকটী আপনাদেরই হইবে।"

যিনি বালক দেখিয়া প্রথমেই চীৎকার করিয়াছিলেন, শরৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন

"মহাশয়! এই শিশুটী এই হতভাগ্যের ঔরসজাত সন্তান; কল্য প্রাতে হারাইয়াছিল. অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই বলিয়া নৌকা করিয়া বাহির হইয়াছি।

শরৎকুমার অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন এমন সময়ে সেই বালকের পিতৃব্য কহিলেন

"মহাশয়। আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব; ইচ্ছা হইতেছে যে প্রাণ দিয়া আপনার উপকার করি।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দুই জন বামাচার ব্রাহ্মণ মশাল হস্তে করিয়া সেই স্থানের পাহাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল. এবং মনুষ্যের কথা শুনিয়া এক জন কহিল

"কে কথা কহিতেছে হে?"

রাহাগিরি লোক।

এ দিকে কোন লোককে একটী বালক লইয়া যাইতে দেখিয়াছ কি?

সকলেই শঙ্কিত ও নিস্তব্ধ।

একজন কহিলেন

"না. এ দিকে কোন লোক আসে নাই।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, মশাল হস্তে করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল।

শরৎকুমার এই ব্যাপার দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন ও অতি মৃদুস্বরে কহিলেন

"মহাশয়! যদি জানিতে পারে তবে কি হইবে?"

বালকের পিতৃব্য কহিলেন

"ভয় কি? আমরা ছয় জন আর এত মাজি মাল্লা থাকিতে উহারা দুই জনে কি করিতে পারিবে?"

এই কথা শ্রবণ করিয়া আর এক জন কহিলেন

"অত কথায় কাজ কি? নৌকা খুলিয়া দেও পরে ইহার বিহিত বিধান করা যাইবে।"

শরৎ। আপনি উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। মাজি, নৌকা খুলে

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে বাহিয়া যাইতে লাগিল। অল্প রজনী ছিল, এজন্য কিছু পথ যাইতে যাইতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। আর কোন শঙ্কা নাই ভাবিয়া তাঁহারা নিরাপদে গমন করিতে লাগিলেন এবং সেই দিন অপরাহ্ণে গ্রামে গিয়া উঠিলেন।

শরৎকুমারকে সমাদরের সহিত বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং মনুষ্যের যতদূর কর্ত্তব্য তাঁহার নিকটে ততদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

সে দিন গত হইলে পরদিন প্রাতে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, পল্লীস্থ প্রায় অনেকেই এই ব্যাপার দেখিতে আইলেন। বহির্ভাগে কি কথোপকথন হইতেছে শুনিবার নিমিত্ত একটী দ্বারের আড়ালে স্ত্রীলোক পরম্পরা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় এক একবার উঁকি দিয়া শরৎকুমারকে দেখিতে লাগিল।

দুহিতৃগণের মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই. কিন্তু বধূগণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হইয়া দেখিতেছে, এই অবসরে যদৃচ্ছাক্রমে সেই দিকে শরৎকুমারের নয়ন ধাবিত হইল।

সে দিকে কি দেখিলেন?

কতকগুলি স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া উঁকি দিতেছে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু একটী শ্যামাঙ্গী যুবতী ভিন্ন আর কাহাকেও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না।

যে যুবতীকে দেখিলেন তাহার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার ছিলনা, কেবল শ্রবণযুগলে দুইটী সুবর্ণের কুণ্ডল দলমল করিয়া এক একবার অংসদেশ পরিচুম্বন করিতেছে দেখিতে পাইলেন।

এইটী চকিতবৎ দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নয়ন ফিরাইলেন ও আর আর সকলের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত আর ফিরিল না।

অনন্তর কথা প্রসঙ্গে একজন প্রবীণ লোক তাঁহাকে কহিলেন “আপনি এখান হইতে কোথায় গমন করিবেন?”

শরৎ। তাহার স্থিরতা নাই

প্রবীণ। সে কি মহাশয়? কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই? তবে কি আপনি নির্ব্বন্ধমনে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন?

শরৎকুমারের আত্ম-সম্বন্ধে সকল কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা ছিল, এজন্য অন্যান্য কোন কথা না বলিয়া কেবল এই কথাটী বলিলেন

“আপনারা যাহা মনে করিতেছেন তাহা নহে।”

তবে কি?

শরৎ। তাহা আর শুনিয়া কি হইবে? তবে নিতান্তই যদি শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে না হয় বলি শুনুন্। সকলেই শুনিবার নিমিত্ত উৎকর্ণ হইলেন। শরৎকুমার বলিতে আরম্ভ করিলেন

“বহুদিন হইল আমার পিতৃব্য মহাশয় সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন. এ পর্য্যন্ত কোন নিশ্চিত সংবাদ পাই নাই, এজন্য তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছি।

প্রবীণ। তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়াছিলেন কেন?

শরৎ। মহাশয়!—না তাহা আর বলিব না।

প্রবীণ। বলিলে যদি কোন অনিষ্ট না হয় তবে বলুন।

শরৎকুমার এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন

“আমি শুনিয়াছি যে তাঁহার পত্নী তাঁহার কথা শুনিতেন না, ও পরিবারস্থ প্রায় সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিতেন, এমন কি, তাঁহার সঙ্গেও সময়ে সময়ে বিবাদ করিতেন, এই জন্য তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন।

প্রবীণ। তিনি কত দিন বাটী হইতে গিয়াছেন?

প্রায় বাইশ বৎসর হইল।

প্রবীণ। মহাশয়! আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হইয়াছে কি না সন্দেহ।—কেমন বিংশতি বর্ষ হইয়াছে কি?

শরৎ। যথার্থ অনুমান করিয়াছেন।

প্রবীণ। তবে আপনি কিরূপে অনুসন্ধান করিবেন এবং দেখিলেই বা কিরূপে চিনিয়া লইবেন?

শরৎ। আমি লোক মুখে শুনিয়াছি যে তিনি তমলুকে বাস করিয়া আছেন, সেইখানে গিয়া তাঁহার নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

প্রবীণ। তাঁহার নাম কি?

শরৎ। যোগানন্দ।

প্রবীণ। আপনার আর কে আছেন?—পিতা আছেন কি?

শরৎ। না, পিতা নাই।

প্রবীণ। আর কে আছেন?

শরৎ। পিতৃব্যপত্নী, মা ও বিমাতা।

প্রবীণ। বিবাহ করিয়াছেন কি?

শরৎ। না।

সেই শ্যামাঙ্গী যুবতী আর একটী অবগুণ্ঠনবতী কামিনীর সহিত সেই ঘরের অবান্তদ্বারের কবাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া দক্ষিণ করে সেই অবগুণ্ঠনবতীর বামহস্তের মণিবন্ধ ধারণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে সেই অবগুণ্ঠনবতীকে কহিলেন

"দেখ বৌ, তোমাকে আমি যেরূপ ভাল বাসি, আমাদের খোকাকে যিনি রক্ষা করিয়াছেন তাঁকেও আমার মন সেইরূপ ভাল

বাসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাকে এখনি বাড়ী যাইতে হইবে।"

এই কথাটী শুনিয়া সেই সাবগুণ্ঠনা কামিনী একটু পরিহাসের সহিত হাস্য করিয়া বলিলেন

"দেখ ভাই, তোমার ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা, কারণ তোমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

এই কথায় শ্যামাঙ্গী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

এদিকে বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বালকের পিতৃব্য তাঁহার জ্যেষ্ঠকে কহিলেন

"ইহার পর বারবেলা হইবে, এই সময়ে ওদিকের কর্ম্মটা সারিলে ভাল হইত।"

তাঁহার দাদা কহিলেন

"পাল্‌কি আসিয়াছে কি?"

আসিয়াছে।

তবে চল আমিও যাইতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি শরৎকুমারকে কহিলেন

"দেখুন মহাশয়! একটী স্ত্রীলোককে একস্থানে পাঠাইতে হইবে এজন্য আমরা একবার বাড়ীর মধ্যে চলিলাম, আপনি একটু বসুন।"

শরৎকুমার সেইখানে বসিয়া থাকিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন যে সেই শ্যামাঙ্গী যুবতী যানে উঠিয়া কোথায় গমন করিলেন।

সে দিন গত হইল, শরৎকুমার রজনীতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, তাঁহার বিমাতা যে তাঁহাকে বিষপান করাইবার নিমিত্ত দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন হঠাৎ তাহা মনে করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

এই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গাঢ় চিন্তার সহিত যেই মনঃ স্থির করিয়াছেন, অমনি নিদ্রা আসিয়া তাঁহার দর্শন-পথের কবাট রুদ্ধ করিল।

রজনী প্রভাত হইলে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় পৃথিবী আবার কোলাহলে পূর্ণ হইল দেখিয়া গৃহস্থকে কহিলেন

" অনুমতি হয় ত গমন করি।"

গৃহস্থ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, সুতরাং অনুরোধে আরও দুই দিন থাকিলেন।

তৃতীয় উল্লাস

শরৎকুমারের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে তিনি তৃতীয় দিবসে মধ্যাহ্নিক ভোজনাদি করিয়া গৃহস্থকে কহিলেন

" মহাশয়! অনুমতি হয় ত, গমন করি।"

তিনি কোন মতেই থাকিবেন না বুঝিয়া গৃহস্থ থাকিবার নিমিত্ত আর অনুরোধ করিলেন না, বরং প্রসন্নমনে গমনে অনুমতি করিলেন।

শরৎকুমার তথা হইতে বহির্গত হইয়া ভাবিলেন সেই গ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তি-প্রান্তর দিয়া গমন করিবেন, এজন্য অন্য দিকে না গিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অনুমান একক্রোশ গমন করিয়া সম্মুখে একটী বৃহৎ বাগান দেখিতে পাইলেন, সে বাগানে অধিক লোক জনের গমনাগমন নাই, কেবল স্থানে স্থানে দুই এক জন কাষ্ঠাহারী কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে।

তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর, রৌদ্রের তেজঃ অত্যন্ত প্রখর,

এবং তাঁহারও কখন পথ গমন অভ্যাস ছিল না; রৌদ্রে অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এজন্য অল্পক্ষণ গতি রোধ করিয়া এক ঘনচ্ছায়াবৃত বৃক্ষমূলে বসিলেন; অপেক্ষাকৃত রৌদ্রের তীক্ষ্নতা কিছু ন্যূন হইলে তথা হইতে উঠিয়া ঐ বাগানের পূর্ব্বভাগে যে প্রান্তর ছিল সেই প্রান্তরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কালীগঞ্জ নামক গ্রামে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না; পথেই সন্ধ্যা হইল; তথা হইতে কালীগঞ্জ প্রায় চারিক্রোশ অন্তরে অবস্থিত; কিরূপে যে তথায় পৌঁছিবেন ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু গতির প্রতিরোধ করিলেন না; পায় বেদনা হইয়াছে তথাপি দ্রুত গমনে ক্ষান্ত হইলেন না; অন্য কোন পথিক গমন করিতেছে কি না ভাবিয়া এক একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু একটী প্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না, এজন্য আরও ভীত হইয়া চলিতে লাগিলেন।

অন্ধকার রজনী, দূরস্থ কোন বস্তুই দেখা যাইতেছে না; কেবল দুই একটী দূরবর্ত্তি-বৃক্ষের স্কন্ধোপরিস্থ অংশের যে ভাগ আকাশ মধ্যদিয়া দেখা যাইতেছিল তাহাই অন্ধকার স্তূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রান্তর ভূমি নিস্তব্ধ, কেবল, মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরব ও শুষ্ক পত্র পতনের শব্দ শ্রবণ গোচর হইলে লাগিল; অন্তঃকরণ ভয়ে এরূপ জড়ীভূত হইয়াছে যে, দুই একটী রজনীচর পক্ষীর চকিতবৎ পক্ষসঞ্চালনের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। পিশাচাদির ভয়ও এক একবার তাঁহার চিত্ত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া শঙ্কিত করিতে লাগিল—কত মৃতব্যক্তি বিকৃতাকৃতি মানসে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, কিন্তু অনন্য সহায় হইয়াছেন বলিয়া দ্রুত গমনে ক্ষান্ত না হইয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে, এক একবার অতি মৃদুস্বরে হু হু করিয়া গান করিতে করিতে হঠাৎ " মামা, বড় ভয় কচ্চে" পর ক্ষণেই তদপেক্ষা গম্ভীরস্বরে " ভয় কি ? এইত আর খানিক গেলেই পৌঁছিবে এখনি" এই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত সাহসী হইয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিলেন ; অল্পক্ষণ পরেই নক্ষত্রপুঞ্জের সামান্য আলোকে সম্মুখে এক অস্পষ্ট আকৃতি দেখিতে পাইলেন। আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া তাহা মনুষ্যের আকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি, একত্র হইবার অভিলাষে তদপেক্ষা দ্রুত চলিতেছিলেন, এজন্য শীঘ্রই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ভ্রূযুগ ও কূর্চ্চ সঙ্কোচ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন ; তখন স্পষ্টই বোধ হইল যে, তাঁহারই ন্যায় আর একজন পথিক একটী স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন।

পথিক পশ্চাদ্ভাগে মনুষ্যের পদশব্দ অনুমান করিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, আর একজন লোক আসিতেছে ; তখন তিনি অল্পমাত্র চমকিয়া কিছু শঙ্কাকুলিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন

" কেও ? কে তুমি ?"

শরৎ। আমি পথিক, কালীগঞ্জে যাইতেছি।

পথিক। উত্তম হইল, তবে এস একত্র যাই, আমিও কালীগঞ্জে যাইব।

শরৎ। মহাশয় ! আমি একাকী পড়িয়া বড়ই ভাবিতেছিলাম ; বিশেষতঃ কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয় তাহাও অবগত নহি ; কিন্তু আপনাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম।

পথিক। আপনি কালীগঞ্জ হইতে আর কোথাও যাইবেন ? না সেই খানেই থাকিবেন ?

শরৎ। একদিন কালীগঞ্জ থাকিয়া, পরদিন প্রাতে কাটোয়ায়

যাত্রা করিব এইরূপ ইচ্ছা আছে, তবে কার্য্যবশতঃ কি ঘটে বলিতে পারি না।

পথিক। যদি আরও একদিন অপেক্ষা করেন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে কাটোয়া পর্য্যন্ত গমন করি।

শরৎ। আচ্ছা, সংপ্রতি ত চলুন, পরে যাহা হয় হইবে। মহাশয়! আপনার সঙ্গে এটী কে?

পথিক একটী দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "এটী আমার ভাগিনেয়ী।"

শরৎ। আপনি বিকৃত স্বরে বলিলেন কেন শুনিতে ইচ্ছা করি।

পথিক। আর ও আগুন তুলে কাজ নাই, এখন চলুন; যদি নিতান্তই শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে না হয় নগর মধ্যে গিয়া বলা যাইবে।

চতুর্থ উল্লাস

এইরূপে মনের উল্লাসে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তি-বাগানে শুষ্কপত্রের উপরি মানুষেব পদবিক্ষেপ করিলে যেরূপ মুর মুর শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ মুর মুর ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। শরৎকুমার কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া কহিলেন

"মহাশয়! শুনিয়াছেন কি? যেন মনুষ্যের পদশব্দ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পথিক তত মনোযোগ না করিয়া কিছু ঔদাস্যের সহিত কহিলেন

"না ও কিছু নয়, বোধ হয় গরু কি অন্য কোন গ্রাম্য পশু চলিয়া যাইতেছে, ও তাহারই শব্দ।

আবার শব্দ হইতে লাগিল, শরৎকুমারও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দুই তিন জন গমন করিলে যেরূপ শব্দ হয় ক্রমে সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল; তিনি পথিকের কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া অনতিপরিস্ফুটস্বরে কহিলেন

"মহাশয়। ঐ শুনুন আবার শব্দ হইতেছে, যদি মানুষ হয় তবে নিশ্চয়ই মন্দলোক, নতুবা গোপনে যাইবার প্রয়োজন কি? ফলতঃ আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে সম্মুখে একটী অস্পষ্ট আকৃতি লক্ষিত হইল এবং নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকে বোধ হইল যে সে আকৃতি মানুষের আকৃতি; শরৎকুমার পথিকের বাম বাহুতে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন

"মহাশয়! ঐ দেখুন, কিছুদূরে যেন একজন মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে" এই কথা বলিতে না বলিতে, দুই জন, তিন জন, ক্রমে চারি জনের অস্পষ্ট আকৃতি লক্ষিত হইতে লাগিল।

পথিক কিছু ভীত হইয়া ভয়-চকিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন

"কে হে তোমরা।"

কেহ কোন উত্তর প্রদান করিল না, এজন্য তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন

"তোমরা কে?"

সে বার "তেরা বাপ হায়" এই মাত্র শব্দ শুনিতে পাইলেন; শুনিবা মাত্রই দাঁড়াইলেন; শরৎকুমার ভাবিয়া আকুল, তাঁহার চিরদুঃখিনী জননীর মুখ মনে পড়িতে লাগিল; আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব সকলেই যেন যুগপৎ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল।

কেন? যাঁহার প্রতি অল্পমাত্র সানুরাগে দৃষ্টিপাত করিয়ালেন সে শ্যামাঙ্গী রমণীরত্ন এখন কোথায়? সে আকৃতি কি তাঁহার মনে পড়ে নাই?—সে মধুরাকৃতি সুদীর্ঘ নয়নযুগলের অপাঙ্গভঙ্গি কি চিত্তমধ্যে উদিত হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল—সানুরাগ দর্শনের কি মহীয়সী শক্তি! সানুরাগে একবার মাত্র চাতুরাক্ষিক প্রেক্ষণ সম্পন্ন হইলে উহা আর অন্তর হইতে অপসৃত হইতে চায় না। যখন নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইয়াছিল তখন যে সেই শ্যামাঙ্গী যুবতী—সেই রমণীরত্ন—সলজ্জভাবে ও নতনয়নে বদনাবনতি করিয়াছিলেন. তাহা কি তিনি ভুলিতে পারেন? কখনই না। ভাবিয়া কি করিবেন. চরণ আর চলে না; একবার ভাবেন যে, পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করি. আবার ভাবেন যে. পলায়ন করিয়াই বা কোথায় যাইব।

এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পথিকের সমভিব্যাহারিণী কিশোরী "মামা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পথিক "ভয় কি মা" বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক শিথিল মুষ্টিতে কিশোরীর মণিবন্ধ ধারণ করিয়া কোলের নিকটে টানিয়া লইলেন; কোলে লইলে কি হয়. কিশোরীর বদন যে শুষ্ক হইয়াছিল, কপোল যুগলের সেই আরক্ত উজ্জ্বল আভা যে নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তাহা সেই অন্ধকারে কে লক্ষ্য করিয়াছে যে, সে তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া আশু প্রতীকারে যত্নশীল হইবে? তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া যে কপোলতল ও স্তন-পরিণাহ আর্দ্র করিয়াছিল তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

পথিক তাঁহার সেই ভাগিনেয়ীকে ক্রোড়ের মধ্যে লইয়া কি উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা করিবেন ভাবিতেছেন, এই অবকাশে শরৎকুমার অতিমৃদুস্বরে তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন

"মহাশয়! উহারা এখনও অগ্রসর হয় নাই, বোধ হয় কি ভাবিতেছে, অতএব এই সময়ে পলায়ন করুন, আমিও পলায়ন করি।"

এই মাত্র বলিয়া তিনি অতি সাবধানে উত্তরাভিমুখে দৌড়িলেন। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, বিশেষতঃ দূরবর্ত্তী হইলে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

তিনি দূরবর্ত্তী হইয়া একবার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তিনিও যে তাহাদের দৃক্‌পথে পতিত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা থাকিল না, তাড়াতাড়ি সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; বৃক্ষ পরম্পরার ঘন পল্লবে সে স্থান এরূপ অন্ধতমসাবৃত যে কেবল অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন অনুমানেই চলিতে লাগিলেন।

অনুমানেই বা কতক্ষণ চলিবেন, এবং না চলিয়াই বা কি করেন? দুই চারি পদ অতি সাবধানে গমন করেন আবার গতি রোধ করেন, আবার যান, যাইতে যাইতে সম্মুখে এক এক বার হস্ত প্রসারণ করেন। এই ভাবে গমন করিতে করিতে একবার তাঁহার মস্তকে যেন কি স্পৃষ্ট হইল বুঝিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং পরক্ষণেই হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিলেন যে তাহা আর কিছুই নহে কোন বৃক্ষ বিশেষের জটা লম্বভাবে ঝুলিতেছে। জটাধারণ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

তখন সে জটা পরিত্যাগ করিয়া অনুমানে আর একটী জটা ধরিলেন। এটী পূর্ব্বের জটা অপেক্ষা আয়ত, এমন কি তাহার অগ্রভাগ প্রায় ভূমিতে স্পৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য সহজেই তাহা ধরিয়া উঠিতে পারিলেন। যে স্থান হইতে জটা নামিয়াছে সেই পর্য্যন্ত উঠিয়া, তথা হইতে অতি সাবধানে আর একটী শাখায় গিয়া উঠিলেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন; কতদূর উঠিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি যে কোন

উচ্চ শাখায় উঠিয়াছেন তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলেন। যে স্থানে বসিলেন, তথায় বসিয়া তাঁহার শঙ্কিত চিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই শঙ্কা করিতে লাগিল।

পঞ্চম উল্লাস।

এদিকে পথিকও আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল-হৃদয়; কেবল তাঁহার ভাগিনেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছেন না. তাঁহার সঙ্গী পলাইয়াছে ভাবিয়া, এক একবার জীবনাশা সঞ্চারিত হইতেছে কিন্তু সে আশাতে নির্ভর না করিয়া পলায়নকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন. এবং এইরূপ স্থির করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে তাঁহার সেই ভাগিনেয়ীকে বলিলেন

"মা অপর্ণা, তুমি আমার সঙ্গে দৌড়িতে পারিবে?

অপর্ণা ভয়-গদ্গদ স্বরে বলিলেন

"পারিব।"

পথিক "তবে এস" বলিয়া দৌড়িলেন, অপর্ণাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সমানে দৌড়িতে পারিলেন না, কিছু পশ্চাতে পড়িয়া গেলেন, এবং সেই সময়ে "মামা তুমি কোথায় গেলে, আমাকে নিয়ে যাও" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শরৎকুমারের পলায়ন সময়ে কেহই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু যে সময়ে পথিক পলায়ন করেন তখন দস্যুরা বুঝিতে পারিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল এবং লম্ফে লম্ফে গিয়া প্রথমতঃ অপর্ণাকে ধরিল

ও তাঁহার নিকটে একজনকে প্রহরী রাখিয়া আর তিন জন তাঁহার মাতুলের দিকে ধাবিত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "মা গো ব্রহ্মহত্যা—ক—উঁ—উ——" এই শব্দ অপর্ণার কর্ণগোচর হইল; তিনি অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শরৎকুমারও সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; এমন কি, মধ্যে মধ্যে যে বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র পড়িতেছে তাহার শব্দেও তিনি দুরাত্মাদিগের আগমন শঙ্কা করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।

অপর্ণা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন এমন সময়ে একটী বস্ত্রের পুটলী ও একটী মুদ্রাপূর্ণ গেজিয়া হস্তে করিয়া চকিতবৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং যে ব্যক্তি প্রহরি-স্বরূপ ছিল তাহাকে কহিল

"দেখ আর এক বেটাকে ত দেখিলাম না, সে বেটা কোথায় গেল? তাহাকে না পাইলে ত সর্ব্বনাশ!"

সে কহিল "এই বিটি সব জানে, একে জিজ্ঞাসা কর" এই কথা বলিবা মাত্রেই একজন অপর্ণার পৃষ্ঠে একটী ছোট রকমের পদাঘাত করিল; কিন্তু তিনি মূর্চ্ছিতা, কে কথা কহিবে? সে আবার পদাঘাত করিল, এইবার তাঁহার চেতনা হইল এবং "মামা গো" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তিনি চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন শুনিয়া একজন একটী তাড়া দিয়া বলিল

"তোদের সঙ্গে যে আর একজন ছিল সে কোথায় গেল।"

ফুলে ফুলে কাঁদিবার সময় কোন কথার উত্তর দিলে যেরূপ স্বরে কথা বাহির হয়, তিনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সেইরূপ স্বরে বলিলেন।

"আমি ত—জা—নি—না।"

তিনি যেই "জানিনা" বলিয়া উত্তর করিয়াছেন, অমনি সেই

দুরাশয় তাঁহার কোমল পৃষ্ঠে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। অপর্ণা কাতরস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন

"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি গো— মা গো—ওমা—মা গো— গেলেম গো—উঁঃ—ওগো আমাকে আর মেরো না গো" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

মনুষ্যের মস্তকচ্ছেদনে যাহাদের হৃদয় সন্তোষ লাভ করে ও মনুষ্য-শোণিতে যাহারা পৃথিবীকে পঙ্কিল করিয়া থাকে, সেই দুষ্ট-দিগের পাষাণবৎ কঠিন অন্তঃকরণ কি চতুর্দ্দশবর্ষ দেশীয়া মুগ্ধস্বভাবা অপর্ণার নিমিত্ত স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জিত করিতে পারে? তাহারা শস্ত্রপাণি হইয়া কহিলেন

"দেখ্! তোদের সঙ্গে যে আর একজন ছিল সে কোন্‌দিকে গেল যদি না বল্‌বি্‌ তবে এখনি তোকে কেটে ফেলিব।"

এই কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহারা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত আবার কহিল

"তোদের সঙ্গে যে আর একজন ছিল সে কোন্‌দিকে গিয়েচে?"

অপর্ণার সভয় অন্তঃকরণ যে দিক্ দেখাইতে অনুমতি করিল তিনি সেই দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাহারাও ভাল মন্দ বিচার না করিয়া এক জনকে প্রহরিস্বরূপ রাখিয়া সেইদিকে ধাবিত হইল, ও যাইবার সময়ে পরস্পর বলিতে লাগিল

"দেখ ভাই সে বেটাকে ধরিতে না পারিলে বড় বিপদ্, অতএব এই রাত্রিতেই তাহাকে ধরিতে হইবে।"

অপর্ণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে, কেশগুচ্ছ লুলিত হইয়া পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পরিণদ্ধ স্তনভারকে আপ্লুত করিতেছে। যে প্রহরী ছিল সে তাহার সঙ্গীদিগের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে কহিল

"তোর কাছে কি আছে?"

তিনি ভয়-চকিত-স্বরে কহিলেন

" ওগো, তোমার পায় পড়ি আমাকে আর মেরো না, আমার গলায় একগাছি মালা আছে তুমি নাও।"

এই বলিয়া কণ্ঠ হইতে মালাগাছি উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

তাঁহার স্বামী জলে ডুবিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঁচিলেন কি মরিলেন তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই এজন্য তিনি বিধবার বেশ ধারণ করিয়া হাতে যে দুইগাছি সুবর্ণ বলয় ছিল তাহা আর খুলিয়া দিতে পারিলেন না। সেই ভয়ানক বিপদের সময়েও যে তাঁহার এই বোধ হইয়াছিল তাহা বড় আশ্চর্য্য নহে, কারণ ঐ ভাবটা হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ ভাব, সহস্র বিপদের সময়েও উহা চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হয় না। যে পতিপত্নী সন্তান রত্নে বঞ্চিত হইয়াছে—যাহার একমাত্র পুত্র অসময়ে কাল-কবলে পতিত হইয়াছে, সে শোকে আহার পরিত্যাগ করে, সংসারের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করে, কিন্তু সিন্দূর পরিতে বিস্মৃত হয় না।

দুরাশয় মালাগাছি আত্মসাৎ করিয়া কহিল, " তোর হাতে কি আছে ? "

অপর্ণা ভীত হইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন

" আমার হাতে দুইগাছি বালা আছে, এ বালা অনেক দিনের বালা, খোলা যায় না।"

দুরাত্মা বালার নাম শুনিয়া বলিল

" আ—মর বিটি, খোল্ বালা খোল।"

এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে বালা খুলিতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ বিকৃত মুখে যাতনা প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই "মাগো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; কাঁদিলে কি হইবে ? কে তাঁহার রোদন শুনিয়া দয়া করিবে ? সেই অন্ধতমসাবৃত প্রান্তর

প্রদেশে কে তাঁহার নিমিত্ত রোদন করিবে? কেন? তাঁহার বিলাপে কি কেহই রোদন করিবে না?—ঐ দেখ বৃক্ষে বসিয়া কে রোদন করিতেছে—তাঁহার করুণবিলাপে নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে।

এইরূপে তাঁহাকে অশেষ যাতনা দিয়া একগাছি বালা খুলিয়া আর একগাছি খুলিবার চেষ্টা করিতেছে এই অবসরে পার্শ্ববর্ত্তি কানন হইতে এক নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র সেই দুরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে ঝম্প প্রদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখে করিয়া সেই নিবিড়ান্ধকারময় বনে প্রবেশ করিল। অপর্ণাও চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

শরৎকুমার বৃক্ষ হইতে ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ শব্দের পর কানন ভূমি একেবারে নিস্তব্ধ হইল কেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না।

অপর্ণা একেশ্বরী হইয়া ধূলায় পতিত আছেন এমন সময়ে পশ্চিমদিক্ হইতে একখানি মেঘের উদয় হইল, নক্ষত্রমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সেই মেঘে কানন ভূমি এরূপ অন্ধকারে আবৃত করিল, যে নিকটের বস্তুও নয়নগোচর হয় না, দুই একবার বিদ্যুৎ হইয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল ও ক্রমে বিলক্ষণ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল।

সেই বৃষ্টিতেই অপর্ণার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া সজীবতা সম্পন্ন হইল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। আবার বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গেল। যে মেঘখানি উঠিয়াছিল ক্রমে তাহা পূর্ব্বদিগে গিয়া পড়িল আর বৃষ্টি হইল না—যাহা হইয়াছিল তাহা অল্পক্ষণ ব্যাপিনী বলিয়া পথ কর্দ্দমে অনুলিপ্ত হয় নাই।

অনন্তর ভূতল হইতে উঠিয়া যে অবধি দৃষ্টি চলে সে পর্য্যন্ত দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন জীবিতাশা পুনঃ

সঞ্চরিত হওয়াতে দুই এক পা চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার কি ভাবিয়া এক এক বার দাঁড়াইতে লাগিলেন। কোন দিকে কেহ আছে কি না ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে কেহই কোন দিকে নাই তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

চলিতে চলিতে তাঁহার বোধ হইল যেন পশ্চাদ্ভাগে এক জন লোক আসিতেছে কিন্তু তাকাইয়া দেখেন যে পশ্চাতে কিছুই নাই; এই ভাবে কিছু পথ অতিক্রম করিলে তাঁহার সাহস হইল, দ্রুত চলিবার সাধ্য না থাকিলেও প্রাণ-ভয়ে কিছু দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই; তাঁহার ভয় সঙ্কুলিত চিত্ত যে দিকে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল তিনি একাদিক্রমে সেই দিকেই গমন করিতে আরম্ভ করিলেন;

গমন করিতে করিতে সম্মুখে একটী বিল দেখিতে পাইলেন; বিলের মধ্যে যেন লোকে কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তাহারা কি কথোপকথন করিতেছে দূরতা প্রযুক্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না; তখন ভাবিলেন হয়ত, সেই ডাকাতেরা ঐ খানে কথা কহিতেছে।

এইরূপ ভাবিয়া পুনর্ব্বার কাঁপিতে লাগিলেন এবং সেইখানে একটী ঝোপ ছিল তন্মধ্যে গিয়া লুকাইলেন; সকল শরীর আবৃত হইল না তথাপি শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিলেন।

মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে এজন্য ক্ষণকাল তথায় বসিয়া আবার উঠিলেন, আবার কি ভাবিয়া বসিলেন, ইতিমধ্যে সেই বিলের মধ্য হইতে এক জন কিছু উচ্চৈঃস্বরে বলিল

" ওরে রোমশা, একবার জাল তুলে এ দিকে আয় ত, আমার জালে এট্টা ভারি গোচের পড়েচে রে, ওরে শীগ্‌গির আয়।"

যখন এই সকল স্পষ্টাক্ষর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন

তাঁহার মনে পূর্ব্বাপেক্ষা সাহস হইল; তিনি তাহাদিগকে ধীবর স্থির করিয়া, অপেক্ষাকৃত নির্ভীকমনে ও দ্রুতপদে সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ধীবরেরা সেই নিঃশব্দ গভীর রজনীযোগে নিভৃত প্রান্তরে হঠাৎ রোদন শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইল ও কিছু ভীত হইয়া জাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক শব্দানুসারে অতি দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অপর্ণা কাঁদিতেছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন! তাহারা রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াই প্রথমতঃ শান্ত করিতে লাগিল, কত প্রকার অভয় দিতে লাগিল, কত বুঝাইতে লাগিল, তিনি তথাপি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম ধাম ও কোথায় যাইতেছিলেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; তাহাতে তিনি অন্য কোন কথা না কহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল এই কথাটী বলিলেন

"আমার নাম অপর্ণা, আমি বামনের মেয়ে।"

এই কথা শুনিয়া ধীবরেরা পুনর্ব্বার বলিল

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

তিনি এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন

"ওগো আমাকে মেরে ফেলিবে আমাকে নিয়ে চল।

ধীবরেরা এই কথা শুনিয়া বুঝিল যে তিনি নিঃসন্দেহ দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন কোন রূপে বাঁচিয়া আসিয়াছেন; তখন আর কোন কথা না বলিয়া কেবল এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিল

"তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমার মামা ছিলেন তাঁহাকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে, ওগো তোমাদের পায় পড়ি আমাকে নিয়ে

চল, তারা টের পেলে এখনি আমাকে মেরে ফেলিবে।"

এই কথায় তাহারা কিছু শঙ্কিত হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল "আমাদের কর্ম্ম ত একরূপ শেষ হয়েচে চল একে নিয়ে বাড়ী যাই, আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া তাহাদের একখানি ছোট নৌকা ছিল তাহাতে অপর্ণাকে তুলিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল।

ষষ্ঠ উল্লাস।

শরৎকুমার যে বৃক্ষে ছিলেন দস্যুরা তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল ও কি কথোপকথন করিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষ হইতে কথোপকথন শুনিতে পাইলেন কিন্তু কি বলিতেছে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কখন "কোথায় গেল" কখন, "কি হইবে" এইরূপ দুই একটী কথা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিতে লাগিলেন যে হয় ত এই খানে উঠিয়া আমাকে ধরিবে ও প্রাণে বধ করিবে কিন্তু তাহারা আর গাছে উঠিল না. সেই খানে ক্ষণেক বসিয়া কি কথোপকথন করিতে করিতে উঠিয়া গেল ও কিয়ৎক্ষণ তাহাদের সেই সঙ্গীকে ও অপর্ণাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না; তখন ব্যাকুলিতচিত্তে একটী ভয়ানক শব্দ করিল, তাহাতেও কেহ কোন উত্তর দিল না।

অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না এজন্য তাহারা কি করিল, কোথায় গেল. কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তবে শুষ্ক পত্রের উপরি তাহাদের পদ শব্দ শুনিয়া অনুমান করিলেন যে তাহারা তথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সময় থাকিবার নহে, এক মুহূর্তের পর আর এক মুহূর্ত আসিতেছে, আবার সে মুহূর্ত যাইতেছে আবার আসিতেছে, আবার তাহাও যাইতেছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তিনি আর কোন শব্দ পাইলেন না, ক্রমে সে প্রান্তর ভূমি নিস্তব্ধ হইল দেখিয়া বোধ করিলেন যে তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এজন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সাহসী হইয়া তথায় বসিয়া থাকিলেন।

শোক দুঃখের রজনীতে নিদ্রা না হইলে সে রজনী যে কত দীর্ঘ বোধ হয় তাহা পীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির অবিদিত নাই। শরৎ কুমারেরও তাহাই ঘটিয়াছে। সে দুঃখের রজনী আর প্রভাত হয় না; কত ভাবিতে লাগিলেন কত অনিষ্ট শঙ্কা করিতে লাগিলেন, এক একবার পথিকের অপমৃত্যু ও অপর্ণার করুণ বিলাপ, কখন মাতৃস্নেহ ও বিমাতার বিষপ্রয়োগেচ্ছা ইত্যাদি কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তথাপি যেন রজনী প্রভাত হইতে চায়না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একবার যদৃচ্ছাক্রমে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; পূর্ব্বে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, এখন শাখা পল্লবের মধ্য দিয়া অতি অল্পমাত্র আলোক অনুভূত হইতে লাগিল ও দুই একটী পক্ষী পল্লব মধ্য হইতে শব্দ করিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক আরও পরিষ্কৃত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিল ও পরক্ষণেই সূর্য্যোদয় হইল দেখিয়া পথে দুই একজন লোক চলিতে লাগিল, তখন তিনি. বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার মানসে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে অতি সাবধানে বৃক্ষ হইতে নামিলেন এবং

অগ্রে চারিজন লোক চলিয়া গেল দেখিয়া, দ্রুত পাদবিক্ষেপে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত, এমন সময়ে তিনি কালীগঞ্জে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন; গ্রাম ও নগরবাসী লোকজন দেখিয়া তাঁহার ভয় অনেকাংশে ন্যূন হইল বটে, কিন্তু পথিকের সেই মৃত্যু-চীৎকার ও অপর্ণার আর্ত্তনাদ জনিত চিন্তা তাঁহার চিত্ত মধ্যে প্রতিনিয়ত উদিত হইতে লাগিল।

কালীগঞ্জের নিম্নেই গঙ্গা নদী; তাহা বর্ষার সময়ে অতি বিস্তৃত হয়, শরৎকুমার তথায় স্নান করিলেন। শরীর অতিশয় ক্লান্ত ছিল অবগাহন করিয়া কিছু সুস্থ হইল। স্নানান্তে সেই নগরের প্রান্তভাগে একটী ভদ্রলোকের বাড়ী দেখিতে পাইয়া, তথায় গিয়া অতিথি হইলেন।

দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী ঘর এবং সেই দুইটী ঘরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে দুইটী অলিন্দ আছে; তাহারই অন্যতর অলিন্দে এক ব্রাহ্মণ বসিয়া শিখা কুল্লাইতেছেন দেখিয়া নিকটে গেলেন। বৃদ্ধের ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ও পরিধানে একখানি ক্ষৌম দুকূল; তিনি অভ্যাগতকে দেখিয়া নিতান্ত ঔদাস্য করিলেন না, বরং বলিলেন

"আপনি কে? কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"

শরৎকুমার বলিলেন "আমি অতিথি।" এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন "অতিথি? আচ্ছা এদিকে এস।"

গৃহস্বামীর কথায় শরৎকুমার কিছু আহ্লাদিত হইয়া, নিকটে গিয়া বসিলেন এবং দুই চারিটী কথোপকথনের পর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন

"অদ্য কোথা হইতে আসিতেছেন?"

শরৎ। আর মহাশয়! সে সকল পরিচয়ে আর কাজ নাই। প্রাণ লইয়া যে আসিয়াছি এই যথেষ্ট।

বৃদ্ধ। কেন গো বাপু, কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?

শরৎ। মহাশয়! বলিতে এখনও শরীর কম্পিত হয়।

বৃদ্ধ। বলনা ভয় কি?

শরৎ। গত রজনীতে পথে আসিতে ছিলাম, আমার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার সহিত পথেই আলাপ, তিনি তাঁহার একটী ভাগনেয়ী সঙ্গে করিয়া আসিতেছিলেন।

বৃদ্ধ। অনন্যমনা হইয়া,—তার পর?

শরৎ। তার পর মহাশয়! অনুমান এক প্রহর রজনীর সময়ে আমাদিগকে দস্যুতে আক্রমণ করিল, আমি পলায়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণটীর জীবন গিয়াছে।

বৃদ্ধ। আহাহা! ব্রহ্মহত্যাটা করেছ! ভাল সে মেয়েটী কোথায় গেল?

শরৎ। ক্ষণকাল তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ছিলাম কিন্তু তার পর যে সে কোথায় গেল বলিতে পারি না; বোধ হয় তাহারও প্রাণ গিয়া থাকিবে।

কপট বৈষ্ণবেরা যেমন হরিনাম শুনিয়া প্রেমাশ্রু পরিত্যাগ করে, বৃদ্ধও অভ্যাসবশতঃ সেইরূপ সাশ্রুনয়নে বলিলেন

"উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার!! তা যখন এখানে আসিয়াছ তখন আর কোন ভয় নাই।"

এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে সেই স্থানে বসাইয়া, কিছু প্রফুল্ল অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এই বিবরণটী তাঁহার তিনটী পুত্রের নিকটে বলিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র ভৃত্যহস্তে কিছু মিষ্টান্ন দিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অতিথিকে জল খাবার দিয়া আবার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই; কনিষ্ঠ-দ্বয়ের নিকটে অতি গোপনে বলিলেন

"দেখ, কর্ত্তার নিকটে যেরূপ পরিচয় দিয়াছে ইহাতে বোধ হইতেছে যে এ সেই বেটাই বটে, ফলতঃ আজি উহাকে রাখিয়া রজনীতে শেষ করিতে হইবে নচেৎ এইরূপ আর পাঁচ জায়গায় গল্প করিয়া বেড়াইবে; কি জানি কোন্ সূত্রে কি ঘটিয়া একবারে সর্ব্বনাশ হইবে।" এই সকল কথার পর তিন জনে অতি মৃদুস্বরে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া অবশেষে শরৎকুমারের প্রাণহত্যাই স্থির করিয়া রাখিল।

সপ্তম উল্লাস।

বৃদ্ধ যৌবনকালে ও প্রৌঢ়াবস্থায় অনেক নরহত্যা করিয়াছেন এখন বৃদ্ধ হইয়া আর পারেন না বলিয়া, বাড়ীতে বসিয়া থাকেন ও মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতিথির প্রাণ নষ্ট করিয়া যাহা কিছু পান আত্মসাৎ করেন।

তাঁহার একটী মাত্র কন্যা; কন্যার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনীর বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শবর্ষ; কিন্তু কুলীন কন্যা বলিয়া বিবাহ হয় নাই। সম্বন্ধ করিবার জন্য দুই এক স্থান হইতে মধ্যে মধ্যে লোক আসে; কখন কখন তাহারা নিজেও লোক পাঠাইয়া থাকে, কিন্তু পরম্পরায় তাহাদের ব্যবহারগত দোষ শুনিয়া সকলেই পরাবর্ত্তিত হয়, কেহই আর সম্মত হইতে চায় না।

বাটীর নিকটেই একজন নিঃসন্তান পঞ্জিকাকর্ত্তা আচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈবলিনী শিশুকাল হইতে তাঁহার নিকটে গতাগতি করিতেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও

সেই স্নেহ বশতঃ প্রায় আট বৎসর কাল তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন।

আচার্য্য শৈবলিনীর পিতৃচরিত্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের ব্যবহার উত্তমরূপে জানিতেন, কিন্তু ভয়ে কিছুই বলিতে পারিতেন না; ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাদের খোসামোদ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের বাটীতে গিয়া বসিতেন এবং শিশুগণকে আদরের সহিত স্নেহ করিতেন।

শৈবলিনী দস্যুর ঔরসজাত বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র সেরূপ ছিল না। বুদ্ধিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ—এরূপ তীক্ষ্ণ যে বাহ্যভাবভঙ্গি দেখিয়া অনেকের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। কথাগুলি অতি মৃদু—গৃহকর্ম্মে এরূপ তৎপর যে তাঁহার জননী গৃহকর্ম্ম হইতে একরূপ অবসর পাইয়াছিলেন; তাঁহার গুণের কথা আর অধিক কি বলিব, যিনি সুশীলার উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন—যিনি রামায়ণ পাঠে জানকীর চরিত্র অবগত হইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে তাঁহারা সুশীলা ও সীতার সহিত শৈবলিনীর চরিত্রের সাদৃশ্য সম্পাদন করুন, প্রায় বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইবেন না।

তাঁহার যেমন গুণ, সৌন্দর্য্যও তদনুরূপ অতি মনোহর ছিল। শ্যামবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় স্বাভাবিক চক্ষু হইতে আয়ত অথচ যৌবনে যেরূপ তরলতা জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ তারল্যযুক্ত, দেখিলে কে না বলিবে, কোন্ সহৃদয় ভাবক ব্যক্ত না করিয়া থাকিবে যে, পুণ্ডরীকদলে আসবাসক্ত ভ্রমর যুগল বেড়াইতেছে; ললাটফলক মার্জ্জিত ও মুনিমনোমোহন; চিবুক দেশ যমক জম্বুফলের ন্যায় রেখাঙ্কিত অথচ অল্পোন্নতাগ্র এবং তাহার নিম্নভাগে একটী বক্ররেখা অধিকতর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। কেশগুচ্ছ ঐরূপ দীর্ঘ যে যেন অনায়াসে সেই বিশাল নিতম্বতট অতিক্রম করিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মুক্তিমের; যখন কবরী বাঁধিবার নিমিত্ত উভয় করতলের বিতস্তি

মধ্যভাগে ললাট হইতে সেই কেশগুচ্ছ টানিয়া বেণীবন্ধন করেন তখন সেস্থানে যে কাহার চিত্ত আকৃষ্ট না হয়,—সেই বেণী—সেই কন্দর্পের স্বহস্ত-নির্ম্মিত নিগড়স্বরূপ বেণী—যে কোন বশীর কণ্ঠদেশে বন্ধন বিধান না করে বলিতে পারি না। উরঃস্থল নাতিবিশাল, নাতি সঙ্কুচিত; এবং তদুপরি ডগমগায়মান পীনোন্নত পয়োধর যে কিরূপ শোভা সম্পাদন করিয়াছে তাহা আর বলিয়া কি জানাইব; যিনি বিস্ফারিত নয়নে দেখিয়াছেন,—যিনি অনন্যমনে একবার অবলোকন করিয়াছেন, সে বক্ষঃস্থল হৃদয়ভঙ্গের যন্ত্র কি না তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন। কপোল ও গণ্ডস্থল মার্জ্জিত; মুখে সলজ্জভাব যেন বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই সুস্পষ্ট ও মৃদুমধুর বাগ্বিন্যাস যাঁহার শ্রবণবিবরে একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে তিনি আবার শুনিতে ইচ্ছা করেন। সৌন্দর্য্যের একশেষ, একাধারে কেহ কখন এত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

এই রূপবতী রমণীর ভ্রাতৃগণ যখন শরৎকুমারের সম্বন্ধে পরামর্শ করেন, তখন তিনি সেই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে শয়ান ছিলেন, কিন্তু নিদ্রা যান নাই, সুতরাং তাহাদিগের সকল কথাই শুনিয়া ছিলেন এবং শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন

"আহা! দাদারা অতিথির প্রাণ বধ করিয়া পরিতৃপ্ত নহেন।"

এইটী ভাবিতে ভাবিতে সেই অতিথিকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইল। এজন্য তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের ভিতর দিয়া যে পথ ছিল, সেই পথ দিয়া বহির্দ্বারের অন্যতম কুঠরীতে গমন করিলেন এবং তাহার বহির্ভাগের কবাট অতিসাবধানে অল্পমাত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন যে, অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম এক যুবা সঙ্কুচিত শরীরে শয়ন করিয়া ও বাহুরূপ উপাধানে মস্তক রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন।

শরৎকুমার একে পথশ্রান্ত তাহাতে পূর্ব্বদিনের সমস্ত রজনী

জাগরণ করিয়াছেন, এজন্য অতি শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। আসন্ন বিপদের অণুমাত্রও অবগত নহেন, সুতরাং নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছেন।

তাঁহার শরীরের যে যে অংশ দেখা যাইতেছিল, শৈবলিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া সেই সেই অংশগুলি দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে যেন মনে পড়িল; সে বদন যেন কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন হঠাৎ মনে পড়িল না কত ভাবিতে লাগিলেন তথাপি মনে পড়িল না। মনের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত দ্বারের আরও কিয়দংশ উদ্ঘাটিত করিলেন ও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত মনে পড়িল—কোথায় দেখিয়াছেন তাহাও মনে পড়িল, অন্তঃকরণ অমনি চমকিয়া উঠিল, তখন ভালবাসার সহিত দেখিতে লাগিলেন—সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃস্বসার বাড়ীতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি যে অনুরাগিণী হইয়াছিলেন সে আশা দুরাশা বলিয়া একরূপ ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার দেখিয়া তাহা পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠিল—সে অনুরাগ আবার নবীভূত হইয়া উঠিল, কারণ অনুরাগের পাত্রাপাত্র বিচার নাই; নয়ন যাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে বলে, শ্রবণ রূপলাবণ্যের বিষয় ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া যাহাকে ভালবসিতে দেয়, অন্তকরণ তাহারই প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে। এজন্য শৈবলিনীর সতৃষ্ণনয়ন তাঁহার প্রতি সানুরাগে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল; পথিক মুদ্রিত নয়নেই তাঁহার সেই কোমল চিত্তকে মোহিত করিলেন, সে অবস্থায় শৈবলিনী ভিন্ন আর কে বুঝিবে যে পথিকের প্রতি তাঁহার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত অন্য কাহারও পদশব্দ না পাইলেন সে পর্য্যন্ত সেই দ্বার হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, ও কিরূপে যে তাঁহাকে

বাঁচাইবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ম্লানমুখে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; আবার কি ভাবিয়া সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—পূর্ব্বের ন্যায় অতি সাবধানে দ্বারমুক্ত করিলেন ও সেইভাবে আবার অতিথির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; এইরূপে প্রায় তিনবার গতাগতি করিলেন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত; অন্তঃপুর হইতে একজন লোক আসিয়া পথিককে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া সে নিকটে গিয়া উচ্চরবে ডাকিতে লাগিল, তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শরৎকুমার উঠিয়া বসিলেন দেখিয়া সে ব্যক্তি কহিল মহাশয়! বেলা হইয়াছে উঠিয়া আহার করুন।”

শরৎকুমার কহিলেন “কি আহার করিব?”

সে কহিল “জলপানের উদ্‌যোগ হইয়াছে, আর যদি পাক করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও করিতে পারেন।”

শরৎকুমার কহিলেন “না পাক করিব না, যাহা উপস্থিত তাহাই আনিয়া দাও।”

যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল সে এই কথা শুনিয়া সমস্ত আনিয়া দিল, তিনিও আহার করিতে বসিলেন।

অষ্টম উল্লাস।

মনুষ্যের চরিত্র কখন কিরূপ ভাবে পরিণত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ নহে। অদ্য যিনি আত্মদোষে লোক সমীপে নিন্দনীয়,

কিছু দিন পরে তিনিই আবার সেই সকল দোষ সংক্ষালন পূর্ব্বক সেই সকল লোক সমীপে পূজনীয় হইতে পারেন। অদ্য যিনি পূজনীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ, কল্য তিনিই আবার আত্মদোষে লোকের বিরাগভাজন হইতে পারেন। শরৎকুমারের পিতৃব্য-পত্নীর যে সকল লৌকিক আচার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যোগানন্দ নির্ব্বিগ্নমনে বাটী হইতে বহির্গত হন, ক্রমশঃ সেই সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতেন না, সকলকেই মিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট করিতেন।

কালীগঞ্জের অব্যবহিত পশ্চিম দিকে একখানি সামান্য গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়; তাঁহার স্বামীর গৃহ হইতে বিনির্গমন ও শরতের পিতৃবিয়োগের পর তিনি স্বামি-বিয়োগে কাতর হইয়া শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয় আসিয়া বাস করিতে ছিলেন।

শৈশবেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, থাকিবার মধ্যে কেবল মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-বধূ ছিলেন।

তিনি তাঁহাদের মধ্যে অতি সমাদরে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিসূচিকা রোগে এক দিনেই তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুরপর কিছু দিন তিনি শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। পরে যত দিন যাইতে লাগিল ততই শোক দুঃখের অল্পতা হইতে লাগিল। ক্রমে আরও যত দিন গত হইতে লাগিল সে শোক দুঃখ ততই নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় তাঁহার ভ্রাতৃবধূর শোক আর কমে না, তিনি মলিন বেশে থাকেন ও সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া অনতিপরিস্ফুট স্বরে রোদন করেন।

এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইলে এক দিন সেই গ্রামস্থ কএক জন ধীবর তাঁহাদিগের বাটীতে আসিয়া কহিল

"মাঠাকুরুণ! আপনার কাছে একটী কথা জিজ্ঞাসিতে এসেছি।"

তিনি বলিলেন, " হাঁরে উম্‌শে, কি কথা ?"

তাহারা বলিল " আর কিছু নয়, আমরা একটী বামুনের মেয়ে পেয়েছি, যদি আপনি রাখেন তবে বড় ভাল হয় ; আমরা বড় সন্তুষ্ট হই, মেয়েটীর আর কেহ নাই যে খেতে পরিতে দেয়।"

এই কথা বলিয়া তাহার অপর্ণার জল-মজ্জন, দস্যুহস্তে পতন, তাহার মাতুলের অপমৃত্যু ও অনেক ক্লেশের পর দস্যুহস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোনরূপে বিলের নিকটে আগমন, পরে তাহাদিগের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি যথাশ্রুত বর্ণন করিল।

তিনি প্রথমে স্বীকার করেন নাই, পরে অপর্ণার সেই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে এরূপ একটু দয়ার সঞ্চার হইল যে স্বীকার না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না ; তখন বলিলেন

"আচ্ছা রেখে যাও, কিন্তু আমি অধিক দিন রাখিতে পারিব না, তবে যতদিন তোমরা অন্য কোন উপায় করিতে না পারিবে ততদিন না হয় আমি রাখিব।"

তাহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল ; তিনি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন

" সে মেয়েটী কোথায় ?"

এই কথা শুনিবা মাত্র এক জন দৌড়িয়া গিয়া অপর্ণাকে আনিয়া দিল।

অপর্ণার অঙ্গসৌষ্ঠব ও লাবণ্য দেখিয়া প্রথমেই ভদ্রলোকের কন্যা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, সমাদরের সহিত নিকটে আনিয়া বসাইলেন ও তাঁহার মুখশ্রী, নাসিকা, ওষ্ঠাধর ও চিবুক-দেশের ভাবভঙ্গি দেখিয়া একেবারে তাঁহাকে এরূপ ভাল বাসিলেন যে, দেখিবা মাত্র সেরূপ ভালবাসা প্রায় ঘটে না।

তাঁহার স্বামীর সহিত অপর্ণার ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দেখিয়া কত কি মনে করিতে লাগিলেন ; একবার ভাবেন স্পষ্টা-

ক্ষরে সমস্ত জিজ্ঞাসা করি; আবার ভাবেন না, ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিব, ফলতঃ যাহাই হউক; ইহাকে আর ছাড়িতে পারিব না; এইরূপ স্থির করিয়া ধীবরদিগকে কহিলেন "আমি ইহাকে রাখিলাম, তোমরা বাড়ী যাও।"

অপর্ণা সেইখানে থাকিলেন এবং তাঁহার প্রতি গৃহস্বামিনীর অত্যন্ত স্নেহ দেখিয়া ক্রমে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; স্বামী পুত্র প্রভৃতি কোন আপনার লোকের সহিত অন্য কোন অপরিচিতের অঙ্গ-সাদৃশ্য থাকিলে চিত্ত স্বভাবতই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, এজন্য গৃহস্বামিনীর চিত্ত দেখিবা মাত্রই অপর্ণার প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সংপ্রতি মাতৃসম্বোধন করাতে তাঁহার স্নেহ আরও বদ্ধমূল হইল।

অপর্ণার পরিচয় লইতে নিতান্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীলোকে কখন পিতৃ পিতামহাদির নামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় লয় না, এজন্য তিনি সেরূপে কোন পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুকাল পরে এক দিন অপরাহ্ণে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন

"অপর্ণা! বাছা কেমন করে তোমাদের নৌকা ডুবেছিল?"

অপর্ণা কিছু ম্লানভাবে বলিলেন "আমরা কাশী হইতে নৌকা করিয়া বাড়ী আসিতেছিলাম, এক জায়গায় গঙ্গার মধ্যে তিনটা পাহাড় আছে সন্ধ্যার কিছুপরে সেই পাহাড়ে আমাদের নৌকা লেগে ভেঙ্গে গেল।"

আহা কি সর্ব্বনাশ!!! তার পর তুমি কেমন করে উঠিলে?

অপর্ণা। আমি আমার মামার কাপড় ধরে ছিলাম, তিনি মাজিদের একটা কলসী পেয়েছিলেন সেই কলসী ধরে আমাকে পিঠে করে স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে একস্থানে গিয়া উঠিলেন।

সেই স্থানে একজন প্রতিবেশিনী বসিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া দুঃখ করিতে করিতে কহিলেন

"সে নৌকায় আর কে ছিল ?"

অপর্ণা। কিছু কাঁদ কাঁদভাবে আমার বাবা ছিলেন, মা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে কোথায় গেলেন দেখিতে পেলাম না, পরদিন মামা কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

গৃহস্বামিনী এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন

"অপর্ণা! তুমি বলিতে বলিতে যেন কার নাম করিলে না; সে নৌকায় কি আমাদের জামাই ছিলেন ?

অপর্ণা প্রায় সকল কথারই উত্তর দিতে ছিলেন, কিন্তু এই কথায় নীরব হইলেন, বদনের উজ্জ্বল আভা গুরুভারে আক্রান্ত হইল; নয়নে অশ্রুভর করিল তিনি দশনে অধর দংশনপূর্ব্বক অধোবদনে রহিলেন।

তাঁহার স্বামীও সেই নৌকায় ছিলেন গৃহস্বামিনী এইটী ভাব-ভঙ্গিতে বুঝিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন

"হাঁগা বাছা, তাঁহাকেও কি দেখিতে পাও নাই ?"

এই কথাটী অপর্ণার অন্তরে শেলস্বরূপ বিদ্ধ হইল—বদন আরও অবনত হইল; তিনি কথঞ্চিৎ পতনোন্মুখ বাষ্প সংবরণ করিয়া, কেবল শিরঃকম্পনে "না" এই কথাটী প্রতিপন্ন করিলেন।

গৃহস্বামিনী সে দিন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন

"অপর্ণা, সন্ধ্যা হয়েছে সন্ধ্যাদির উদ্‌যোগ কর।"

অপর্ণা বামজানুর উপরি দক্ষিণজানু রাখিয়া ও বামহস্ততলে পৃথিবী চাপিয়া অল্পাবনত মস্তকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেছিলেন এই কথা শুনিবামাত্র দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দিয়া ললাট পতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠভাগে তুলিয়া দিলেন ও উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিতে গেলেন।

নবম উল্লাস।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, গৃহস্বামিনী তাঁহার সেই শোকাকুলা ভ্রাতৃবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া এক দিন সন্ধ্যার পর অপর্ণাকে গোপনে কহিলেন " দেখ অপর্ণা, এবার রথে অনেক লোক ঠাকুরবাড়ী যাচ্চে, ইচ্ছা যে তোমাকে সঙ্গে করে একবার দেখাইয়া আনি।

অপর্ণা বলিলেন

" মা, তাতে যে টাকা চাই তুমি কোথায় পাবে ?"

তিনি কহিলেন

" আমার কিছু টাকা আছে তার জন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি যাবে ?"

অপর্ণা কিছু উৎসাহের সহিত বলিলেন " যাব "

এই কথা শুনিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন এবং তিন দিন পরেই অপর্ণাকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

পথে বাহির হইয়া গ্রামস্থ দুই চারি জন সঙ্গী পাইয়াছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া এত যাত্রী দেখিলেন যে আর তাঁহাদের কোন শঙ্কা রহিল না। প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে পথ চলিয়া অপর্ণার ক্লেশ হইয়াছিল, কিন্তু দুই চারিদিন চলিতে চলিতে ক্রমে সে ক্লেশের অনেক ন্যূনতা হইয়া আসিল; অভ্যাস বশতঃ অধিক চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে আঠারনালা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুরীতে গিয়া পৌঁছিলেন এবং ধুলাপায় গিয়া দেবাদিদেব জগন্নাথ দর্শন করিলেন।

সে বার রথযাত্রায় এত লোক হইয়াছিল যে, যে সকল যাত্রী আরও দুই একবার আসিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল

" আমরা এত লোক একবারও দেখি নাই।"

পরদিন রথ, তাঁহারা দুই জনে প্রাতঃকালেই বামন বেশ দেখিতে গেলেন। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে " বামনবেশ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না" এজন্য প্রাতঃকালে তথায় এত জনতা হইয়াছিল যে প্রথমে গিয়াও তাঁহারা প্রবেশ করিতে অবকাশ পাইলেন না।

অপর্ণার মা কিছু ব্যগ্র হইয়া অপর্ণাকে কহিলেন

" অপর্ণা, তুমি না হয় এই বৃক্ষতলে দাঁড়াও, আমি শীঘ্র দর্শন করে আসি, পরে গোলমাল কমিলে তোমাকে দেখাইয়া আনিব। কিন্তু বাছা এই গাছতলা হইতে কোথাও যেও না।"

এই কথা বলিয়া তিনি সেই জনতা মধ্যে প্রবেশ করিলেন; অপর্ণা আর আর যাত্রীর ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার মাতা জনতা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কথিত সময়ের তিনগুণ সময় অতীত হইল তথাপি বাহির হইলেন না। তিনি আরও অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন তথাপি দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রৌদ্রে শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, তথাপি কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল, বদনের আভা মলিন ও শরীর ক্লান্ত হইতে লাগিল তথাপি ঘুরিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার রোদন দেখিয়া কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। কারণ

সে সময়ে কে জিজ্ঞাসা করিবে? তাঁহার ন্যায় কত বালক বালিকা, কত কিশোর কিশোরী, কত যুবতী—সুন্দরী যুবতী, কত অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা কুলবধূ সঙ্গিসঙ্গিণী হারাইয়া রোদন করিতেছে।

অত্যন্ত জনতা-জনিত সেস্থানে এরূপ একটী কোলাহল উঠিয়াছে যে নিকটে দাঁড়াইয়া কেহ কিছু বলিলেও শুনিতে পাওয়া যায় না, অত্যন্ত মনোযোগ করিলে যদিও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক-বারে অর্থাবগতি হওয়া বড় কঠিন।

অত্যন্ত উচ্চরবে যাহারা ডাকিতেছে কেবল মধ্যে মধ্যে তাহা-দেরই "মা, দাদা, ও——বৌ, ওলো খোকার মা, আমাদের রামি কই" ইত্যাদি দুই একটী বর্ণাত্মক শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

যদি কেহ "অপর্ণা" বলিয়া ডাকে ইহা ভাবিয়া তিনি অবহিত শ্রবণে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অপর্ণা বলিয়া ডাকিবে এরূপ এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন না।

এইরূপে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিলেন; কাহাকেও না দেখিয়া আবার উঠিলেন ও পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একজন কন্যা হারাইয়া অন্নদা বলিয়া ডাকি-তেছে তিনি অপর্ণা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও চারিদিকে তাকা-ইতে লাগিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই "অন্নদা" এই শব্দ স্পষ্ট বুঝিয়া নিরাশ হইলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, জগন্নাথ দেবও রথে উঠিলেন। রথস্থ জগন্নাথ দেখিবার নিমিত্ত সেস্থানে এত জনতা হইল যে কার সাধ্য তথায় প্রবেশ করে; অপর্ণা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া যে স্থানে অধিক জনতা নাই তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন, রথের টান হইল। কিন্তু তাঁর চিত্ত এরূপ উদ্বিগ্ন রহিয়াছে যে তিনি ভাল করিয়া কিছুই দেখিলেন না, আবার পূর্ব্বের ন্যায় একাকিনী ঘুরিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা প্রায় আগত, তখন কোথায় যাইবেন ভাবিয়া আকুল

হইলেন ও রোদন করিতে লাগিলেন। যেখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে ছিলেন সেইখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে মুখের দিকে একবার তাকাইয়া কহিল.

"হ্যাগা, তুমি আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া ছিলে না? এখানে কাঁদিতেছ কেন?"

অপর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন

"আমার মাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে।"

তিনি কহিলেন

"এখানে কাঁদিলে কি হইবে? তুমি আমাদের বাসায় এস"

অপর্ণার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা সম্মত হইলেন, ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রীরা ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মা বৎসহারা হরিণীর ন্যায় কত অনুসন্ধান করিয়াছেন, দুই তিন বার সেই বৃক্ষতলে আসিয়াছেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পান নাই।

যে সকল যাত্রী রথের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই তাহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক অপর্ণার মাতৃ-মুখে এই বৃত্তান্তটী শুনিয়া সহসা বলিয়া ফেলিল

"ওগো আমরা পথে একটী মেয়ে দেখিলাম মেয়েটী একবার কাঁদিতেছে আর যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে কহিল

"আমার মাকে হারাইয়াছি।"

তিনি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সেই স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"সে মেয়েটী কিরূপ এবং তার বয়স্ কত?"

স্ত্রীলোকটী কহিল

"বয়স্ অধিক নহে, আন্দাজ ১৪।১৫ বৎসর, গৌরবর্ণ, কিছু ক্ষীণ. হাতে গালার চূড় আছে।"

এই উত্তর অপর্ণার সহিত অনেকাংশে মিলিল, এজন্য তিনি ক্ষণ-বিলম্ব ব্যতিরেকে উত্তর দিকে ধাবিত হইলেন; পথে আরও এক জনের মুখে ঐরূপ একটী মেয়ের কথা শুনিয়া তিনি আরও বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

দশম উল্লাস

এদিকে শৈবলিনী দেখিলেন যে, অন্তঃপুরে সকলেই আহার করিতে বসিলেন, অমনি দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ কবাট উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে লাগিলেন—প্রেম-পুলকিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন; মনে মনে ইচ্ছা যে সম্পূর্ণরূপে কবাট খুলিয়া আর কোন কবাট খুলিয়া দেন, কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে তাহা পারিলেন না।

কবাট নিরর্গল করিবার সময়ে শরৎকুমার শব্দ শুনিয়াছিলেন, এজন্য এক একবার অপাঙ্গ ভঙ্গিতে সেই দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কবাটের সন্ধিস্থল অল্পমাত্র উদ্ঘাটিত দেখিয়া একবার চকিতবৎ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার মধ্যে একটী মাত্র নয়ন ও নাসিকার কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পাইলেন। আবার মুখ ফিরাইয়া অনন্যমনে আহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কবাটের দিকে ধাবিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নয়ন তাঁহাকে অতিশয় ব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি তখন অন্য দিকে তাকাইয়া কহিলেন

"একটু ——লবণ।"

একে শৈবলিনীর চিত্ত নিরভিসন্ধি প্রেমে ও নিষ্কপট অনুরাগে মুগ্ধ, তাহাতে আবার তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছে, এজন্য তিনি কোনরূপ লোকাচারে কুণ্ঠিত হইলেন না, একটু লবণ আনিয়া অতি সাবধানে অথচ শীঘ্র কবাট উন্মোচন পূর্ব্বক বাহির হইয়া অবনত নয়নে পত্রের নিকটে দিলেন।

শরৎকুমার আড়ে আড়ে তাকাইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিকটি দেখিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, কিন্তু প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে একবার পশ্চাদ্ভাগে নয়নপাত করিলেন, সে নয়নপাত চকিতবৎ; তাহাতে কেবল সেই মুষ্টিমেয় কেশগুচ্ছ দেখিতে পাইলেন। ভালবাসার এমনি একটী স্বভাবসিদ্ধ শক্তি যে কেহ মনে মনে ভাল বাসিলেও বুঝিতে পারা যায়, এজন্য তাঁহার চিত্ত সেই কমনীয়-কামিনীর লোল অথচ অল্প কুঞ্চিত চিকুর জালে জড়িত হইয়া পড়িল।

মনের কথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শৈবলিনীর চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল—সময় যত অতীত হইতে লাগিল ততই ব্যাকুল হইতে লাগিল; তখন আর লজ্জাকে ভয় করিলেন না—মনের কথা ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিলেন না কিন্তু পাছে কেহ শোনে এই ভয়ে এক একবার সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সে সঙ্কোচকেও ভয় করিলেন না; একখানি কবাট বদ্ধ ও অপরখানি অর্দ্ধমুক্ত করিয়া অনতিপরিস্ফুট স্বরে কহিলেন

"দেখ, রজনীতে যদি তোমার দ্বারে কেহ আঘাত করে, তবে তুমি অতি নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া যাহাকে সম্মুখে দেখিবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না। ইহা না করিলে বিপৎপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এমন কি প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু ভয় নাই যেরূপে পারি রক্ষা করিব। আর অদ্য এখান হইতে যাইবার নামও করিও না বরং কহিও "অদ্য এইখানে থাকিব।""

এই কথা বলিবার সময়ে শরৎকুমার নির্ভয়ে একবার তাঁহার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অবলোকন মাত্রেই তাঁহার নয়ন-যুগল মৃণালশূন্য কমলের ন্যায় সেই যৌবন সলিলে অল্পে অল্পে মগ্ন হইল; যেন সে সৌন্দর্য্য, সে নিষ্কপট সরল ভাব, সে কমনীয় কপোল-স্থল কোথায় একবার দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রথমে শ্রবণাঞ্জলি পাতিয়া পরমসুখে সে বচনামৃত পান করিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে প্রাণ উড়িয়া গেল; ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

শৈবলিনীর ইচ্ছা থাকিলেও আর দাঁড়াইলেন না, দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেলার অবসান হইতে লাগিল, সূর্য্যও নিস্তেজ হইয়া অস্তে গমন করিতে লাগিলেন; নিকটবর্ত্তি প্রতিবেশিনীরা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত; আশপাশ হইতে দুই একবার জাঁতার শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল, সূর্য্যও অস্তমিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। পৃথিবী একরূপ কলকল স্বরে পূর্ণ হইল, নগর-বর্ত্তি শিবমন্দির প্রভৃতি দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি হইতে লাগিল। পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও শরৎকুমার গমনের কোন প্রস্তাব করিলেন না, বরং শুষ্ক অন্তঃকরণে ও নির্ভীক মুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ীর সেই দুরাত্মারা একে একে তথায় আসিয়া বসিল, ও নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিল; আলাপ করিতে করিতে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার মুখে তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া এ সেই ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করিল, আর কোন সন্দেহ থাকিল না। এক জনের নিমিত্ত যে উৎকণ্ঠিত ছিল শরৎকুমারের মুখে ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া, তাহাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিল এবং তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে তাহাদের চিত্ত স্থির হইল।

এইরূপে গল্প করিতে করিতে রজনী প্রায় এক প্রহর অতীত হইল দেখিয়া. তাহারা শরৎকুমারকে কহিল

আপনি রাত্রিতে কি আহার করিবেন ?"

শরৎকুমার কহিলেন "অধিক বেলায় আহার করিয়াছি. এজন্য রাত্রিতে আর আহার করিব না।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল

"তবে আপনি এই ঘরে শয়ন করুন আমরা বাড়ীর মধ্যে যাই ; ক্ষেতা আপনার কাছে থাকিবে, যদি বাহিরে যাইতে হয় উহাকে বলিবেন।"

ক্ষেতা একজন কম লোক নহে. সে ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিবৎ অতি ভয়ঙ্কর লোক। শরৎকুমার ঘুমাইলে সে দ্বার নিরর্গল করিয়া রাখিবে গোপনে তাহাকে এই কথা বলিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপে শিক্ষিত হইয়া ক্ষেতা গৃহপ্রবেশ করিল। তাহার বামহস্তে একটা ছোট হুঁকা, দক্ষিণ হস্তে একখানি শরাব. তাহাতে টিকা, তামাক ও চক্‌মকি ; বয়স অধিক নহে, শরৎকুমার অপেক্ষা কিছু বড় ও বলিষ্ঠ।

সে গৃহ প্রবেশ করিয়া কহিল

"ঠাকুর মহাশয় তামাক্ খাবেন ?"

শরৎকুমার কহিলেন " না।"

"তবে নিদ্রা যান" এইকথা বলিয়া আপনি তামাক খাইয়া শিক্ষানুসারে পূর্ব্বদিকের ভিত্তিমূলে শয়ন করিল, ও কিছু পরেই গাঢ় নিদ্রায় আকৃষ্ট হইল।

একাদশ উল্লাস

যোগানন্দের পত্নী উক্ত প্রকারে অপর্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে প্রায় বৰ্দ্ধমান অবধি আইলেন, কিন্তু অনুসন্ধান পাইলেন না। দামোদর পার হইতে পারিলেই বৰ্দ্ধমানে আসিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না।

পথেই রাত্রি হইল, পান্থনিবাস ব্যতীত নিকটে থাকিবার আর স্থান নাই দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন; একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তাঁহার এক জন সঙ্গিনী ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এজন্য আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া চলিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে দূর হইতে একটী আলোক দেখিতে পাইয়া তাঁহার সেই পথের সহচরী কহিল

"আর ভয় নাই, ঐ আলোক দেখা যাইতেছে।"

এই কথা শুনিয়া তিনি একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন; আলোক দেখিয়া কিছু সাহস হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেগে চলিতে লাগিলেন; আলোকটীও ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, এবং যে স্থানে আলোক জ্বলিতেছিল অবশেষে সেই স্থানে আসিয়া পোঁছিলেন।

উত্তরে দামোদর, তখন বর্ষাকাল, এজন্য দামোদর পূর্ণাবস্থ। তাহার সেই ভয়ঙ্কর প্রবাহের শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, চতুর্দ্দিকেই প্রান্তর, নিয়তই ভেক সকল শব্দ করিতেছে, তাঁহারা সেই পান্থ-নিবাসের মধ্যে আসিয়া দুইখানি ঘর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

যে দুই খানি ঘর দেখিলেন তাহার এক খানিতে কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী সাজান রহিয়াছে ও দুইটী লোক বসিয়া কি গল্প করিতেছে। আর অপর খানির দ্বার রুদ্ধ কিন্তু তন্মধ্যে লোক জনের কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

তিনি তথায় গিয়া দাঁড়াইতেই বিপনিস্বামী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে গা বাছা ?"

তিনি কহিলেন "যাত্রী, আজি এইখানে থাকিব।"

দোকান্দার কহিল

"ঐ ঘরে গিয়া থাক, ও ঘরে আরও লোক আছে।"

এই কথা শুনিয়া তিনি কিছু নম্রভাবে কহিলেন

"বাপু আমি স্ত্রীলোক, ও ঘরে পুরুষে কথা কচ্চে, ও ঘরে গিয়া কেমন করে থাকিব।"

দোকান্দারের সম্মুখে একটী লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, লণ্ঠনটীর সকল দিকে কাচ নাই। তাহার তিন দিক্ কাচে আবৃত, আর এক দিকে একখানি ছিন্ন বস্ত্র; দোকান্দার সেই আলোকের সম্মুখে একখানি হস্তলিখিত রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া পুস্তকখানির একটী পত্র দুমড়াইয়া রাখিল ও কহিল

"ওগো বাছা এ সরাই, এখানে ছোট বড় মেয়ে পুরুষ সকলকেই থাকিতে হয়; এখানে কোন ভয় নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, ও ঘরে আরও দুইটী স্ত্রীলোক আছে, চল নাহয় আমি তোমাকে রেখে আসি।" এই বলিয়া সে সঙ্গে চলিল।

তিনি কহিলেন "আমার সঙ্গে আর একটী স্ত্রীলোক আছে।"

দোকান্দার কহিল "তিনি কোথায় ?"

তিনি কহিলেন "ঐ ঘরের নিকটে।"

দোকান্দার কহিল "ভালইত, তাঁহাকে ডাকুন।"

এই বলিয়া সে ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল "ওগো এই ঘরে আর

দুইটী স্ত্রীলোক থাকিবে একটু স্থান দিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া গৃহমধ্য হইতে এক জন পুরুষ কহিল "আসুন না কেন, ঘরে বিস্তর স্থান আছে।"

তাঁহারা গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে যে দুইটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণ শুনিয়া সমাদরের সহিত স্থান দিল; তাঁহারাও পথশ্রান্তি জন্য শীঘ্র শয়ন করিলেন।

গৃহমধ্যে যে দুইজন পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোক। কিন্তু এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়ে গল্প আরম্ভ করিলেন।

প্রথম। মহাশয় কোথায় যাইবেন?

দ্বিতীয়। আমি পাঠার্থী; কিন্তু কোথায় যে যাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে যে স্থানে পাঠের সুযোগ দেখিব তথায় থাকিব।

প্রথম। কোথা হইতে আসিতেছেন?

দ্বিতীয়। (একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর সে কথায় কাজ নাই, অন্য কোন গল্প করুন।

প্রথম। কেন? এ কথা বলিলেন যে?

দ্বিতীয়। আর তাহা শুনিয়া কি হইবে, বরং আপনার ক্লেশ হইতে পারে।

প্রথম। আপনি বলুন, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

দ্বিতীয়। তবে শুনুন,—"আমি ঢাকার সমীপে বিক্রমপুরে বিবাহ করি; পিতা মাতা নাই এজন্য শ্বশুরের নিকটে থাকিয়া পড়া শুনা করিতাম। আমার শ্বশুর অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ এবং কাশী যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা; এজন্য এক দিন সপরিজনে কাশী যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাহাতে বাধা না দিয়া বরং কাশী দেখিতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইলাম।

প্রথম। তার পর?

দ্বিতীয়। তার পর ফাল্‌গুন মাসের ১৫ই আমরা নৌকা-পথে যাত্রা করিলাম, এবং নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিলাম।

প্রথম। কাশীতে কত দিন ছিলেন ?

দ্বিতীয়। প্রায় ছয় মাস থাকিয়া ভাদ্র মাসে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। ভাগলপুর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পরে কাহাল গ্রামের নিম্নে গঙ্গার গর্ভে যে তিনটী পাহাড় আছে সেই পাহাড়ে আমাদের নৌকা লাগিয়া একবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন রজনী, কে কোথায় গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমার স্ত্রী কেবল দুই তিনবার আর্ত্তনাদ করিয়াছিল শুনিতে পাইলাম, এবং আমার মামাশ্বশুর "অপর্ণা ভয় নাই" বলিয়া শব্দ করিয়াছিলেন তাহাও শ্রুতিগোচর হইল।

প্রথম। কি ভয়ানক! তার পর কি হইল ?

দ্বিতীয়। তার পর আর কাহারও কোন সংবাদ পাইলাম না। আমি একখানি কাষ্ঠফলক পাইয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বন করিয়া কোনরূপে একটা কচ্ছ-প্রদেশে গিয়া উঠিলাম এবং সেই অবস্থায় এক জন হিন্দুস্থানীয় চৌবের বাড়ীতে গিয়া এই সকল ঘটনা বলিলাম। হিন্দুস্থানী যথেষ্ট যত্নের সহিত আমাকে রাখিলেন।

প্রথম। পর দিন আপনি কি আর কারও অন্বেষণ করিলেন না ?

দ্বিতীয়। হাঁ, পর দিন প্রাতে ঐ হিন্দুস্থানীর সহিত গঙ্গার কূলে যে সকল গ্রাম আছে সেই সকল গ্রামে তত্ত্ব করিতে লাগিলাম, কিন্তু অনুসন্ধান পাইলাম না; কেবল এক ব্যক্তি এই কথা বলিল

"আমি তিনটী মৃত দেহ ভাসিতে দেখিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে অবসন্ন হইল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না, তখন সেই হিন্দুস্থানী

পুনর্ব্বার আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে আমাদিগের নৌকার এক জন মাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহাকে দেখিয়া ভাবিলাম হয় ত সকলেই উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া একবারে নিরাশ হইলাম, কারণ সে কিছুই বলিতে পারিল না।

পরে তাহাকে সঙ্গে লইয়া উক্ত চৌবের বাটীতে গিয়া থাকিলাম। তাঁহার বাটীতে আর কত দিন থাকিব? দুই দিন থাকিয়া আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না; তখনও ইচ্ছা যে অনুসন্ধান করি, কিন্তু কোথায় যাইব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। মাজী আমার সঙ্গে আর থাকিল না, সুতরাং আমি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সেই অবধি প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতেছি কাহারও কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

প্রথম। আপনার শ্বশুরের নাম কি?

দ্বিতীয়। যোগানন্দ পণ্ডিত।

যোগানন্দের স্ত্রী সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল কথোপকথন শুনিয়া কিছুতেই আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত শোক দুঃখ তাঁহার চিত্তকে একবারে আক্রমণ করিল, তখন অপর্ণার নাম করিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই চমৎকৃত; তিনি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন কেন, ইহার কারণ জানিতে না পারিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্ত্রীলোক দুটী তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কে শান্ত হইবে? তিনি আরও কাঁদিতে লাগিলেন—অপর্ণা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অপর্ণার স্বামী প্রথমতঃ অপর্ণার নাম শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। পরে ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ভাব আছে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন।

সে ভাবটী জানিবার নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইলেও তিনি সেভাব গোপন করিয়া অগ্রে তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সে রজনীতে কাহারও নিদ্রা হইল না, ঐ ব্যাপারেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলে কিছু ক্ষান্ত হইলেন এবং একবার কহিলেন

"আমি অপর্ণাকে পাইয়া পুরীতে হারাইয়াছি এখনও পাই নাই।"

অপর্ণার স্বামী কহিলেন

"আপনি অপর্ণাকে কোথায় পাইয়াছিলেন?"

তিনি সজল নয়নে কহিলেন

"জেলেরা কোথাকার পথে পাইয়া আমার কাছে রাখিয়াছিল।"

এই সকল কথা শুনিয়া অপর্ণার স্বামীর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মনে আবার সেই শুষ্ক আশালতা পুনরঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

যোগানন্দের স্ত্রী অপর্ণাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এখন আবার তাঁহাকে সপত্নী কন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। এ জন্য সে বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে শতগুণে যাতনা দিতে লাগিল, কিন্তু সে কথা ব্যক্ত না করিয়া বরং গোপনে রাখিলেন।

অপর্ণার স্বামী মনে মনে কত কি ভাবিয়া অবশেষে তাঁহাকে কহিলেন

"আপনি আমার মা, আমি একাকী ভ্রমণ করিতেছি, যদি আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করেন তবে না হয় চলুন। আমি আপনার পালিত কন্যাকে অনুসন্ধান করিয়া দিব।"

তিনি আপাততঃ অপর্ণার অনুসন্ধানের কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত হইলেন। কিন্তু বিধবা হইয়াছেন কি না এ সন্দেহ তাঁহার চিত্তকে দোলাইতে লাগিল।

অনন্তর আর কোন উপায় না দেখিয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

যিনি তাঁহাকে এত বুঝাইলেন তিনি যে তাঁহার জামাতা, এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার পুরীতে গমন করা শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন ও সেই কথায় সম্মত হইলেন।

তাঁহার জামাতা তাঁহাকে শ্বশ্রূ বলিয়া জানিতে না পারিলেও তাঁহাকে জননীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং মা বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি অপর্ণার বিয়োগ জনিত শোক এক প্রকার বিস্মৃত হইলেন। তবে যদিও কখন ভাবিতেন, অপর্ণাকে পাইব মনে করিলে সে ভাবনা দূর হইত।

তিনি জামাতার সঙ্গে পুনর্ব্বার পুরীতে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না এবং অন্য কোন ব্যক্তি সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলিতে পারিল না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কটকের প্রান্তে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিলেন।

তাঁহার জামাতা কহিলেন

"আপনি এই স্থানে থাকুন, আমি অনুসন্ধান করি। আপনাকে সঙ্গে করিয়া পর্য্যটন করা ভাল হয় না; আপনি কোন চিন্তা করিবেন না আমি আপনার ভরণপোষণের ভার লইলাম।"

অপর্ণার স্বামী চিকিৎসা করিতে পারিতেন এজন্য ভরণপোষণের চিন্তা রহিল না; তিনি সুবিধার নিমিত্ত সেই দেশীয় একটী কিঙ্করী রাখিয়া দিলেন এবং আপনিও আপাততঃ সেই সঙ্গে থাকিলেন।

দ্বাদশ উল্লাস।

শরৎকুমারের নিদ্রা নাই। তিনি চিন্তাকুলিত চিত্তে শয়ান থাকিয়া কখন নয়ন নিমীলিত, কখন উন্মীলিত করিতেছেন; বাড়ী ঘর, নবাবের সৌধ, গঙ্গার কুল, মশাল-হস্ত বামাচারের ভাব, দস্যু হস্তে পতন, ইত্যাদি কত কি ভাবিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে শৈবলিনীর সুকুমার মূর্ত্তি এক একবার হৃদয়ে উদিত হইতেছে, আবার তাহা ভুলিয়া কবাটে কেহ আঘাত করে কি না তাহা শুনিবার নিমিত্ত সতর্ক হইতেছেন, এমন সময়ে কবাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলি-প্রহার হইতে লাগিল। সে প্রহার এত মৃদু যে সতর্ক না থাকিলে শুনিতে পাওয়া যায় না।

শরৎকুমার উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। কবাটে শব্দ শুনিবামাত্র অতি সাবধানে উঠিলেন ও মৃদু মৃদু পদবিক্ষেপ করিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, এবং কটী অর্গলদ্বারা কবাট রুদ্ধ আছে জানিবার নিমিত্ত কবাটের উপরি অতি-সাবধানে হাত বুলাইতে লাগিলেন; অর্গল উন্মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে কবাট খুলিতে লাগিলেন। কবাট খুলিবার সময়ে ক্যাঁচ্ করিয়া একটী শব্দ হইল, অমনি কবাট ধরিয়া জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

অল্পক্ষণ পরে আবার অল্পে অল্পে কবাট আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেবার আর কোন শব্দ হইল না, সুতরাং অনায়াসে কবাট খুলিয়া বাহিরে আইলেন।

অন্ধকার ভাল দেখা যায় না এজন্য ভ্রূযুগল কিছু আকুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন যে সেই শ্যামাঙ্গী রমণী-রত্ন একখানি মলিনবস্ত্র

পরিধান করিয়া অঙ্গাভরণ পরিহার পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তিনি কে?

তিনি আর কেহ নয়: তিনি সেই নির্ম্মল চরিত্র শরৎকুমারের প্রাণদাত্রী ও প্রেমাভিলাষিণী সুশীলা শৈবলিনী।

শৈবলিনী একটীও কথা না কহিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারের বহির্ভাগে গমন করিলেন. ও তথা হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ত্বরিতপদে গমন করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার কোন কথা না কহিয়া, অল্পে অল্পে দ্বারের কবাট টানিয়া দিয়া রজ্জু-বদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; এমন কি প্রায় এক ক্রোশের চতুর্থাংশ গমন করিয়া শৈবলিনী অতিথির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন

"দেখ এই সদর পথে গমন না করিয়া এই সঙ্কীর্ণপথে গমন কর এবং যত শীঘ্র পার চলিয়া যাও, চারিক্রোশ অন্তরে এক জন সম্পন্ন দিবাকীর্ত্তির বাড়ী, যদি কোনরূপে তথায় যাইতে পার তবে আর কোন চিন্তা নাই।"

এই কথা বলিয়া ক্ষণেক নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। তিনি আর কিছু বলিবেন ভাবিয়া শরৎকুমারও দাঁড়াইলেন।

শৈবলিনীর নয়নে অশ্রুভর করিয়াছিল কি না সে অন্ধকারে কে দেখিয়াছে? ফলতঃ সে সময়ে তিনি অধিক কথা না কহিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন

"যদি নিরাপদে পৌঁছিতে পার তবে—"

শরৎকুমার অতি মৃদুস্বরে কহিলেন

"তবে কি? নির্ভয়ে বল।"

শৈবলিনী কহিলেন

"তবে আমাকে ভুলিও না।"

শরৎকুমার জড়বৎ দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; শৈবলিনী

ও অপ্পাবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন

“যদি কাটোয়ায় গিয়া এক মাস অপেক্ষা কর আর মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর বাটীতে অনুসন্ধান কর, তবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অথবা কোনরূপে সংবাদ লইতে চেষ্টা করিব।

শরৎ সেই রমণী রত্নের অনুরাগে মোহিত হইয়া কহিলেন

“কাটোয়ায় থাকিলে কি রূপে সাক্ষাৎকার হইবে।”

শৈবলিনী চকিতবৎ এক বার চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া কহিলেন

কাটোয়ায় আমার মাতুলের বাড়ী, এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, পুনর্ব্বার দেখা হইবার অনেক সম্ভাবনা থাকিল, কিন্তু এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না; কারণ কথায় কথায় সময় অতীত হইলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, অতএব যত শীঘ্র পার এই পথে গমন কর।”

শরৎকুমার আর বিলম্ব করিলেন না, গমনকালে আমি তোমার নিকটে বিক্রীত থাকিলাম, যদি জীবিত থাকি কাটোয়ায় অপেক্ষা করিব” এই কথা বলিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলেন।

শৈবলিনীও কণ্ঠমালার ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া সজল নয়নে ও ম্লানমুখে ফিরিয়া এলেন। পূর্ব্ববৎ অবান্ত দ্বার দিয়া অতি সাবধানে গৃহ প্রবেশ করিয়া যে স্থানে শয়ান ছিলেন তথায় গিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু শরৎকুমারের নিমিত্ত তাঁহার সেই অনুরক্ত—নবানুরাগে অনুরক্ত-চিত্ত অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল।

মরিবার আশঙ্কা না থাকিলে আমি তাঁহাকে কখনই ছাড়িতাম না। পিতার নিকটে না হউক, মার কাজে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার কণ্ঠে বর মাল্য সমর্পণ করিতাম। এক একবার এই চিন্তায় নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

আচার্য মহাশয় শৈবলিনীকে যেরূপ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। এজন্য শরৎ-

কুমারের সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবিতে লাগিলেন তাহা অসঙ্গত নহে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে নয়ন হইতে এক একবার অশ্রুপাতও হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ক্ষেতা ঘুম চক্ষুতে একবার বাহিরে আসিয়া আবার ঘুম চক্ষে গৃহ প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিগ্বর্ত্তি-ভিত্তি-মূলে অতিথির শয্যায় গিয়া শয়ন করিল, ও অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত; এমন সময়ে এক খানি তীক্ষ্ণ-ধার ভোদালিয়া হস্তে করিয়া শৈবলিনীর ভ্রাতৃ-ত্রয় অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার উদ্ঘা-টিত রহিয়াছে এজন্য অনায়াসে গৃহ প্রবেশ করিল; ক্ষেতাকে তুলিতে হইলে যদি অতিথির নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভাবিয়া ক্ষেতাকে না ডাকিয়া সঙ্কেতানুসারে পশ্চিমদিকের ভিত্তি মূলের শয্যায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে একটী মস্তকে হস্ত স্পর্শ হইল; তখন আর কোন বিবেচনা না করিয়া সেই মস্তকেই খড়্গাঘাত করিল, ও একাঘাতের পর তৎক্ষণাৎ আর একাঘাত করিল তাহাতে মস্তকটী দেহ হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া পড়িল।

তখন অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত মুখ চাপিয়া, অনতি পরিস্ফুট স্বরে "ক্ষেতা ও ক্ষেতা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ক্ষেতা কোথায়? ক্ষেতার হইয়া আর কে উত্তর দিবে? প্রদীপ জ্বালিয়া না হয় দেখ, ক্ষেতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

নিরাশ্রয়া অপর্ণাকে যে লইয়া গেল সে যে দয়াপরতন্ত্র হইয়া লইয়া যায় নাই, অপর্ণা তাহা সেই রজনীতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যুবতী অথচ রূপবতী, এজন্য তিনি অনেক যুবজনের মনোমোহিনী ছিলেন; কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাকে যে লইয়া গিয়াছিল তাহারও মনোমোহিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন বলিয়া, সে রজনী তাঁহার কল্যাণ-দায়িনী হইয়া প্রভাত হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া, কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, এবং কিরূপেই বা তাহার মাতার দেখা পাইবেন, ইত্যাদি কত কি ভাবিতে লাগিলেন। যেখানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, সে স্থানে নানা দেশীয় যাত্রীর বাসা, এজন্য তথায় নানা প্রকার লোক যাতায়াত করিতেছে—কত তরুণ বয়স্ক পুরুষ আসিতেছে ও যাইতেছে, তিনি তাহাদিগের মুখের দিকে অতি সরলভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন; নিকটে দুই এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ কোন সংবাদ বলিতে পারিল না দেখিয়া আরও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

বাম জানুর উপরি বাম কর্ণ ও কপোলের কিয়দংশ রাখিয়া অল্পাবনত মস্তকে বক্রকন্ধরে বসিয়া আছেন; দক্ষিণ পদ সঙ্কোচ পূর্ব্বক ভূতলে রাখিয়া তদুপরি বামহস্তের মণিবন্ধ সংস্থাপন পুরঃসর উহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা একটী ছোট কাটি ধরিয়া ঘুরাইতেছেন,

ও মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন সে ভাব অতি ম্লানভাব; দেখিলেই বোধ হয় যে শোণিত শোষিণী কোন চিন্তা তাঁহার অন্তস্তল অবধি অধিকার করিয়াছে। স্ত্রীলোক পরস্পরা দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিল; যুবজনেরাও দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কে কি ভাবে দেখিতে লাগিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

যাঁহারা চতুর যুবা তাঁহারা আড়ে আড়ে দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা তদপেক্ষা আরও চতুর তাঁহারা অন্য কর্তৃক অলক্ষিত হইয়া এক একবার তাকাইতে লাগিলেন. কিন্তু তিনি নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছেন বলিয়া কাহার চিত্ত কত দূর দুঃখিত হইয়াছিল বলিতে পারি না।

অপর্ণা নিতান্ত শিশু ছিলেন না—কিশোরীও ছিলেন না। তিনি তখন যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, এজন্য যৌবনে যেরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া থাকে তাহা তাঁহার হইয়াছিল, সুতরাং নিতান্ত অধীর না হইয়া যাত্রিদিগের সহিত বাড়ী যাইবার নিমিত্ত এক একবার উৎসুক-চিত্ত হইতে লাগিলেন। পথখরচের নিমিত্ত এক গাছি সুবর্ণের বালা ব্যতীত আর কিছুই সম্বল ছিল না; সে বালা তিনি অতি গোপনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মা তাহার বাষ্পও জানিতেন না।

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে বাড়ী যাইবার নিমিত্ত এক দল যাত্রীর সহিত মিশিলেন; সে দলে অনেক গুলি পুরুষ ছিল; তন্মধ্যে যাহারা তরুণবয়স্ক তাহাদিগের দুই এক জন তাঁহার সহিত বাক্‌চাতুরী আরম্ভ করিল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পর দিন আর এক দলে গিয়া মিশিলেন।

সে দলেও এক জন অতি নীচপ্রকৃতি লোক ছিল। সে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। অপর্ণা তাহার কথায় ও ভাব ভঙ্গিতে অত্যন্ত বিরক্ত, ইহা বুঝিয়াও সে তাঁহার প্রতি সানুরাগে

দৃষ্টিপাত করিতে ত্রুটি করিত না। এক দিন চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; তথা হইতে সরাই প্রায় দুই ক্রোশ, এজন্য পথেই রাত্রি হইল। সকলেই শীঘ্র চলিতে আরম্ভ করিলেন; না পারিলেও তিনি সেই সঙ্গে দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে তাঁহার বোধ হইল যেন পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তিনি অমনি চমকিয়া একবার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন; অন্ধকার এজন্য পশ্চাৎভাগে যে আসিতেছিল তাহাকে ভাল চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু একজন পুরুষ আসিতেছে ইহা তাঁহার প্রতীতি হইল; অতিশয় বিরক্ত ও ভীত হইয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে দলস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইলেন কিন্তু কাহার নিকট কিছু ব্যক্ত করিলেন না, ম্লানভাবেই সরাইতে গিয়া পৌঁছিলেন।

সেস্থানে আরও অনেক যাত্রী রহিয়াছে; তন্মধ্যে নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, সাঁই ও সর্ব্বকেশীর দলই অধিক। তাহারা খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে ও গৌর বিশ্বম্ভর বলিয়া এক এক বার চীৎকার করিতেছে।

অপর্ণা যাহাদিগের সঙ্গিনী হইয়াছেন তাহারা অধিক বেলায় আহার করিয়াছিল এজন্য দলের অনেকেই প্রায় রাত্রিতে আহার করিল না; দুই একজন কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আহার করিতে লাগিল আর সকলেই শয়ন করিল; তিনিও স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, মুদ্রিত নয়নের অপাঙ্গ ভাগদিয়া দর দর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। হৃদয়ালু-পাঠক! যদি তুমি সেই রজনীতে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতে আমি বোধ করি যে তোমার বসনাঞ্চলে সে অশ্রু না মুছাইয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতে না।

রোদন করিতে করিতে যে একবার অনন্যমনা হইয়াছেন অমনি নিদ্রা অজ্ঞাতসারে তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল। যে দুরাশয় তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল সে নিদ্রা যায় নাই; অপর্ণাকে নিদ্রিত অনুমান করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল আবার কি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিল, তিনি পথশ্রমে সুষুপ্ত, সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দুরাশয় আবার টানিতে লাগিল এই রূপে দুই চারিবার টানিতে টানিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল কিন্তু উঠিলেন না, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। সে অতিসাবধানে আবার টানিতে আরম্ভ করিল, এবার যে নয়ন উন্মীলন করিলেন তাহা আর মুদ্রিত হইলনা, কিন্তু অল্পক্ষণ নিস্পন্দভাবে থাকিলেন তথাপি দুরাত্মা আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া আর সে কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, যাহার কাছে শয়ান ছিলেন তাহাকে "ওগো" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া দুই এক জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল; যে অঞ্চল ধরিয়া টানিয়াছিল সে ঐ ব্যাপার দেখিবামাত্রই অতিশীঘ্র ও সাবধানে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল ও নাসিকার কৃত্রিম শব্দ করিতে লাগিল; মহাগোলযোগ উপস্থিত, সকলেরই প্রায় নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সকলেই সেই দুরাশয়কে উদ্দেশ করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল; সে রজনী প্রায় এইরূপেই গত হইল।

সহায়হীন ও বান্ধবহীন যুবতীরমণী বিশেষতঃ মনোমোহিনী রমণী একাকিনী পরিভ্রমণ করিলে তাঁহাব প্রতি লোকে বিশেষতঃ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যুবা পুরুষেরা ও নেড়া বাউল কর্ত্তাভজা প্রভৃতি উদাসীনেরা যে ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তিনি যেখানে গমন করেন, সেই খানেই প্রায় তাঁহার সেই অবস্থা ঘটিতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে নিষ্কলঙ্ক অক্ষুত রাখিবার জন্য তিনি সেই দিনই মনে করিলেন

"যখন একাকিনী পড়িয়াছি তখন একাকিনীই যাইব, তথাপি এই সকল কুৎসিত লোকের সঙ্গিনী হইয়া আর বিড়ম্বনা সহ্য করিব না"।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই দিনই সে দল পরিত্যাগ করিলেন এবং উত্তর দিকে গমন না করিয়া একাকিনীই উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। যাত্রীরা চলিয়া গেল, তিনি যে কোন দিকে গেলেন তাহা আর কেহ অনুসন্ধান করিল না।

অনুমান দুই ক্রোশ পথ গমন করিয়া তাঁহার মনে কিছু শঙ্কা হইল, তথাপি চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়া অস্তগত হইলেন; প্রান্তর ভূমি ও বৃক্ষ সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, তিনি চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু নগর কি গ্রাম কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন আরও ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একখানি মলিন বসন পরিহিত, সমস্তদিন আহার করেন নাই বামহস্তে অঞ্চল ধরিয়া অশ্রুধারা মুছিতেছেন আর গমন করিতেছেন এমন সময়ে এক জন সামান্য লোক দেখিতে পাইলেন ও অশ্রুসম্বরণ করিয়া তাহাকে নগরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে লোকটী তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল

"নিকটেই গ্রাম আছে সেইখানে যাও থাকিবার স্থান পাইবে।"

এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল, তিনিও ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতে লাগিলেন। "কেন যাত্রীদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া আইলাম" ভাবিয়া এক একবার অনুতাপও করিতে লাগিলেন; নয়নে অশ্রুভর করিতে লাগিল, কিন্তু কথঞ্চিৎ তাহা সম্বরণ করিয়া আরও দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া একটী প্রবল ঝটিকা উঠিল ; একে সন্ধ্যা হইয়াছে তাহাতে আবার ধূলিরাশি উড়িতেছে, কাহার সাধ্য যে একপদ গমন করে ? তিনি মহাবিপদে পড়িলেন, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া অত্যন্ত ভাবিতে লাগিলেন ; ঝড়ের প্রতিঘাতে সম্মুখে আর চলিতে পারিলেন না, পথের বামভাগে একটী বটবৃক্ষ ছিল তাহার তলায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তথায় বসিয়া ভাবিতেছেন ও এক এক বার মস্তক তুলিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখবর্ত্তী কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে চকিতবৎ একটী ইষ্টকনির্ম্মিত কুঠরী দেখিতে পাইলেন ; তখন অপেক্ষাকৃত নির্ভয়চিত্ত হইয়া সেই দিকে গমন করিলেন ; "ওগো ওগো" বলিয়া দুই তিন বার ডাকিলেন, অবশেষে কবাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর প্রদান করিল না।

কবাটের সন্ধি দিয়া দেখিলেন যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে তখন আবার কবাটে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও কেহ উত্তর দিল না। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল দেখিয়া আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন ভাবিতে ভাবিতে একবার হঠাৎ শিলাভাগে পদস্পর্শ হওয়াতে দেখিলেন দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে কিন্তু কুলুপ দেওয়া নাই।

শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু ভয়ে তাহা করিতে সাহস হইল না। কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে ঝড়ের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, স্বহস্তে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

গৃহের অভ্যন্তরে একবাণলিঙ্গের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ও তাঁহার

সম্মুখে একটী ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, এইটী দেখিয়া আরও ভীত হইলেন। যদি কেহ "দ্বার খোল" বলিয়া বহির্ভাগ হইতে কবাটে আঘাত করে তবে কি বলিব" ভাবিয়া কম্পিত-কলেবর হইতে লাগিলেন. ফলতঃ আর কোন উপায় নাই দেখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

অনন্তর শৈবলিনীর ভ্রাতৃগণ ভাবিল "বুঝি ক্ষেতা বাহিরে গিয়াছে, আর একটু অপেক্ষা করিলে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিবে এখনি। এই বলিয়া তিন জনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় অতীত হইল; রজনীও অবসন্ন প্রায় তথাপি ক্ষেতার দেখা নাই; সুতরাং আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপনারাই প্রদীপ জ্বালিয়া প্রদীপের আলোকে দেখিল যে অতিথি নাই; অতিথির শয্যায় ক্ষেতার দেহবিরহিত মস্তক বিলুণ্ঠিত হইতেছে ও শোণিতে শয্যা আপ্লুত হইয়াছে।

এইটী অবলোকন করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় অবসন্ন হইল, সকলেরই মুখ ম্লান; নরহত্যা অভ্যস্ত বলিয়া একজনেরও অশ্রুপাত হইল না, কিন্তু তিনজনেই বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল

"যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে, এখন ভাবিলে আর কি

হইবে বরং শীঘ্র মৃতদেহ পুতিবার চেষ্টা কর, প্রভাত হইলে আর গোপন করিতে পারিবে না।”

এই কথা শুনিয়া আর দুই জন তৎক্ষণাৎ উঠিল ও বাগানের এক পার্শ্বে অল্প গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া ক্ষেতার দেহ ও মস্তক প্রোথিত করিয়া ফেলিল।

অতি শীঘ্র তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘর দ্বার শয্যা ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে লাগিল। এই সকল কর্ম্ম সমাপন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, অতিথির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে আর অবকাশ পাইল না।

চোরের মার রোদন, প্রকাশ করিবার যো নাই; দ্বারে বসিয়া ভাবিতেছে আর মৃদুস্বরে এক একবার অনুতাপ করিতেছে এমন সময়ে ক্ষেতার মা আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল। এক জন চকিতবৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ক্ষেতার মা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল দেখিয়া তিন জনেরই মুখ শুষ্ক হইল ও স্বাভাবিক ভাবের অনেক অন্যথা হইয়া গেল।

ক্ষেতার মা অত্যন্ত সরল-হৃদয়, সে অত বুঝিতে না পারিয়া ক্ষেতার কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কিছু থতমত করিয়া বলিল

“তোর ক্ষেতা ভাল আছে, শৈবলিনীর বিবাহের জন্য তাহাকে মামার কাছে পাঠাইয়াছি আসিতে আর দুই এক দিন বিলম্ব হইবে।”

এই কথা শুনিয়া ক্ষেতার মা বলিল “ও মা, তবে আমি কি করিব, সে অনেক দিন খরচপত্র দেয় নি, মুই যে ধার করে খেইচি।”

তাহারা কহিল “তুই থাকিয়া আর কি করিবি, আহার করিয়া বাড়ী যা, এর পর আমরা খরচ পাঠাইয়া দিব।”

সে কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল “আপনারা কবে পাটিয়ে দেবেন তার ঠিক নাই, মোর ধার হোয়েচে, এখনি না হোলে চলেনা।”

এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্ষণেক তাকাতাকি করিয়া কহিল,

তবে না হয় আমরা কিছু খরচ দেই তুই নিয়ে যা। এর পর ক্ষেত্র এসে টাকা পাঠিয়ে দেবে। আপাততঃ কটাকা চাই বল।"

সে বলিল "এখন পাঁচ টাকা হলেই চলে।"

তাহারা বলিল "আচ্ছা তাই হবে, এখন বাড়ীর মধ্যে যা, খাওয়া দাওয়ার পর টাকা নিয়ে বাড়ী যাস এখনি।"

ক্ষেতার মা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। বাড়ীর পরিজন দিগের মধ্যে কেহই জানে না যে ক্ষেতার মার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; তাহারা সকলেই তাহাকে দেখিয়া, আহ্লাদের সহিত কহিল "ক্ষেতার মা কখন এলি? ভাল আছিস্ ত? তোর বৌ কেমন আছে? এখন তোর সঙ্গে ত আর ঝগড়া করে না?

ক্ষেতার মা কহিল "না মাঠাকুরুণ, আর ঝগড়া করে না, সে এখন ভাল হয়েছে, আমাকে রেঁধে বেড়ে দেয়।"

শৈবলিনী দালানের সম্মুখস্থ অলিন্দে বসিয়া অতিথি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেন কি না ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন

"আচ্ছা এখন পুকুরে গিয়া হাত পা ধুয়ে আয়।"

ক্ষেতার মা একটী জলপাত্র হস্তে করিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া বাগানের এক পার্শ্বের দিকে গিয়া দেখিল একটী মনুষ্যের ছিন্নশিরঃ ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার অনতিদূরে মাটীর ভিতর হইতে একটী মৃতদেহ শৃগালে টানিয়া তুলিতেছে।

এই ব্যাপার দেখিবা মাত্র সে চমকিয়া উঠিল, এবং ছিন্নমস্তকটীর প্রতি ভাল করে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সে ক্ষেতার মস্তক, তখন জলপাত্রটী ফেলিয়া তথা হইতে চীৎকার স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে আইল। মহা গোলযোগ উপস্থিত। গোল শুনিয়া দুই চারি জন করিয়া বাড়ীর মধ্যে অধিক লোক জুটিয়া গেল;

বোধ করি লোক না জুটিলে ক্ষেতার মাকেও ক্ষেতার পথে গমন করিতে হইত।

বাড়ীর সকলেই ভয়ে কম্পিত; ক্রমে এই ব্যাপার গ্রামস্থ সকলেই জানিতে পারিল ও রাজ-পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তিরক্ষক স্বয়ং হত্যাকাণ্ড তদারক করিয়া দেখিলেন এবং তাহারাই যে নরহত্যা করিয়াছে ইহা প্রমাণসিদ্ধ করিয়া সকলকেই বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেলেন।

গোলযোগ হইতে হইতেই শৈবলিনী ও আর আর দুই চারি জন অন্তঃপুরচারিণী কামিনী বাটীর সমীপবর্ত্তী আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পলায়ন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। যাঁহারা পলায়ন করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে দুই একটী অপমানের কথা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

নরহত্যাকারীরা প্রথমতঃ পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ পায় নাই বলিয়া পলাইতে পারে নাই।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে এই জন্য সকলেই ধরা পড়িয়াছিল. কেহই পলায়ন করিতে পারে নাই।

যে বাড়ীতে এত ধূমধাম, যাঁক জমক, ও নিরন্তর লোক জনের গতাগতি, এই ঘটনার পর সে বাড়ী একবারে নীরব হইল। বধূগণ স্ব স্ব পিত্রালয়ে গমন করিল। বাড়ীর গৃহিণী পুত্রশোকে ও মনোদুঃখে পীড়িত হইয়া শীঘ্রই তনুত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক ভগিনী ছিল, তাহার বাড়ী মেদিনীপুর, সে শৈবলিনীকে বড় ভাল বাসিত এজন্য শৈবলিনীকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেল, শৈবলিনী আপাততঃ সেইখানে গিয়া থাকিলেন।

শৈবলিনীর মাসীর আর কেহ ছিল না, তিনি ভগিনীর কাছে আসিয়া বাস করিতে ছিলেন, এইক্ষণে শৈবলিনী-দ্বিতীয় আপ আলয়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

নিরভিসন্ধি অনুরাগের এমনি একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, এত কষ্টেও শৈবলিনীর অন্তঃকরণ শরৎকুমারের মুখশ্রী বিস্মৃত হয় নাই। পিতা ও ভ্রাতৃগণের কারাবাস নিবন্ধন ক্লেশ মনে করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে রোদন করিতেন কিন্তু যখন অতিথির সেই মোহিনী মূর্ত্তি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইত তখন পুলকিনী হইয়া যে অশ্রুপাত করিতেন সে আর এক প্রকার অশ্রু—সে প্রেমাশ্রু, তাহাতে শরীরে লোমহর্ষ হইত, সমধিক যাতনা অনুভূত হইত না।

তাঁহার চিত্ত প্রায়ই কাটোয়ায় বিশেষতঃ কাটোয়ার দেবমন্দিরে ধাবিত হইত, কিন্তু কি করিবেন উপায়ান্তর না দেখিয়া নিঃশব্দে থাকিতেন ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই অন্যান্য শোক দুঃখ কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু শরৎকুমারের অদর্শন-জনিত যে বিরহ-তাপ তাহা আর কমিল না তাহা ক্রমেই প্রোজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ উল্লাস।

শরৎকুমার তথা হইতে নিরাপদে কাটোয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় একমাস অপেক্ষা করিলে তাঁহার সেই নিষ্কারণ প্রেয়সী শৈবলিনীকে দেখিতে পাইবেন অথবা তাঁহার সংবাদ পাইয়া সুখী হইতে পারিবেন এই আশার উপরি নির্ভর করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে এক বৈষ্ণবের আকড়ায় গিয়া থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে পর্য্যটনচ্ছলে

মহাপ্রভুর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, কিন্তু একমাস অতীত হইল দেখিয়া তথায় আর থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। একদিন প্রাতঃকালে বৈষ্ণবকে বলিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। শৈবলিনীর সেই মনোহর রূপ ও প্রমোদ বর্দ্ধক অনুরাগ অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত হইবার নহে, তাহা অন্তরে যেরূপে লীন হইয়াছিল সেই রূপেই থাকিল।

বর্দ্ধমান হইতে যে কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই এজন্য তথায় দুই চারি দিন থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন সমস্ত রাজধানী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন পদার্থ তাঁহার নয়নের প্রীতিকর হইল না; পরদিন প্রভাতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

চারিজন সন্ন্যাসী সেতুবন্ধে যাইতেছিলেন. পথে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হইল, একদিন তাঁহাদের সহিত অবস্থিতি করাতে আরও আলাপ হইল, এজন্য তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন পরে উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখার কূল পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন।

সুবর্ণরেখার উপরি ভাগেই জলেশ্বর নগর, সেই নগরে গিয়া তাঁহার চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎকণ্ঠিত হইল, এজন্য আর গমন করিতে ইচ্ছা হইল না, সন্ন্যাসীদিগকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন।

"যদি আপনারা অনুমতি করেন তবে আপাততঃ আমি এইখানে থাকি, আর গমন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা যাইবার নিমিত্ত একবার অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না বলিয়া, তাঁহারা আর অনুরোধ করিলেন না। তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি একাকী কি ভাবিতে ভাবিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরেখার তটোপরি এক প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তিনি ভ্রমণ

করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া সেই বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল; সূর্য্যও অস্তমিত হইলেন। সে সময়ে সুবর্ণরেখা অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল। জলপ্রবাহ অতি মধুরস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। উপকূলভাগ বালুকাময় ও অতি পরিষ্কৃত; কূলের উপরিস্থ পাহাড় অধিক উচ্চ নহে কেবল দুই একস্থানের উচ্চতা অধিক, পাহাড়ের উপরি যে সকল পদার্থ আছে সলিল মধ্যে তাহাদিগের প্রতিবিম্ব পড়িয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে; তিনি বটমূল হইতে পাহাড়ের সমীপে গেলেন, পরে পাহাড় হইতে কিছু নিম্নভাগে অবতরণ করিলেন, ক্রমে আরও নিকটে গেলেন--বালির উপর হইতে যদৃচ্ছাক্রমে জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন ও অনন্যমনে জলের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

পুলিনের উপরিভাগে কতকগুলি জলচর পক্ষী ক্রীড়া করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী কচ্ছপ গা ভাসাইয়া উঠিতেছে ও এক একবার কূলের নিকটে আসিতেছে; এক মনে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতে লাগিলেন কিন্তু অল্পক্ষণ দেখিয়া আর ভাল লাগিল না; অমনি পরাবৃত্ত হইয়া নদীর উপরিভাগে উঠিলেন।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, জগৎ ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল, তখনও পশ্চিমদিকে অল্প অল্প আলোক লক্ষিত হইতেছে; পরে যত সময় অতীত হইতে লাগিল ততই সে আলোক দূরীভূত হইতে লাগিল ও একটী দুটী করিয়া ক্রমে অসংখ্য তারকাপুঞ্জ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

শরৎকুমার তথায় আর বিলম্ব করিলেন না, দ্রুতপদে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হই-

লেন। তথায় আরত্রিকাদি দেখিয়া সে রজনী যে কোথায় যাপন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে ঐ মন্দিরে প্রবোধানন্দ শাস্ত্রী নামে একজন বেদান্তবিৎ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তিনি আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কথায় কথায় তাঁহার নাম ধামাদির বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎকুমার আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত না বলিয়া কেবল কতকগুলি সহজাবস্থা বর্ণন করিলেন।

শাস্ত্রী অতি ধীর প্রকৃতি, তিনি আর তাঁহার অন্য কোন পরিচয় লইলেন না, কেবল তাঁহার আত্মপরিচয় শুনিয়া তাঁহার চিত্তে দয়ার সঞ্চার হইল, এজন্য কহিলেন।

“দেখ, তুমি আজি আমার আলয়ে চল. আমি তোমাকে স্থান দিব।”

শরৎকুমার স্থানাভাবে ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে ছিলেন, এখন স্থান পাইবার কথা শুনিয়া সে চিন্তা হইতে অবসৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। শাস্ত্রীর বাড়ীতে তিনখানি মাত্র ঘর; বাটীর চতুর্দ্দিক্ মেটে প্রাচীরে বেষ্টিত; যে তিন খানি ঘর তন্মধ্যে অন্তঃপুরে দুই খানি এবং বহির্দ্দেশে একখানি, তিনি বহিস্থ ঘরেই প্রায় সর্ব্বদা থাকেন ও সেই খানেই অধ্যয়নাদি করেন।

শরৎকুমার আজি কালি করিয়া সেই স্থানে প্রায় একমাস বাস করিলেন এবং শাস্ত্রীর স্নেহও ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বদ্ধমূল হইল, এজন্য তিনি আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না. এমন কি, শেষে এরূপ ঘটিল যে অধিকক্ষণ তাঁহাকে না দেখিলে চিন্তিত হইতেন।

শাস্ত্রীর সন্তান ছিল না; পরিজনের মধ্যে কেবল একমাত্র স্ত্রী

রৎকুমার তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতে লাগিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক স্নেহ জন্মিল।

শরৎকুমার সেই স্থানেই থাকিলেন, শাস্ত্রীও মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। তিনি অধিক লেখা পড়া জানিতেন না কিন্তু অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন এজন্য শাস্ত্রীর উপদেশ অনায়াসেই শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি এরূপ সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন যে প্রায় সকল প্রকার মনের ভাবই ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন, এবং অপঠিত পুস্তকও ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি সুবর্ণরেখার কূলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরিস্থ ঘাসবনে গিয়া উপবেশন করিলেন, অনন্যমনে বসিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; নয়নে অশ্রুভর করিল, পক্ষ্মগুলি আর্দ্র হইল, দেখিলেই বোধ হয় যে নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন।

যত ভাবিতে লাগিলেন ততই অশ্রুভর করিতে লাগিল, এমন কি, দুই এক বিন্দু ভূমিতেও পড়িতে লাগিল। হঠাৎ মানসে কি ভাব উদিত হইল? শরীরে রোমহর্ষ হইল কেন? বোধ হয় কোন প্রণয়িনীর নবানুরাগ মনে পড়িয়া থাকিবে, নতুবা নয়নযুগল অল্প সংলক্ষ্য-বিকার হইবে কেন? এ প্রণয়িনী কে? একি তাঁহার চিরপরিচিত প্রণয়িনী? তাহা নহে। এ সেই রমণীরত্ন—রমণীর শিরোমণি শৈবলিনী—এ সেই নিষ্কপট মৃদুলভাব—সেই অসেচনক গণ্ড শোভা—সেই পৃষ্ঠবিস্তৃত আয়ত কেশগুচ্ছ; নতুবা এই নিভৃত উপকূলে বসিয়া একাকী এত চিন্তা করিতেন না।

ষোড়শ উল্লাস

আক্‌বরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া সমধিক আফ্‌গান সৈন্য সহ দাউদ খাঁর মৃত্যু হইলে, আকবরের প্রধান সেনাপতি মনাএম খাঁ যখন মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া গাজীপুরের গড়ে গমন করেন সেই সময়ে তিনি এই দেশীয় কতকগুলি সুন্দরী যুবতী লইয়া পলায়ন করেন; ভোগাভিলাষে তাহাদিগকে গড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মনাএম্ এইরূপে গড়ের মধ্যে অপহৃত কামিনীগণকে রাখিয়া স্বয়ং কোন কার্য্যোপলক্ষে আকবরের নিকটে গমন করেন। আকবর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত মনাএম্‌কে গাজীপুরে পুনঃ প্রেরণ করিয়া আপনি সসৈন্য কোন কার্য্য বিশেষে ব্যাপৃত থাকিলেন।

যে দিন মনাএম্ গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার দুই চারি দিন পরেই কোন একটী বিশিষ্ট কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে বন্দী ও অপহৃত কামিনীগণ সমভিব্যাহারে বীরভূমের অন্তর্গত হেতামপুর নামক স্থানে যাত্রা করিতে হইল।

হেতামপুরে আক্‌বরের একটী আড্‌ডা ছিল; ঐ আড্‌ডা গড়বন্দী নহে, কিন্তু সামান্য বাড়ী অপেক্ষা উহা রক্ষা স্থান বলিয়া গণনীয়। ঐ বাড়ীর মধ্যে অনেক গুলি অট্টালিকা আছে এবং উহা অধিক দূর লইয়া বিস্তৃত ও প্রাচীরে বেষ্টিত।

ঐ বাড়ী যে স্থলে অবস্থিত তথা হইতে হেতামপুর কিছু অধিক

দূরবর্ত্তী. তবে নিকটে আর কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল না বলিয়া, উহাকে হেতামপুরের বাড়ী বলিয়া ডাকা হইত।

বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রান্তর, কেবল পশ্চিমদিগ্বর্ত্তি প্রান্তর অধিক বিস্তৃত নহে, এমন কি অর্দ্ধক্রোশ পরেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে. ঐ গ্রামের ভদ্রলোকেরা কোন কোন দিন অপরাহ্নে ঐ বাড়ীর নিকটে ভ্রমণ করিতে আসিতেন এবং সময়ে সময়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুলের কেয়ারি ও শিলাখানা প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাইতেন।

যে দিন মনাএম্ খাঁ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমন জন্য সেই দিন একটী উৎসব হইয়াছিল, এবং সেই উৎসব উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তিনগর ও গ্রাম হইতে কতকগুলি ভদ্রলোক ও কতকগুলি সাধারণ লোক আমোদ দেখিতে আসিয়াছিল। যে কটী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন একটী অতিথি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

আমোদ দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ ঐ প্রাকার বেষ্টিত স্থানের এক প্রান্তভাগে একটী অতি সুন্দর বাড়ী দেখিয়া চারিজন ভদ্রলোক সেই অতিথিকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন।

সেই বাড়ীর সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে. সে পুষ্করিণী অতি সুন্দর পুষ্করিণী. তাহার ঘাট শুক্লবর্ণ প্রস্তরে গ্রথিত, দেখিলেই চিত্ত প্রফুল্ল হয়; তাঁহারা সেই ঘাটের উপরিস্থ প্রস্তরময় বেদীতে গিয়া বসিলেন এবং জলে মৎস্য সকল ক্রীড়া করিতেছে দেখিতে লাগিলেন।

যে অতিথিটী তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন তিনি বৃদ্ধ বটেন কিন্তু সামর্থ্যহীন হন নাই, এখনও প্রতিদিন দশ ক্রোশ চলিতে পারেন এবং হঠাৎ দেখিলেও বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না বরং প্রৌঢ় বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

অতিথি অল্পক্ষণ ঘাটের উপরি বসিয়া পরে ঐ বাড়ীর দিকে দুই এক পা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর দ্বারে চারি-জন প্রহরী ছিল, তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু উগ্রভাবে কহিল।

"এদিকে নহে অন্য দিকে গিয়া ভ্রমণ কর।"

অতিথি বাড়ীর শোভা ও পুষ্পকাননের রমণীয়তা দেখিতে অন্যমনস্ক ছিলেন, এজন্য অনাকর্ণিতকের ন্যায় সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার নিষেধ করিল, তিনি সে বার শুনিতে পাইয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন।

"আচ্ছা বাপু, আমি ও দিকে যাইব না।"

তিনি দ্বারের অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে দেখিয়া একজন প্রহরী বিশিষ্ট রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই বাহিরে আসিয়া সেই অতিথির সমীপে উপস্থিত হইল।

অতিথি তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কহিলেন;

"কি হে বাপু, ও ভাবে দাঁড়াইলে কেন? তোমাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি।"

প্রহরী অন্য কোন কথা না কহিয়া তাঁহার চরণে একটী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিল।

"আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?

সে যেন কোথায় পরিচিত এইটী মনে করিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন।

"বাপু, তোমাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু ভালরূপে চিনিতে পারিতেছি

প্রহরী এই কথা শুনিয়া অতি বিনীতভাবে কহিল।

"আজ্ঞা, কালিগঞ্জে একদিন রজনীকে আপনিই দস্যু-হস্ত হইতে

অধীনের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার আজ্ঞানুসারে আমি আপনার রন্ধনশালার মাচায় উঠিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। এইক্ষণে দাস দ্বারা যদি কোন উপকার হয় আজ্ঞা করুন, তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইবে।

সপ্তদশ উল্লাস।

শরৎকুমার সুবর্ণরেখার সেই নিভৃত উপকূলে বসিয়া ঐরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া এত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়াছে তথাপি বসিয়া আছেন। শাস্ত্রী কত আহ্বান করিয়াছেন দূরতাপ্রযুক্ত তাহা শুনিতে পান নাই, কিন্তু তখন তিনি নদীর দিকে আসিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন শুনিতে পাইলেন, ও ব্যগ্র হইয়া নগরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অল্প পথ আসিয়াই শাস্ত্রীর সম্মুখে পড়িলেন। শাস্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহে যেরূপ তিরস্কার করিতে হয় সেইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শরৎ-কুমার কোন উত্তর না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। যে সকল চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সকল চিন্তা ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল; শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

যে স্থানে শয়ন করিলেন সে স্থান অতি নিভৃতস্থান; একাকী সেই নির্জনে শয়ন করিয়া শৈবলিনীর সেই ভাব, সেই ঋজুভাব, সেই আয়ত অথচ মুষ্টিমেয় কেশগুচ্ছ, সেই শ্যামাঙ্গের উজ্জ্বল আভা, সেই দীর্ঘ নয়নের অবক্রদৃষ্টি ও ওষ্ঠাধরের মোহন মাধুর্য্য মনে করিয়া মুদ্রিত-নয়নে কত কি ভাবিতে লাগিলেন; অপাঙ্গ হইতে দর দর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহা মুছিলেন না; অমনি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল।

নিদ্রা আসিলে কি হয়, শৈবলিনীর সেই রূপমাধুরী, ও কথা কহিবার সময়ে সেই হৃদয়ভেদকারী ভ্রূযুগলের অল্প আকর্ষণ হৃদয় হইতে অপসৃত হইবার নহে। তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে লাগিলেন যেন সেই শ্যামাঙ্গী যুবতী তাঁহাকে পশ্চাদ্‌ভাগে করিয়া নিশীথ সময়ে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন- মনের কবাট খুলিয়া কত কথা বলিতেছেন ও এক এক বার হাসিয়া ঢলে পড়িতেছেন। সে হাস্য অতি হসিত নহে, সে বিহসিত দেখিলে চিত্ত মোহিত হয়; এইরূপে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন অধিক রজনী নাই, এজন্য আর শয়ন করিলেন না। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। সে দিন শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীর রজনী, এজন্য অল্প রজনী থাকিতে চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন।

পৃথিবী নিস্তব্ধ; অতিদূর হইতে একজন বংশীধ্বনি করিয়া গান করিতেছিল তাহাই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে যে সকল কণ্টকবনী ছিল তন্মধ্যে এক একবার ঝিল্লীরব শুনা যাইতে লাগিল। নক্ষত্রমণ্ডলী অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইয়া যেরূপ আলোক বিতরণ করিতেছিল তাহা তত উজ্জ্বল নহে, তদ্দ্বারা দূরস্থ

বস্তু দেখিতে হইলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। তিনি সেই আলোক সাহায্যে নিকটে নিকটে বেড়াইতে লাগিলেন, শিশিরে পদতল আর্দ্র হইল, তাহাতেই বুঝিতে পারিলেন যে সে দিন ঘাসের উপরি অধিক পরিমাণে শিশির পড়িয়াছে। ক্রমে রজনীর শেষ হইল; পূর্ব্বদিক প্রথমে পশ্চিমদিক্ হইতে অপেক্ষাকৃত আলোকময়, পরে পরিষ্কৃত, তৎপরে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাঁহারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করেন তাঁহারা স্নানে গমন করিতে লাগিলেন দেখিয়া তিনিও সেইরূপ চিন্তাকুল চিত্তে গৃহে আসিয়া বসিলেন।

বেলা হইল শাস্ত্রী স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শরৎকুমার তখনও অন্যমনস্ক। শাস্ত্রী বাহিরে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন।

"শরৎ! আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে চিন্তাকুলিত দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু কাল অবধি সমধিক অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে? কেহ কি কিছু বলিয়াছে? কোন অবমাননার কথা? যদি তাহা ঘটিয়া থাকে ব্যক্ত কর।"

শাস্ত্রি মহাশয়। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়; আপনি ত সুপণ্ডিত, সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেকাংশে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, একটু গাঢ়রূপে ভাবিয়া দেখুন, স্পষ্ট না পারেন কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন; বুঝিয়াছেন কি? না, বুঝিতে পারেন নাই; আপনার প্রিয়ছাত্রকে কেহ কিছু বলে নাই—কেহ কোনরূপ অবমাননা করে নাই; হৃদয়-স্থিত কোন ধীরপ্রকৃতি শ্যামাঙ্গী ও দীর্ঘকেশী কামিনী কি বলিয়াছেন এবং সংপ্রতি কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাই জিজ্ঞসা করুন, তাহা হইলেই এখনি সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

শরৎকুমার লজ্জা প্রযুক্ত অধ্যাপকের নিকটে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন।

"না, এমন কিছু নয়, কাল হইতে শরীর কিরূপ হইয়াছে, যদি অনুমতি করেন তবে একটু সুস্থ হইয়া একবার বাটী গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া শাস্ত্রীর মুখ শুষ্ক হইল; তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছি, যদি এখন বাড়ী যায় তবে ত আমার ক্লেশের আর শেষ থাকিবে না" আবার ভাবিলেন "পরের ছেলে যদি একান্ত যাইতে ইচ্ছা করে তবে কি বলিয়াই বা রাখিতে পারি। যাহাই হউক, যাইতে ত নিষেধ করি, পরে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে।"

এইটী ভাবিয়া প্রকাশ্যরূপে বলিলেন।

"শরৎ, তুমি এখন যাইতে পাবে না, যদি যাইতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে তবে আর কিছু দিন পরে যাইও।"

এই কথা শুনিয়া শরৎকুমার কোন উত্তর করিলেন না, সুতরাং সে দিন এই ভাবেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রবোধানন্দের পত্নী এই কথা শুনিয়া শরৎকুমারকে ডাকিয়া কহিলেন।

"হ্যাঁগা বাছা শরৎ, তুমি নাকি বাড়ী যাবে বলিয়াছ? তাহা হবে না, এখন কোন মতেই যাইতে পাবে না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, বিশেষতঃ আমার বক্ষঃস্থল দিয়া অনেক শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে।"

শরৎকুমার নিঃশব্দে এই সকল কথা শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, এবং বাড়ী গমনেরও আর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু দিন দিন তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় একপক্ষ গত হইল; শাস্ত্রী দেখিলেন শরৎকুমার অতিশয় ক্ষীণ-কলেবর হইতেছেন, সে সৌন্দর্য্য নাই, সেরূপ মুখ-

গ্রন্থি নাই, স্থানে স্থানে চর্ম্মাবৃত অস্থি অনুভূত হইতেছে, এইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি কহিলেন

"শরৎ, তোমার নিতান্তই বাটী গমনে অভিলাষ হইয়াছে?"

তিনি অবনত মস্তকে কহিলেন

"আজ্ঞা হয় ত একবার বাড়ী যাই।"

শাস্ত্রী শুনিয়া কহিলেন "ভাল, তবে একটা দিন দেখিয়া দি, পঞ্জিকা খানি লইয়া আইস।"

শরৎকুমার শুনিবামাত্র উৎফুল্লগণ্ডে ও দ্রুতপদে গিয়া পঞ্জিকা আনিয়া দিলেন।

শাস্ত্রী পঞ্জিকা দেখিয়া কহিলেন

"আগামি-সোমবাসরে দিন স্থির করিয়া দিলাম, সেই দিন ভোজনান্তে যাত্রা করিও, কিন্তু তোমার গুরু ও গুরুপত্নীকে যেন ভুলিও না।"

শরৎকুমার কহিলেন "আজ্ঞা তা ভুলিব না—জীবন থাকিতে ভুলিব না; যদি আপনার আশীর্ব্বাদে জীবিত থাকি তবে চরণ দর্শনে অভিলাষ থাকিল।"

দিন আর যায় না, এক দিনের পরিমাণ অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে সোমবার আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎকুমার সেই দিন সময়ানুসারে যাত্রা করিয়া, বিদায় লইবার নিমিত্ত গুরু ও গুরুপত্নীর চরণে গিয়া বিহিত বিধানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

তাঁহার গুরুপত্নী নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "দেখ বাপু, বাড়ি গিয়া যেন আমাদিগকে ভুলিও না।" এই কথা বলেন আর রোদন করেন। প্রবোধানন্দ, তাঁহার পত্নীকে "যাত্রার সময়ে কাঁদিতে নাই" বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার আপনার নয়নবাষ্প কিছুতেই অবরুদ্ধ করিতে পারি

লেন না। তিনি জ্ঞানী বটেন কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহবারি যখন নয়ন হইতে বিগলিত হইতে থাকে তখন কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? দাহ্যপদার্থ ভূগর্ভে সমালোড়িত হইলে, কে ভূকম্প অবরুদ্ধ করিতে পারে? প্রচণ্ড বায়ুবেগ প্রধাবিত হইলে কে সমুদ্রের শৃঙ্গযুক্ত তরঙ্গ পরম্পরার গতিরোধে সমর্থ হয় যখন পর্ব্বত হইতে অল্প অল্প বারি নিঃসৃত হইয়া পরে ভয়ানক জলপ্রপাত উৎপন্ন হয়, তখন কোন্ বলীয়ান্ তাহার সেই ভয়ঙ্কর বেগ সঙ্কুচিত করিতে সক্ষম হইতে পারে? শাস্ত্রী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন রূপেই সেই স্নেহোৎপন্ন বাষ্পরোধে সমর্থ হইতে পারিলেন না। শরৎকুমার তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন এবং বলিলেন।

"কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার চরণ দর্শন করিব।"

এই কথায় তাঁহারা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তাঁহাকে গমনে অনুমতি করিলেন। তিনি বিদায় লইয়া যখন বাটী হইতে বহির্গত হন তখন তাঁহার গুরুপত্নী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রবোধানন্দ অনেক দূর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

শররৎকুমার সুবর্ণরেখা পার হইলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পত্নী যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন।

শরৎকুমার উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সে দিকে তাঁহার যাইতে ইচ্ছা ছিল না; পুরী পর্য্যন্ত যাইতে নিতান্ত অভিলাষ, এজন্য শাস্ত্রীর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া অন্যদিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে আর এক পথ দিয়া সুবর্ণরেখার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাদশ উল্লাস

এদিকে হেতামপুরের বাড়ীর মধ্যে সেই অতিথি প্রহরীকে বলিলেন।

"অদ্য না হয় যাই কল্য আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

প্রহরী অহ্লাদিত হইয়া অতিবিনীত বচনে বলিল।

"কল্য অবশ্য অবশ্য আসিয়া দাসকে চরিতার্থ করিবেন।"

এইরূপে অতিথি আরও দুই একটী কথা কহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় একটী পুষ্পোদ্যানে নানা প্রকার কুসুম বিকসিত হইয়াছে দেখিয়া নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কৌতূহল নিবারণের জন্য দুই একটী পুষ্পচয়ন করিয়া বাহির হইবার সময়ে হঠাৎ সেই বাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত হইল; জানালার উভয় পার্শ্বস্থ কবাটে দুই খানি হস্ত দিয়া একটী শান্তমূর্ত্তি শ্যামাঙ্গী কামিনী ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতে পাইলেন।

আড়ে আড়ে দুই একবার তাকাইলেন, একবার একটু ভাল করিয়া দেখিলেন, তথাপি বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু স্পষ্টরূপে দেখিলে কি হইত বলিতে পারি না।

যিনি জানালায় দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি আগন্তুককে অধিকক্ষণ স্তু একদৃষ্টিতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু যখন

দেখিলেন যে আগন্তুক অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়া যান তখন ব্যগ্র হইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আবার কি ভাবিয়া কথা কহিলেন না. সেই দিকে তাকাইয়া করতালি দিতে লাগিলেন।

আগন্তুক করতালি শুনিয়া আর একবার চকিতবৎ সেই দিকে তাকাইলেন ; এই অবকাশে সেই যুবতী অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। আগন্তুক অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে "শৈবলিনী" এই নাম অঙ্কিত দেখিয়া একবারে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন. তখন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই চিনিতে পারিলেন ; সে আকৃতি আপনিই যেন মানসে প্রতিফলিত হইল।

পাঠক মহাশয় ! এ আগন্তুককে চিনিয়াছেন কি ? ইনি আর কেহ নহেন, ইনি শৈবলিনীর পূর্ব্বপ্রতিবেশী সেই আচার্য মহাশয়।

আচার্য্য মহাশয় হর্ষ ও বিষাদে জড়ীভূত হইয়া এবং আপনার অদৃষ্টকে প্রশংসা করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন।

"মা, ভয় নাই, আমি অদ্যই তোমাকে মুক্ত করিব।"

শৈবলিনী অঞ্চলে নয়ন চাপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া তিনি অপ্পাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার বলিলেন।

"মা, তুমি কেঁদ না, আমি অদ্যই যে তোমাকে মুক্ত করিতে পারিব জগদীশ্বর তাহার পথ অগ্রেই মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, অতএব ভয় নাই।"

এই কথা বলিয়া অতিশীঘ্র তিনি তথা হইতে চলিয়া এলেন। তাঁহার আতিথেয় তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? সন্ধ্যা হইল চল বাড়ী যাই"

তিনি বলিলেন।

"আমি অতিথি, আমার আবার বাড়ী কি? আমি অদ্য এই-খানে থাকিয়া প্রাতে উঠিয়া গমন করিব।"

তাঁহারা আর অনুরোধ না করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সেই খানেই থাকিলেন।

সন্ধ্যার পর তন্মধ্যে অন্য কোন লোক থাকিতে পায় না, কিন্তু সেই প্রহরীর অনুগ্রহে তিনি থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

প্রহরী তাঁহার নিকটে বসিয়া কহিল।

"আজি যে এখানে থাকা হইল তাহাতে কৃতার্থ হইলাম, যদি দাসকর্ত্তৃক কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে আজ্ঞা করিলে প্রাণ-পণে তাহা করিতে যত্ন করিব।"

আচার্য্য মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন।

"যদি নিতান্তই উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে—না বলিব না।"

প্রহরী। নির্ভয়ে বলুন, প্রাণ দিয়াও যদি উপকার করিতে হয় তাহাতেও দাস ত্রুটি করিবে না।

আচার্য্য মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন।

"যদি নিতান্তই উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে—না বলিব না।"

প্রহরী। নির্ভয়ে বলুন, প্রাণ দিয়াও যদি উপকার করিতে হয় তাহাতেও দাস ত্রুটি করিবে না।

আচার্য্য। তবে বলিব?

প্রহরী। আজ্ঞা করুন, তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবেন না।

আচার্য্য। (মনে মনে, কন্যাই বলি) দেখ আমার একটী কন্যা এই বাড়ীতে অবরুদ্ধ আছে, যদি কোন রূপে তাহাকে মুক্ত করিতে পার, তবে পরমোপকৃত হই।

প্রহরী। ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া, যে আজ্ঞা, তাহাই করিব।

যদি ইহাতে কোন বিশিষ্ট দণ্ড হয়, তাহাও সহ্য করিব। আপনি আর চিন্তা করিবেন না। দাস অবশ্যই তাঁহাকে বাটীর বাহিরে লইয়া যাইবে। আপনার কন্যার নাম কি?

আচার্য্য। শৈবলিনী।

প্রহরী শৈবলিনী শৈবলিনী বলিয়া নামটী আয়ত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ গেটের দিকে চলিয়া গেল এবং দেখিল যে সে স্থান দিয়া বাহির হইবার যো নাই, তথায় অধিক প্রহরী রহিয়াছে; সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিতে ভাবিতে পুষ্পোদ্যানের দিকে যে একটী অবান্ত-দ্বার আছে হঠাৎ সেইটী মনে পড়িল, এবং সেই দিকে গমন করিয়া দেখিল যে দ্বারে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে।

তখন তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ভাবিতে লাগিল এবং কি ভাবিয়া আবার উঠিয়া গেল। এবার প্রায় ৫।৭ চাবি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং সেই দ্বারে গিয়া কুলুপে সেই সকল চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। দুই তিনটী চাবি ব্যর্থ হইয়া গেল; একটী কুলুপের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু পাক দিবার সময়ে ঘুরিল না, তখন সেটী খুলিয়া আর একটী লাগাইল এবং তদ্দ্বারাই সেবার কুলুপটী খুলিয়া গেল।

কুলুপটী যে খুলিয়া গেল সে তৎক্ষণাৎ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আচার্য্যকে অতিগোপনে বলিল।

"আর কোন চিন্তা নাই, এই রজনীতেই বাহির করিয়া দিব"

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাহার কথানুসারে শয়ন করিলেন।

তাঁহাকে শোয়াইয়া সে আপনিও শয়ন করিল। দ্বিতীয়-প্রহর রজনীর সময়ে অন্য একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিল, এবং আপনি গিয়া শয়ন করিল।

নিদ্রিত প্রহরী উঠিয়া আপনার সময় রক্ষার নিমিত্ত ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, আবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, আবার ক্ষণেক ভ্রমণ করিয়া দেখিল যে সকলেই নিদ্রিত, তখন আস্তে আস্তে আচার্য্যকে জাগাইতে লাগিল ; আচার্য্য নিদ্রা যান নাই, প্রহরী সঙ্কেত করিবা মাত্র উঠিয়া বসিলেন।

প্রহরী অতি মৃদুস্বরে তাঁহার কর্ণের সমীপে কহিল।

"আমি চলিলাম কিন্তু আসিবা মাত্রই আপনি আমার সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবেন। আর সে নামটী কি ?"

আচার্য্য মৃদুস্বরে কহিলেন।

"শৈবলিনী।"

প্রহরী 'শৈবলিনী" এই মাত্র বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল।

"তিনি ঘুমান নাই, জাগিয়া আছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে আইলেন না।"

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য সেই অঙ্গুরীয়কটী দিলেন এবং বলিলেন।

"এইটী দেখাইয়া ডাকিয়া আন, তাহা হইলেই আসিবেন এখনি।"

প্রহরী সেই মুদ্রাটী লইয়া পুনর্গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

শৈবলিনী অঙ্গুরীয়কটী পাইয়া একটী অল্পোজ্জ্বল প্রদীপের নিকটে গিয়া, তাহাতে যে নামটী খোদিত ছিল তাহা পাঠ করিলেন ও নিঃসন্দিহান হইয়া প্রহরীর সঙ্গে বাহির হইয়া এলেন।

সে কক্ষে সকলেই নিদ্রিত ছিল, এজন্য কেহই জানিতে পারিল না। প্রহরী অবাস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিল ও আপনি সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দুর

আনিয়া একটী বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাঁহারাও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই বাগানের মধ্যে একখানি খড়ুয়াঘর ছিল, প্রহরী সেই ঘরের ঝাঁপ খুলিয়া কহিল।

"আপনারা এইঘরে প্রবেশ করুন, কিন্তু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া চলিয়া যাইবেন। এ আমার নিজের ঘর তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিনা। আর দেখিবেন এ সকল কথার বাষ্পও যেন ব্যক্ত না হয়।

এই মাত্র বলিয়া সে তাঁহাদিগের চরণে একটী প্রণিপাত করিয়া চলিয়া গেল। কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও আচার্য্য কোন কথা কহিতে অবকাশ পাইলেন না।

শৈবলিনীর সহিত তথায় বসিয়া থাকিলেন; ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। একবার একটী শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও আরও সঙ্কুচিত হইয়া বসিলেন; উভয়েই নিঃশব্দ।

এইরূপে রজনী অতিবাহিত করিয়া অতিপ্রত্যূষে তথা হইতে বাহির হইলেন, সৌভাগ্যক্রমে কেহই দেখিতে পাইল না। অনুমান দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে একটী নদী দেখিতে পাইলেন, নদীতে অল্পমাত্র জল ছিল এজন্য অতি সহজে তাহা পার হইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক পান্থনিবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সে রজনী তথায় অবস্থিতি করিয়া প্রভাতে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ উল্লাস।

সুবর্ণরেখা পার হইয়া শরৎকুমার পাঁচদিন নিরাপদে গমন করিলেন এবং ষষ্ঠ দিবসে আর একটী নদী পার হইয়া সম্মুখে একটী প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রান্তরটী পার হইলেই গ্রাম পাইতে পারিবেন এইটী ভাবিয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। প্রান্তরটী পতিত ভূমি কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রাচীন বৃক্ষমাত্র আছে, কিন্তু লোক জন চলিতেছে না দেখিয়া কিছু শঙ্কিত মনে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গমন করিয়া প্রান্তর অতিক্রম করিলেন কিন্তু গ্রাম কি নগর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কোন ব্যক্তিকে যে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারও কোন উপায় নাই, কারণ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন ইহার মধ্যে একটী লোকের সহিতও সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রান্তর পার হইয়া এক উচ্চ ভূমিতে গিয়া উঠিলেন; ফলতঃ তাহা উচ্চ ভূমি নহে, তাহা এক সামান্য পর্ব্বতশ্রেণী; পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, সম্মুখে কতকগুলি গণ্ড শৈল দেখিতে পাইলেন, তথায় আরও কতকগুলি বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে দেখিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

বৃক্ষ গুলির নিকটে গিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অভ্যন্তরে সেইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন "এই ক্ষুদ্র বনটী অতিক্রম করিলেই নগর পাইতে পারিব, যদি নিতান্ত না পাই তবে দূর হইতে দেখিতেও পাইব"

এই আশায় নির্ভর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন।

সময় থাকিবার নহে, উহা স্রোতের ন্যায় নিয়তই অতিবাহিত হইতেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বেলার অবসান হইতে লাগিল; সে বন ঘনপল্লবে আবৃত, আবার বৃক্ষোপরি লতা সকল বিস্তৃত হইয়া এরূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে তথায় সহসা সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরে কিঞ্চিৎ রৌদ্র আছে কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে কিছুমাত্র আলোক নাই, কেবল যে স্থানের শাখা পল্লব বিরল, সেই স্থান দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল, তিনি তাহারই সাহায্যে কোনরূপে তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে একটী গিরিসঙ্কট দেখিতে পাইলেন। যদিও সে গিরিসঙ্কট আয়তনে অধিক কিন্তু অধিক উচ্চ নহে, এজন্য অনায়াসেই তাহার উপরিভাগে গাত্রোত্থান করিলেন। তখনও গ্রাম দেখিতে পাইবেন এ আশালতা ছিন্নমূলা হয় নাই, সুতরাং যতদূর দৃষ্টি চলে তথা হইতে ততদূর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল সেই গিরিসঙ্কটের দক্ষিণভাগে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। তাহাতে নগর পাইবার আশা উন্মূলিত হইল, তখন অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন ও "না বুঝিয়া কেন এ দিকে আসিলাম" ভাবিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং আর অগ্রসর হইবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন।

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, সেই গিরিসঙ্কটের উপত্যকা-ভাগ অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ টিট্টিভক প্রভৃতি পক্ষিগণ অধিত্যকার স্থানে স্থানে চরিয়া বেড়াইতেছে, বন্য কুসুম সকল ক্রমে ক্রমে প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় বদন বিকাশ করিতে লাগিল, তাহাতে বনভূমি গন্ধে আমোদিত হইল; শরৎকুমার

দাঁড়াইয়াছিলেন, ক্রমে বসিয়া পড়িলেন, ও করতলে কপোল রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

অতিশয় ঝটিকার সময়ে যেরূপ সরোবরস্থিত নলিনী এক একবার জলমগ্ন হয়, আবার মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে, আবার ডুবিয়া যায়, আবার তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহার চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে শৈবলিনীর বদন-সৌন্দর্য্য, অঙ্গলাবণ্য ও সলজ্জভাব এক একবার উদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আবার মগ্ন হইতে লাগিল।

শরৎকুমার নিরুপায় হইয়া এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে কি মনে করিয়া তথা হইতে নামিলেন এবং সেই গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিবার একটী সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথে প্রবেশ করিবেন, কি কোন বৃক্ষে উঠিয়া রজনী যাপন করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অবসন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, শরীরাভ্যন্তরে অতিবেগে শোণিত-স্রোত চলাচল করিতে লাগিল। "গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইলে হিংস্রজন্তু দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বৃক্ষে উঠিলে সেরূপ অনিষ্টাপাত হইতে পারিবে না" এই ভাবিয়া এক বৃহৎ পলাশ বৃক্ষে উঠিলেন।

সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়াছে এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় এক বৃহৎকায় দন্তাবল আসিয়া উপস্থিত হইল।

শরৎকুমার প্রথমতঃ অন্যমনস্ক ছিলেন, শব্দ পাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই লক্ষিত হইল না।

হস্তী নিকটে আসিয়া যখন অনায়াসে বড় বড় শাখা ভগ্ন করিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল, তখন তিনি সেই শব্দে অনেক বুঝিতে পারিলেন, ক্রমে মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করাতে হস্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, তখন চমকিয়া ভাবিতে লাগিলেন ও নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলেন।

অনন্তর হস্তী শাখা চর্ব্বণ করিতে করিতে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহা আর দেখা গেল না; তিনি অপেক্ষাকৃত নির্ভয় হইলেন, পতন ভয়ে উত্তরীয় বসনে আপনাকে শাখার সহিত বাঁধিলেন এবং শিথিলাঙ্গে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; যখন বোধ হইল যে নিদ্রিত হইলেও পতনের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন নিঃসন্দিহান চিত্তে বসিয়া থাকিলেন।

তন্দ্রা আসিয়া এক একবার শরীর শিথিল করিতে লাগিল দেখিয়া সতর্ক হইতে লাগিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল এইরূপে প্রায় নিশীথকাল অতিক্রান্ত হইল। কাননভূমি নিস্তব্ধ হইলেও রজনীচর পশুগণের পদশব্দ এক একবার শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি প্রতিক্ষণে মৃত্যুশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভয়েও দুঃখে সে রজনী অতিবাহিত হইল; পূর্ব্বদিনের ন্যায় নিয়মিত সময়ে সূর্য্য উদিত হইলেন দেখিয়া শরৎকুমার অতি সাবধানে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। স্থানে স্থানে ভগ্নশাখা পতিত রহিয়াছে। এক স্থানে কতকগুলি রুধিরাপ্লুত অস্থি ও আমমাংস দেখিতে পাইলেন; এবং তাহা দেখিবামাত্র প্রাণ উড়িয়া গেল, তখন তথায় আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন।

"কোনরূপে এই পর্ব্বতময় স্থানটী অতিক্রম করিতে পারিলেই নগর দেখিতে পাইব।"

গিরিসঙ্কটের অভ্যন্তরভাগ গুল্ম ও লতায় আবৃত, তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের অভাব নাই। যে স্থানে মনুষ্যের গতাগতি থাকে তথায় যেরূপ একটী তৃণরহিত অপ্রশস্ত পথ থাকে সে স্থানে সেরূপ কোন পথ ছিল না, সুতরাং তথায় যে মনুষ্যের গতাগতি নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। সে স্থানে বড় বড় বৃক্ষও

ছিল; কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে; যে যে স্থানে অধিক পরিমাণে লতা গুল্ম নাই কেবল ঘাসে আবৃত, তিনি সেই সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

গিরিসঙ্কটের আভ্যন্তরিক আয়তন প্রায় দুই ক্রোশ হইবে, প্রস্থে ক্রোশাধিক হইবে না; আড়ে গমন করিবার সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি লম্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। নিরুপদ্রব পথে যেরূপ সহজে গমন করা যায়, তথায় দ্রুতপদে গমন করিলেও সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক চলিতে পারা যায় না, কারণ তথাকার সর্ব্বস্থানে অনায়াসে পদবিক্ষেপ করা অতি দুরূহ, এজন্য তাঁহার গমনে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল।

এইরূপে অনেক ক্লেশের সহিত সভয়ান্তঃকরণে গিরিসঙ্কটের দক্ষিণপ্রান্তে গমন করিলেন। দূর হইতে যে সকল বৃক্ষ ছোট বোধ হইয়াছিল তাহারা ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিল। বাহির হইবার কোন পথ নাই দেখিয়া, কিরূপে বহির্গত হইবেন ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে চিত্তমধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, বহির্গমনের পথ নাই দেখিয়া, তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

যেমন বাহির হইবার কোন উপায় নাই সেইরূপ পর্ব্বতে উঠিবারও যো নাই, যে স্থানটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাহা আবার নিবিড় বেত্রবনে আবৃত, কোন রূপেই প্রবেশ করিবার যো নাই, সুতরাং নিরুপায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে নয়নে অশ্রুভর করিল। "রোদন করিয়াই বা কি হইবে, এই নির্জ্জন প্রদেশে কে আমার রোদন শুনিয়া আমার প্রতি দয়া করিবে?" এইরূপ ভাবিয়া বসনাঞ্চলে অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিলেন ও মনোযোগের সহিত বাহির হইবার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে এরূপ একটী স্থান দেখিতে পাই-

লেন যে, সে স্থানে বেত্রবন নাই, অধিক গুল্মও নাই, কেবল একটী অপরিচিত বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে ; যদি কোনরূপে এইস্থানে উঠিতে পারিতেন বোধ হয়, তাহা হইলে সেই কান্তার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিতেন. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই স্থানের পর্ব্বতভিত্তি প্রাচীরের ন্যায় প্রায় লম্বভাবে উঠিয়াছে কেবল একটী লতাগুচ্ছ উপরিভাগ হইতে নামিয়া অধোমুখে ঝুলিতেছে।

তিনি উর্দ্ধহস্তে সেই লতাগুচ্ছ ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না ; আর এক হস্ত উঠিতে পারিলে ধরিতে পারিতেন। ধরিবার অন্য উপায় না দেখিয়া, একখানি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া তাহার উপরিভাগে উঠিলেন এবং সেই সাহায্যে ঐ লতাগুচ্ছ ধরিয়া, ছিন্ন হয় কি না দেখিবার জন্য একবার বলপূর্ব্বক উহা টানিয়া দেখিলেন, তৎপরে একবার ঝুলিয়াও দেখিলেন কিন্তু উহা ছিন্ন হইল না।

তখন সাহসের সহিত ঐ লতাগুচ্ছ ধরিয়া এবং পর্ব্বতের গাত্রে চরণ রাখিয়া, উঠিতে আরম্ভ করিলেন। দুইচারি পদ উঠিলেন, লতা ছিন্ন হইল না। দ্বিতীয়বার উঠিবার নিমিত্ত যেমন বল প্রয়োগ করিয়াছেন, অমনি উহা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

নিম্নভাগে যে প্রস্তর খণ্ড ছিল তাহার উপরি পতিত হইলে, কিরূপ বিপদ্ হইত বলিতে পারি না ; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেরূপে না পড়িয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। যেরূপ আহত হইলেন যদিও তাহা সাংঘাতিক নহে, তথাপি কটিদেশের এক স্থান ক্ষত হইয়া শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। "হা অকরুণ বিধাত" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—নয়নজলে কপোল ও গণ্ডস্থল স্তিমিত হইল—জানুর উপরি মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—অশ্রু মুছিবার কিছুমাত্র অবকাশ পাইলেন না।

ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেক কাঁদিয়াছেন নীরবে—কাঁদিয়াছেন,

উচ্চরবেও কাঁদিয়াছেন—আর একরূপ রোদন আছে তাহাতে অশ্রু নিঃসৃত হয় না, নয়ন ও গণ্ডস্থল সঙ্কুচিত হয় না, সে কেবল হাস্য-রত্ন অপহরণ করে ও অন্তঃকরণকে বিষণ্ণ করিয়া পশ্চাৎ শরীরকে বিশীর্ণ করে, তিনি সেই রমণীরত্ন শৈবলিনীকে ভাবিয়া ভাবিয়া সে রূপেও অনেক কাঁদিয়াছেন, কিন্তু এ রূপে কখন রোদন করেন নাই।

এই রূপে অল্পক্ষণ রোদন করিয়া, পশ্চাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চরণে আঘাত লাগে নাই এজন্য অতি সহজে দাঁড়াইতে পারিলেন, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে কিছু বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল; কি করেন, আবার নিক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "যদি এবার বহির্গমনে বিফল-চেষ্ট হই, তাহা হইলে এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিয়াছি সেই স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইব।"

এইটী স্থির করিয়া, একটী বেত্রবনের নিকটে গেলেন এবং সম্মুখভাগের কতকগুলি বেত্র সরাইয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার স্থান আছে কেবল কতকগুলি লতাদ্বারা মুখভাগ আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নিক্রমণের ইচ্ছা অতিশয় বলবতী, এজন্য প্রাণপণে সেই সকল লতা সরাইতে লাগিলেন, তাহাতে অল্প মাত্র স্থান হইল, সেই স্থান দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, তথাপি পরাবৃত্ত হইলেন না।

বহুকষ্টে তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার অভ্যন্তর ভাগ কেবল অন্ধকারে আবৃত, কিন্তু গমন করিবার পথ আছে; তখন চিন্তাকুলিত চিত্তে সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কিছু অগ্রসর হইয়াই অপর পার্শ্ব দিয়া অল্প অল্প আলোক দেখিতে পাইলেন। আলোক দেখিয়া, পুনর্ব্বার জীবলোক-নিবাস-

লালসা বৰ্দ্ধিষ্ণু হইল এবং সেই আশায় নির্ভর করিয়া, সাহসের সহিত বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিংশ উল্লাস

যে স্থানে শরৎকুমার উত্তীর্ণ হইলেন, তাহা সেই ভয়ঙ্কর গিরি-সঙ্কট অপেক্ষা নিরাপদ স্থান, কিন্তু শিলাময় ভূমি ; তথায় অনেক গণ্ডশৈল আছে—স্থানে স্থানে উচ্চ পাহাড়ও আছে। তিনি তাহারই এক পাহাড় লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে শুষ্ক কর্দ্দমের উপরি দুই চারিটী মনুষ্যের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। পদচিহ্ন দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং সেই চিহ্নের যে দিকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ রহিয়াছে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অধ্বশ্রম-জনিত পিপাসায় অত্যন্ত কাতর, এমন কি কণ্ঠপর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে কি আশায় শীঘ্র চলিতে লাগিলেন বলিতে পারি না।

চলিতে চলিতে হঠাৎ একটী অনতিপরিস্ফুট অব্যক্ত শব্দ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল ; সে শব্দ অন্য শব্দ নহে, তাহা ঝর ঝর শব্দ, তিনি শ্রবণ মাত্রেই জলপতনের শব্দ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই দিকে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন।

যে স্থানে শব্দ হইতেছিল সে স্থান যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল জলপতনের শব্দ ততই স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। শব্দ যখন দর্শন পথে পড়িল তখন নিরতিশয় আনন্দের সহিত তথায় উপস্থিত

হইলেন এবং ভাল করিয়া দেখিলেন যে, সেটী একটী সামান্য নির্ঝর, তাহার জলধারা অতি বিস্তৃত নহে এবং অধিক উচ্চ স্থান হইতেও পড়িতেছে না—নিম্নভাগে একটী সামান্য খাল; উহা সেই খাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তিনি প্রথমতঃ অঞ্জলি করিয়া তাহার জল পান করিলেন পরে তাহার মধ্যে নামিয়া অবগাহন পর্য্যন্ত করিলেন, তাহাতে শরীর শীতল হইলে এক বৃক্ষতলে গিয়া বসিলেন।

যে বৃক্ষতলে বসিলেন তাহা ঘনপল্লবে আবৃত; এমন আবৃত যে দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায় অনেক স্থানেই সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না এজন্য তাহার তলভাগ সততই ঘনচ্ছায়াবৃত; বসিলে তন্দ্রা আসে, শয়ন করিলে নিদ্রাভিভূত হইতে হয়।

শরৎকুমার ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইচ্ছা থাকিলেও তথায় অধিকক্ষণ বসিলেন না; উঠিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে এক গণ্ড-শৈলের পার্শ্বদেশে একটী বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; দুই চারিটী ফল পরিণত হইয়া ঝুলিতেছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তথা হইতে দুইটী ফল লইয়া পুনর্ব্বার সেই ঘনচ্ছায়াবৃত বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিলেন ও সেই ফল ভগ্ন করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

রৌদ্রের তেজঃ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল ও শরীরও অতিশয় কাতর ছিল এজন্য উত্তরীয় বসন খানি বিস্তৃত করিয়া, সেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। চিত্ত ক্রমে ক্রমে স্থির হইতে লাগিল—নিবাতনিষ্কম্প জলরাশির মধ্যে চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, তাঁহার সেই স্থিরচিত্তে তাঁহার হৃদয়-মোহিনী-শৈবলিনীর সেই অনপাঙ্গ বিলোকিত, সেই অর্দ্ধমুক্ত কবাট মধ্যে বিহসিতচ্ছবি, সেই সলজ্জভাব, সেই পৃষ্ঠদোলিত একাবলী ঘুণ্টিকা, সেই বিশাল নিতম্ব-তট-পতিত মুষ্টি-মেয়সুদীর্ঘ-চিকুর-পাশ একে একে উদিত হইতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ উদিত হইতে লাগিল। তখন অধ্বশ্রমজনিত সমস্ত যাতনা

বিস্মৃত হইয়া, মুদ্রিত নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলেন, ও দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অঙ্গশ্রমে শরীর শিথিল হইয়াছে, এজন্য গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন; বেলা প্রায় অতীত হইয়াছে তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না; অল্প অল্প বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে এনিমিত্ত আরও নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই-দিকে দুইটী নবীন তপস্বী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মস্তকে জটাভার, অঙ্গে গৈরিকবর্ণের অঙ্গরাখা, বদনে ভস্মাবলেপ, দেখিলেই ভক্তি হয় ও প্রণাম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম অধিক নহে, একটীর বয়স্ বিংশতি কি দ্বাবিংশতি বর্ষ, অপরটীর অষ্টাদশ কি তদপেক্ষা কিছু অধিক। তাঁহারা তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে ঘাটগিরির অন্তর্ব্বর্ত্তি শালবান্ পর্ব্বতের গুহায় অবস্থিতি করেন; সে পর্ব্বতে আরও অনেক গুহা আছে এবং সেই সকল গুহায় অনেক যোগী ও সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন।

শালবানের কিছু দক্ষিণে সম্বলপুর। সম্বলপুরের নিম্নেই মহানদী প্রবাহিত, এজন্য তথায় বাণিজ্য দ্রব্যের অভাব নাই। যোগী ও সন্ন্যাসীরা মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

সম্বলপুরস্থ কোন কোন ধর্ম্মপরায়ণ বণিক্, শালবান্ পর্ব্বতকে যোগীদিগের বাসস্থান জানিয়া, মধ্যে মধ্যে তথায় ফলমূলাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের পবিত্র জীবনের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়।

যে দুইটী যোগী ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্রে তাঁহারই দৃষ্টি পথিকের দিকে ধাবিত হইল; তিনি অমনি স্বীয় সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"আনন্দগিরি, দেখিয়াছ কি?——ঐ দেখ বৃক্ষতলে কে যেন শয়ান রহিয়াছে, চল, নিকটে গিয়া দেখি যে কে এই নিভৃত স্থানে অনায়াসলভ্য ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।"

যিনি আনন্দগিরিকে এই কথা কহিলেন তিনি অভিষেক সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপ নামে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

আনন্দগিরি যাইতে যাইতে কহিলেন—

"বোধ হয় উদয়পুরের কোন পথিক সম্বলপুরে যাইতেছে, রৌদ্র বলিয়া শয়ন করিয়াছে।"

জ্যোতিঃ। বেলা অধিক নাই, সম্বলপুরও এখান হইতে অধিক দূরবর্ত্তী, যদি নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তবে সন্ধ্যার পর বিপদে পড়িলেও পড়িতে পারে, অতএব উহাকে প্রবোধিত করা কর্ত্তব্য।

আনন্দ। প্রবোধিত কি?

জ্যোতিঃ। নিদ্রাভঙ্গ—ঈষৎহাস্য করিয়া,—ঘুম ভাঙ্গান, বুঝেছ ত?

আনন্দ। হুঁ। বুঝেছি, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ করিলে যে অপরাধ হয়?

জ্যোতিঃ। সে এ অবস্থায় নহে, সে সুখের অবস্থায়।

আনন্দ। পথিক কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে না?

জ্যোতিঃ। হাঁ, আপাততঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছে বটে, কিন্তু বিপদ পাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আনন্দ। তুমি কিরূপে জানিলে?

জ্যোতিঃ। অনুমানে।

আনন্দ। অনুমানে কি জানিয়াছ?

জ্যোতিঃ। যদি সন্ধ্যার মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে হিংস্রজন্তুর কবলে——কেমন বুঝিয়াছ ত?

আনন্দ। হাঁ বুঝিয়াছি, কিন্তু এখন উঠিয়া কোথায় গমন

করিবে? সম্বলপুর অথবা উদয়পুর উভয় দিকেই যাইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তার কি করিলে? তুমি যে সকল বিপৎপাতের সম্ভাবনা মনে করিতেছ তাহাই ত রহিয়া গেল?

জ্যোতিঃ। কেন? আজি আমরা উহাকে অতিথি-স্বরূপ গুহায় লইয়া যাইব; প্রভাতে উঠিয়া ইচ্ছামত গমন করিবে, থাকিতে ইচ্ছা করে না হয় আরও এক দিন থাকিবে।

আনন্দ। উত্তম। যদি তাহা হয় তবে উহার নিদ্রাভঙ্গ কর।

এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎকুমারের পিতা শৈশবকালে তাঁহার ললাটফলকে যে দগ্ধ অঙ্গুরীয়কের দাগ দিয়াছিলেন সেই দাগের মধ্যভাগে একটী তিল চিহ্ন ছিল এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটী লোমশ যৌতুকচিহ্ন ছিল; যিনি একবার দেখিয়াছেন বোধ হয় বহুদিন পরে দেখিলেও তিনি চিনিতে পারেন।

জ্যোতিঃস্বরূপ নিকটে গিয়াছিলেন, চকিতবৎ কি ভাবিয়া আরও নিকটে গেলেন; বিস্ফারিত লোচনে দেখিতে লাগিলেন—সেই মুদ্রিত নয়ন বদনের প্রতি নয়নপাত করিয়া স্থিরভাবে দেখিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন কি মনে পড়িল।

কি মনে পড়িয়াছে, আনন্দগিরিকে তাহার কিছুই বলিলেন না, বরং সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে ভাব সংবরণপূর্ব্বক বলিলেন।

"পথিক! বেলা নাই, গাত্রোত্থান কর।"

শরৎকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া, তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে শরৎকুমার স্বপ্নের ঘোরে বলিলেন—

"আজ্ঞা বলি—তরঙ্গিনী শৈবলিনী তটিনী হ্রদিনী ধুনী।

জ্যোতিঃস্বরূপ হঠাৎ এই অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া কিছু চমৎকৃত হইলেন। এ, ও, তা, সাত, পাঁচ, হাসি, কান্না, কত কি ভাবিতে লাগিলেন, নয়নের ভাব ও মুখভঙ্গি কিছু বিকৃত হইল. কিন্তু তাহা অন্যের অনমুমেয়। পথিকের বদন ও অবয়ব দেখিয়া, তাঁহার অঙ্গে কোনরূপ সাত্ত্বিক ভাব সঞ্চরিত হইয়াছিল কি না কে বলিবে? আনন্দগিরিও বলিতে পারেন না; কারণ তাঁহার অঙ্গ বসনে আবৃত ছিল এবং আনন্দগিরি পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"পথিক! গাত্রোত্থান কর" বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ আবার ডাকিতে লাগিলেন, এবার শরৎকুমারেব নিদ্রা ভঙ্গ হইল, একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উঠিবার সময়ে হস্তের যৌতুকটী স্পষ্ট লক্ষিত লইতে লাগিল।

জ্যোতিঃস্বরূপ যে দোলায় দুলিতেছিলেন ক্রমে তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিল, সুতরাং তাহা হইতে নামিলেন এবং নামিতে আর এক দোলায় উঠিলেন, সে যে দোলা তাহার গতি মন্দ হইবার নহে, তাহাতে একবার দুলিলে আর তাহা স্থির হইতে চায় না, যদিও কখন স্থির হয় তবে নৌকা হইতে নামিলে, যেমন শরীর দুলিতে থাকে সেইরূপ ঘোর যাবজ্জীবন থাকে। শরৎকুমার উঠিয়া বসিলেন, হস্ততলে নয়নযুগল মর্দ্দিত করিয়া কিছু সঙ্কুচিত লোচনে দেখিলেন যে, দুইটী নবীন তপস্বী সম্মুখে দণ্ডায়মান; কিন্তু কিছু অগ্রপশ্চাৎ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তিনি অন্য কোন কথা না কহিয়া প্রথমে "নারায়ণ" এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া, পঞ্চাঙ্গে একটী প্রণাম করিলেন। জ্যোতিঃস্বরূপও "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ তখন কিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছিল বলিতে পারি না; মনে মনে প্রতিনমস্কার করিয়াছিলেন কি না তিনিই বলিতে পারেন।

একবিংশ উল্লাস।

শরৎকুমার ভূতল হইতে উঠিয়া, জোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথায় থাকেন ?"

জ্যোতিঃ। এই শালবান্ পর্ব্বতের গুহায়।

শরৎ। সে স্থানে আর কোন মহাপুরুষ আছেন, না আপনারা দুইজন মাত্র ?

জ্যোতিঃ। আরও অনেক যোগী ও সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের আশ্রম হইতে কিছু দূরে থাকেন।

শরৎ। বোধ করি আপনারা দুইজনে একস্থানে থাকেন।

জ্যোতিঃ। হাঁ প্রায় একস্থানে ; আমার আশ্রম হইতে অত্যুচ্চৈস্বরে ডাকিলে শুনিতে পাওয়া যায়।

শরৎ। না, আর কোন পরিচয় লইতে চাই না, কারণ ভগবান শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে "নহি কমপি যোগিনং সন্ন্যাসিনঞ্চ প্রশ্নোত্তর কর্ম্মণি নিযোজয়েৎ" অর্থাৎ পরিচয় লইবার নিমিত্ত কোন যোগী বা সন্ন্যাসীকে প্রশ্নোত্তর কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না।

জ্যোতিঃ। ঈষদুৎফুল্ল গণ্ডে কহিলেন "আপনার যাহা বলিবার থাকে, তাহা অনায়াসে ও অক্ষুব্ধচিত্তে ব্যক্ত করুন ; তাহাতে আমরা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।

শরৎ। আপনারা কত দিন এখানে অবস্থিতি করিয়াছেন ?

জ্যোতিঃ। প্রায় এক বৎসর হইবে। আসিবার সময়ে ইহাঁর

সহিত কটকে মিলিত হইয়াছিলাম। কটকের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে ব্যোমকেশ নামে এক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন; সেই শিবমন্দিরে জগদানন্দ নামে এক স্বামী থাকেন, তাঁহার নিকটে অতিথি হইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে যখন বিদায় গ্রহণ করি সেই সময়ে তিনি বলিয়া দিলেন যে, তোমরা মহানদীর উপরিস্থ সম্বলপুরের উত্তরে শালবান্ পর্ব্বতে গিয়া বাস কর; তথায় অনেক যোগী ও সন্ন্যাসী আছেন; আমরা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া যাত্রা করিলাম এবং সেই অবধি এইখানে থাকিয়া তপস্যাদি করিতেছি।

শরৎ। এখান হইতে নগর কত দূর?

জ্যোতিঃ। কেন?

শরৎ। আমি সেইখানে গমন করিব।

জ্যোতিঃ। এখনি না কি?

শরৎ। অল্পপথ হইলে হানি কি?

জ্যোতিঃ। প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে এখন কোথায় যাইবেন? অদ্য আমাদিগের আশ্রমে আসিয়া থাকুন, প্রাতে উঠিয়া গমন করিবেন।

শরৎ। অনুগৃহীত হইলাম।

জ্যোতিঃ। সন্ধ্যা সমাগত তবে আশ্রমে চলুন।

শরৎ। যে আজ্ঞা, অগ্রগামী হউন।

জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্রগামী হইলেন; তৎপশ্চাতে পথিক এবং তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে আনন্দগিরি চলিলেন।

শরৎকুমার! তুমি কাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে? উনি কি তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছেন? উঁহাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? উনি যোগী, তোমার পূজনীয়। জলেশ্বরের নিকটে—মনে হয় কি? যখন তুমি গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলে, তখন যে একজন রাগাসক্ত পুরুষের সহিত

তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইনি কি সেই পুরুষ? না অপর কোন ব্যক্তি? ফলতঃ সাবধানে গমন করিও; দেখো যেন চরণে চরণে বাধে না, তাহা হইলে অপরাধী হইবে।

আর একটী কথা বলি, দেখো যেন জটাভারস্বরূপ নিগড়ে বদ্ধ হইও না। উনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন কিন্তু একটী উঁকি দিয়া দেখ দেখি সেই গণ্ড আরও উৎফুল্ল হইয়াছে কি না? চরণপানে তাকাও, ঐ দেখ চরণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যদি হস্ত দিয়া দেখিতে পার, তবে না হয় উঁহার উরঃস্থলে একবার হস্ত-দিয়া রক্তস্থলী কিরূপ দ্রুত আহত হইতেছে। ঐ দেখ তোমার সম্মুখে যাহা কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়াছিলেন. এখন অগ্রগামী হই-য়াছেন ও অন্ধকারের আবরণে সহজে লক্ষিত হইবে না বলিয়া, তাহা বেগে নিঃসৃত হইতেছে—গণ্ড ও কপোলস্থলের ভস্মাবলেপ বিদূরিত হইয়াছে; যদি পার এই সময়ে না হয় একবার উঁকি দিয়া দেখ।

আনন্দগিরি জ্যোতিঃস্বরূপের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে. আশ্রমে ত আরও অতিথি আসিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও ত এত যত্ন করেন নাই। বোধ হয় এই পথিককে আর কখন দেখিয়া থাকিবেন, নতুবা এত যত্নের কারণ কি? অথবা দয়ার শরীর, হইলেও হইতে পারে।

যখন তাঁহারা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলেন. তখন ঠিক প্রদোষ কাল, বাহিরে যে আলোক আছে তদ্দ্বারা ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। মুহূর্ত্ত যত অতীত হইতে লাগিল অন্ধকারও সেই পরি-মাণে ঘনীভূত হইতে লাগিল; আশ্রমপদ অন্ধকারে এরূপ আবৃত হইল যে, প্রদীপ ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। মনুষ্যের কথা সেস্থানে অতি বিরল, কেবল দূর হইতে শঙ্খ ঘণ্টাদির শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

পথিকের সঙ্গে কথা কহিতে আনন্দগিরির নিতান্ত ইচ্ছা, কিন্তু অবকাশ বিরহে সে কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, যখন অবকাশ পান, তখন হয় ত কোন প্রস্তাব থাকে না; ইতিমধ্যে একবার অবকাশ পাইয়া বলিলেন।

"ঐ ধ্বনি দূরবর্ত্তি-যোগীদিগের আশ্রমে হইতেছে।"

আনন্দগিরি যে কথাটী বলিলেন তাহা মৃদুস্বরে বলিলেন, সে কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর—পীযূষ হইতেও মধুর—দুই একটী মধুরভাষিণী যুবতীর কথাপেক্ষাও মৃদু ও মধুর। পথিক একবার শ্রবণ করিয়াই উৎকর্ণ হইলেন, বোধ হয় আবার শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকিবে।

বীণাবাদিনী বীণা বাজাইয়া নিঃশব্দ হইলে, তাহার সুমধুর স্বর যেমন কর্ণকুহরে ঘুরিতে থাকে, সেই পীযূষবর্ষি-কণ্ঠধ্বনি সেইরূপে তখনও যেন তাঁহার শ্রবণ-বিবরে মধু বিতরণ করিতে লাগিল।

যামিনী সমাগত, আকাশ-মণ্ডল অসংখ্য অল্পোজ্জ্বল দীপপুঞ্জের তারকারাজী-বিরাজিত হইল। সে তমস্বিনী বিভাবরী, এজন্য দূরস্থিত বৃক্ষগুলি ঘনীভূত তমঃপিণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন বায়ুর সঞ্চার ছিল না, এজন্য সেই উপত্যকা ভূমি এরূপ নিঃশব্দ হইয়াছিল যে অতি ক্ষুদ্র নির্ঝরের জলপতনের ঝর ঝর শব্দ স্পষ্ট ভাবে শুনা যাইতে লাগিল। সে শব্দ সকলের মনোহর নহে—তাহা কবির মনোহর—তাহা সহৃদয় ও অনুরাগীর হৃদয়রঞ্জক।

জ্যোতিঃস্বরূপ গুহায় প্রবেশ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। গুহা-গৃহ আলোকময় হইল। আনন্দগিরি বসিবার নিমিত্ত পথিককে একখানি মৃগচর্ম্ম দিলেন এবং আপনাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দুইখানি জীর্ণ কুশাসন পাতিলেন ও সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

পরস্পর কথাবার্ত্তায় এরূপ মগ্ন হইলেন যে কথায় কথায় রজনীর তৃতীয়াংশ অতীত হইল, তথাপি অনুভব নাই।

ইতিমধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ একবার বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন

"রজনী প্রায় দুইপ্রহর অতীত, অতএব আপনি কিছু আহার করিয়া শয়ন করুন।"

শরৎ। যে আজ্ঞা।

জ্যোতিঃ। কি আহার করিবেন ?

শরৎ। স্বামীর যাহা অভিরুচি।

জ্যোতিঃ। আমরা ফলমূলভোজী, দিবসসঞ্চিত কিঞ্চিৎ ফলমূল আছে তাহাই গ্রহণ করুন।

শরৎকুমার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দক্ষিণ হস্তে ফলভাজনটী টানিয়া লইলেন।

জ্যোতিঃ। দেখ গিরি, অধিক রজনী হইয়াছে, আর তোমাকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না; আশ্রমে গিয়া শয়ন কর, আমিও শয়ন করি, এবং অতিথি মহাশয়ও শয়ন করুন।

আনন্দ। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই; কিন্তু আমি না আইলে অতিথি মহাশয়কে ছাড়িয়া দিবেন না।

জ্যোতিঃস্বরূপ ঈষদুৎফুল্লগণ্ডে কহিলেন

"অতিথি মহাশয়! শুনিলেন ত ?"

শরৎ। শুনিলাম।

তবে আমি আপনাকে ছাড়িব না।

শরৎকুমার প্রসন্নবদনে বলিলেন

"সে আমার সৌভাগ্য।"

জ্যোতিঃস্বরূপ! "ছাড়িতে পারিব না, ছাড়িব না" এ কথার আন্দোলনে আর প্রয়োজন কি? আপনার যে সৌজন্য, যে নিরভিসন্ধি প্রিয়তা, যে কুঞ্চিতাধরে মৃদু মৃদু বিহসিত, তাহাতে পথিক অবশ্যই বদ্ধ হইয়া পড়িবেন।

আনন্দগিরি আপনার আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

জ্যোতিঃস্বরূপের নয়ন পথিকের বদন হইতে অবসর লইয়া, আনন্দগিরির পশ্চাতে ধাবিত হইল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তথাপি তিনি কুঞ্চিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন, যখন গিরি নয়ন-পথের অতীত হইলেন, তখন পথিকের দিকে বদন ফিরাইয়া বসিলেন।

শরৎকুমার ফলাদি ভোজন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি নীরবে বসিলেন। গণ্ড ও কপোল ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, মনে মনে কত ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ব্যক্ত করিলেন না।

শরৎকুমার অনন্যমনে আহার করিতেছেন এইটী আর একবার অবলোকন করিয়া, যোগী কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে বদন অবনত হইল ও নয়ন স্ফীত হইয়া অল্পে অল্পে ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। উত্তরীয় বসনে মুছিতে লাগিলেন; কিন্তু কত মুছিবেন? এক ধারা মুছিতে আর এক ধারা আসিয়া সংযোজিত হইতে লাগিল, এজন্য উত্তরীয় নামাইতে আর অবকাশ পাইলেন না, উহা নয়নেই রহিয়া গেল।

শরৎকুমার এতক্ষণ দেখিতে পান নাই; রোদন করিবার সময়ে যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে সেইরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া একবার তাকাইলেন।

তাকাইয়া দেখেন যে, মহাত্মা যোগী উত্তরীয় বসনে নয়ন চাপিয়া রোদন করিতেছেন।

তখন মনে মনে ভাবিলেন "এ আবার কি? শোক, দুঃখ, বিয়োগ-বেদনা কি সর্ব্বত্রই বিরাজিত? এমন পবিত্র নয়ন হইতে যখন অশ্রুপ্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তখন উহা সামান্য শোকে হয় নাই, বোধ হয় কোন গুরুতর শোক মনে পড়িয়া থাকিবে; যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিতে হইল, এই বলিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন।

"আপনি রোদন করিতেছেন কেন? আমি কি আপনার রোদনের হেতু হইয়া পড়িলাম? যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যোগিবর কোন কথাই কহিলেন না, বরং এই কথায় কথঞ্চিৎ নয়নজল সংবরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অবনত মস্তকে বসিলেন তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর।

শরৎকুমার নিঃশব্দে শুনিয়া কহিলেন

"যদি কোন অনিষ্ট শঙ্কা না থাকে, তবে রোদনের হেতু বলিয়া চরিতার্থ করুন।"

জ্যোতিঃস্বরূপ অবনত মস্তকে বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা পৃথিবীতে আঘাত করিতে করিতে কহিলেন

"তাহা শুনিয়া আর কি হইবে?"

শরৎ। অনিষ্টকর না হইলে শুনিতে ইচ্ছা করি।

জ্যোতিঃ। অদ্য অনেক রজনী হইয়াছে শয়ন করুন, প্রাতে যাহা হয় করা যাইবে।

শরৎকুমার আর কোন কথা না কহিয়া বলিলেন

"এই খানেই শয়ন করিব?"

জ্যোতিঃ। হানি কি?—(আবার কি ভাবিয়া)—না, আপনি পার্শ্ববর্ত্তি-গুহায় চলুন, এ স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, শয়নে কষ্ট হইবে।

শরৎ। যে আজ্ঞা তবে চলুন।

জ্যোতিঃস্বরূপ 'আসুন' বলিয়া অগ্রগামী হইলেন।

শরৎকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গুহা প্রবেশ করিলেন।

জ্যোতিঃ। তবে আমি যাই।

শরৎ। যে আজ্ঞা—অনেক কষ্ট দিলাম কিছু মনে করিবেন না।

জ্যোতিঃ। অতিথি সৎকার আমাদিগের একটি পবিত্র ব্রত, অতএব ইহাতে কষ্ট হইলেও কিছু মনে করি না।

এই কথা বলিয়া তথা হইতে বাহির হইলেন কিন্তু যাইতে পারিলেন না, তথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলিয়া গেলেন, আবার কি মনে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও পথিকের গুহাদ্বারে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে এক একবার উকি দিতে লাগিলেন। সেই গুহায় যে প্রদীপ রাখিয়া আসিয়াছিলেন তখন তাহার আলোক মন্দীভূত হইয়াছিল এজন্য গুহাশায়ীর মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক সেইভাবে দাঁড়াইয়া চলিয়া গেলেন ও আপনার আশ্রমে আসিয়া শয়ন করিলেন।

শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবেন কি, ঐ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আকুল হইতে লাগিল; কত প্রকার ভাবিতে লাগিলেন, আবার সেই সঙ্গে এক একবার হাসিতেও লাগিলেন।

সে অন্য প্রকার হাসি নহে সে বিহসিত—সে মুখটেপা হাসি—তাহাতে কেবল ওষ্ঠাধর অল্পমাত্র স্ফুরিত হইয়াছিল। ফলতঃ সে বিহসিত তাঁহার সেই ভস্মাবলিপ্ত বদনে যে কিরূপ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল তাহা কে দেখিয়াছে যে বলিয়া ব্যক্ত করিবে?

শরৎকুমার! তুমি উপস্থিত থাকিলে, হয় ত দেখিতে পাইতে, এখনও যদি ইচ্ছা থাকে তবে উঠিয়া গমন কর, যাইবার সময়ে যেন পদশব্দ না হয়; নবীন যোগী কি মনে করিয়া এখনও মুখ টিপে হাসিতেছেন---ঐ সে ভাব সংবৃত হইল।

এখন এ আর এক ভাব—এ রোদন, কিন্তু নিঃশব্দে রোদন—ইহাতে প্রগাঢ় অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে ও অপাঙ্গ দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া কপোল তলে পড়িতেছে।

দ্বাত্রিংশ উল্লাস।

এদিকে শরৎকুমার নির্জ্জনে শয়ান রহিয়াছেন এমন সময়ে শৈবলিনীর সেই অলৌকিক রূপরাশি অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইল, প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন যে, সেই শ্যামাঙ্গী যুবতী, সেই রমণীরত্ন, যেন মন্থরগমনে তাঁহার মস্তক সমীপে আসিয়া বসিলেন। দক্ষিণ জানুর উপরি বাম জানু রাখিয়া তদুপরি বাম কফোণি সংস্থাপনপূর্ব্বক হস্ততলবিস্তার করিলেন এবং মণিবন্ধের উপরিভাগে চিবুক ও অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের উপরি বাম কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে অঙ্গ হেলাইয়া বসিলেন ও অধর দেশের অংশ বিশেষ দশনে দংশন করিতে লাগিলেন। চূর্ণ কুন্তল গুলি কুটিলভাবে ললাট ফলকে পড়িয়াছে, কতকগুলি মন্দ পবনভরে দোদুল্যমান হইতেছে—কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া, বেণীটীর কিয়দংশ পৃষ্ঠে ও কিয়দংশ ভূমিতে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মস্তক অবনত করাতে কুণ্ডল দুটী দলমল করিয়া, সেই পীবরাংস দেশ এক একবার পরিচুম্বন করিতেছে।

শরৎকুমার! এই রমণীরত্ন যেরূপে বসিয়াছেন, অগ্রে ভাব দেখি যে, সেরূপে বসিলে যুবতীর পীনোন্নত পয়োধরে বামভুজের প্রগণ্ডদেশে চাপ লাগিয়া সেই পীনোন্নত পয়োধর অপেক্ষাকৃত বামনীভূত হয় কি না? ঐ দেখ, তোমার প্রণয়িনীর বাম পয়োধর সেই ভাবে অবস্থিত। উনি এখন এই নির্জ্জন গিরিগুহায় কি করিতে আসিয়াছেন, যদি এ কথা জিজ্ঞাসা কর তবে উনি ঈষৎ হাসিয়া হয় ত এই উত্তর দিবেন

"তোমাকেই দেখিতে আসিয়াছি, দেখা দিতে আসি নাই।"

শরৎকুমার এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এই অবসরে নিদ্রা আসিয়া অল্পে অল্পে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ের কবাট রুদ্ধ করিয়া চৈতন্য হরণ করিল এবং সেই অবস্থায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। আনন্দগিরি সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নানাদি করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত কিছু শীঘ্র অঙ্গে ভস্মাদি লেপন করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপের গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জ্যোতিঃস্বরূপ তখনও নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া, দ্বার হইতে ডাকিতে লাগিলেন। দুই একটী ডাকের পর "উঁ"—এই শব্দ করিয়া নবীনযোগী গাত্র মোটন করিলেন ও তৎপরে নয়ন উন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

অন্যদিন অপেক্ষা উঠিতে কিছু বেলা হইয়াছে দেখিয়া, আনন্দগিরিকে কহিলেন

"স্নানাদি হইয়াছে নাকি ?"

হঁা—হইয়াছে?

তবে তুমি পথিকের নিকটে যাও।

কেন, আপনি ?

আমি স্নানাদি করিয়া আসি ?

আনন্দগিরি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পথিকের নিকটে গেলেন। জ্যোতিঃস্বরূপ একটী কমণ্ডলু হস্তে করিয়া একটী দূরবর্ত্তি-নির্ঝরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পথিক তখনও নিদ্রা যাইতেছেন। গিরি গিয়া দেখিলেন যে তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য ডাকিতে লাগিলেন; দুই একটী ডাকের পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—মৃগচর্ম্ম হইতে উঠিয়া বসিলেন, ও বিহিত বিধানে নবীন যোগীকে নমস্কার করিলেন।

যোগী আশীর্ব্বচনে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া, মনে মনে প্রতি-নমস্কার করিলেন কিনা বলিতে পারি না।

পরে শরৎকুমার অতি নম্র ভাবে কহিলেন

"আজ্ঞা হয় ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসি।"

আনন্দগিরি প্রসন্ন মনে কহিলেন।

"হানি কি ?"

এই কথা শুনিয়া শরৎকুমার গুহা হইতে বাহির হইলেন, এবং যেখানে জ্যোতিঃস্বরূপ স্নান করিতেছিলেন যদৃচ্ছাক্রমে সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিঃস্বরূপ! তোমার সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেই আয়ত চক্ষুঃ, প্রশস্ত ললাটে সেই ক্রমনিম্ন ভ্রূ যুগল, যে পয়োধর এখন পীন ও উন্নত হইয়াছে সে পয়োধর যুগল, এখন আর লুকাইতে পার না; কঞ্চুলিকা আঁটিয়া পরিবার আর সময় নাই—অঙ্গে গৈরিক বর্ণের গাত্রাবরণ দিবারও আর কাল নাই, তাহা হইলেও বা কতক রক্ষা; আবার ভাবিতেছি যে যখন তুমি চিনিতে পারিয়াছ, তখন আর কি রূপে রক্ষা পাইবে।

তোমাকে আর যোগী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না; এখন একবার শ্যামাঙ্গী বলিয়া ডাকি। শ্যামাঙ্গি! একে তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তাহাতে তুমি রমণীরত্ন—রমণীর শিরোমণি, তোমার প্রতি পথিকের যে অনুরাগ তাহা নিরভিসন্ধি অনুরাগ, অতএব দেখা হইলেই বা ক্ষতি কি? ভাব দেখি, এ সময়ে তোমাকে চিনিতে পারিলে, তোমার ন্যায় তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর চিত্ত কি রূপ সুখের দোলায় দুলিতে থাকিবে? আর যোগি-বেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এ দিকে শরৎকুমার সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে

সেই গণ্ডশৈল-বলয়িত নিভৃত স্থানে একটী রমণী জটাভার লুলিত করিয়া, নির্ঝরের নিম্নভাগে স্নান করিতেছেন। সে জটাভার নিতম্বতট অতিক্রম করিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার শোভাও মনোমোহিনী বটে।

হঠাৎ এইটী অবলোকন করিয়া ভাবিলেন "এই পর্ব্বতস্থ কোন ভৈরবী হইবেন, অতএব নিকটে গিয়া স্নানের ব্যাঘাত করিব না।"

এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন ইত্যবসরে এই শ্যামাঙ্গী হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে বদন ফিরাইলেন, এজন্য শরৎকুমার তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইয়া পড়িলেন।

নবীন তপস্বিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল। উপায়ান্তর বিরহে বিদ্যুৎবৎ বেগে উঠিয়া গাত্রে অঙ্গাবরণ দিলেন, কঞ্চুলিকা পরিতে অবকাশ হইল না, এজন্য স্তনযুগ ঢাকিয়াও ঢাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাবৃত থাকিলে স্বভাবতঃ যেরূপ উচ্চ দেখায় সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল বরং পীনোন্নত বলিয়া আরও কিছু উন্নত দেখাইতে লাগিল।

তখন "আর গোপনে থাকিয়াই বা কি হইবে, নিকটে গিয়া সকল কথা ব্যক্ত করি" এইরূপ ভাবিয়া কিছু সলজ্জভাবে পরিধেয় বস্ত্র খানির অঞ্চল ভাগ নিষ্পীড়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের মুখে কথা নাই; অনন্যমনস্কের ন্যায় একটী বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন ও অবকাশমত এক একবার অপাঙ্গ ভঙ্গিতে অবলোকন করিতেছেন।

তিনি যাঁহাকে ভৈরবী মনে করিয়াছিলেন, তিনি যত নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার চিত্ত সন্দিহান হইয়া, তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে সেই সুচারু বদন যেন কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীকে দেখিয়া

অবধি এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার চিত্ত সে বদনশোভা বিস্মৃত হয় নাই, এজন্য ভৈরবীর মুখ অবলোকিতপূর্ব্ব বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

তখন অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন; ইচ্ছা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু উদ্যমের পূর্ব্বে যেন কে তাঁহার বদন চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

নবীন তপস্বিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে যেন নির্ভীক মনে বলিলেন

" চিনিতে পার ? "

সন্দেহ থাকিলেও শরৎকুমার বলিলেন—

" পারি। "

শরৎকুমার দুই একবার আঁ—উ—করিয়া, বলিলেন

"আমার জীবনদায়িনী।"

সে কে ?

শরৎকুমার বলিলেন।

" শৈবলিনী। "

এই কথা বলিয়াই যেন অমৃত হ্রদে অবগাহন করিলেন। অনুরাগভরে তনু লোমাঞ্চিত হইল, নয়নযুগল ছল ছল করিতে লাগিল ইনিই সেই জ্যোতিঃস্বরূপ " কণ্ঠরবে এইটী বুঝিতে পারিয়া, আরও চমৎকৃত হইলেন ও একদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।

শৈবলিনী এই ভাবটী দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন।

" আর তোমাকে " পথিক " বলিব না, —আর তোমাকে আপনি বলিব না, এখন হৃদয়-বন্ধু বলিয়া ডাকিব, এখন হৃদয়নাথ বলিতে শঙ্কা করিব না।

"নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করিলে মানসে সহস্র প্রণাম করিয়াছি ও চরণ ধরিয়া কত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি। যখন বৃক্ষতলে শয়ান ছিলে, তখন ইচ্ছা ছিল যে চরণে চাপিয়া নিদ্রাভঙ্গ করি, কেবল গিরির নিমিত্ত সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছিলাম।

"যে দিন আমাদিগের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে তোমাকে শয়ান দেখিয়াছিলাম, সেইদিন অবধি তোমার সেই নিদ্রিত বদন নিয়তই ধ্যানে দেখিতাম; বিশেষতঃ তোমার ললাটস্থ অঙ্গুরীয় চিহ্ন সততই মনোমধ্যে উদিত হইত, এজন্য দর্শন মাত্রেই চিনিয়া ছিলাম কেবল গিরির নিমিত্ত তখন হৃদয় কবাট উদ্‌ঘাটন করিতে পারি নাই।

"যাহা হউক এখানে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। গিরি একাকী আছেন, কি জানি বিলম্ব দেখিয়া যদি তোমার ন্যায় হঠাৎ এইদিকে আসিয়া পড়েন তখন কি উত্তর দিব? ছদ্মবেশধারিণী কামিনী বলিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিবেন, অতএব এখন আর কোন কথায় কাজ নাই, রজনীতে সকল কথা কহিব ও শুনিব।"

এই কথা বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাঁচলী আঁটিলেন, বদনে ভস্মাবলেপ দিলেন ও মস্তকে জটাভার বাঁধিলেন, তখন কে বলিবে যে, তিনি সেই শৈবলিনী।

এইরূপে সাজিয়া, তিনি অগ্রে গমন করিলেন। গমন কালে এই কথাটী বলিয়া গেলেন

"তুমি আরও একটু বিলম্ব করিয়া আইস।"

তদনুসারে শরৎকুমার একটু বিলম্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দুই যোগীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া নিঃশব্দ হইলেন।

ক্রমে বেলা হইল, তাঁহারা শরৎকুমারকে কিছু ভোজ্য দ্রব্য আনিয়া দিলেন। শরৎকুমার আহার করিতে বসিয়া গিরির সহিত

দুই একটী কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে সে দিনের দিবাভাগ অতিবাহিত হইল।

যামিনী সমাগত। চন্দ্র পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার করিয়া উদিত হইলেন; উপত্যকা ভূমির শোভা মনোহারিণী হইল। প্রান্তর মধ্যস্থ অযত্ন সম্ভূত কুসুমাবলীর সৌরভ-রত্ন হরণ করিয়া, মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ দেখিয়া ঘুকপটলীর নিদ্রাভঙ্গ হইল. শরৎকুমার বহিস্থ একখানি শিলাখণ্ডে আসিয়া উপবেশন করিলেন. যোগি-বেশধারিণী শৈবলিনী ও গিরির সহিত আর একখানি প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন।

শরৎকুমার কথায় কথায় গিরিসঙ্কটের গল্প আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যত দুঃখের কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই শৈবলিনীর প্রাণে যাতনা বোধ হইতে লাগিল। তিনি একবার বলিলেন

"ও দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।"

আনন্দগিরি কহিলেন—

"কেন? পথিক মহাশয়! আপনি বলুন 'আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

শৈব। (মনে মনে) তোমার ইচ্ছা হইলে কি হয়, আমার যে প্রাণ কাঁদে। (প্রকাশে) না আপনি অন্য গল্প করুন।

এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে; আনন্দগিরি বলিলেন

"অদ্য রাত্রি হইয়াছে আর জাগরণে প্রয়োজন নাই। পথিক মহাশয়! গিয়া শয়ন করুন, কিন্তু আরও দুই এক দিন এখানে থাকিতে হইবে।

গিরির মুখে এই কথা শুনিয়া শৈবলিনী কহিলেন

"গিরি! তাহা বলিয়া আর ক্লেশ পাইতেছ কেন? আমরা এই নিভৃত স্থানে বাস করি, সৎপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখাবলোকন আমা-

দিগের পক্ষে একরূপ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে, যদি পথিক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন তবে আর দুই চারি দিন না থাকিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব কেন?

ত্রয়োবিংশ উল্লাস।

রজনী অধিক হইল দেখিয়া, আনন্দগিরি চলিয়া গেলেন, তাঁহারাও গুহা প্রবেশ করিলেন। গুহা প্রবেশের পর উভয়ে মনের কবাট খুলিয়া যে কত কথা কহিলেন, পাঠক, তাহা বলিয়া আর কি জানাইব, তুমি যদি রসজ্ঞ হও তবে একবার ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।

শরৎকুমার মৃগচর্ম্মে বাম কফোণি সংস্থাপন পুর্ব্বক অর্দ্ধাঙ্গ হেলাইয়া গল্প করিতে করিতে বলিলেন—

"বড় পিপাসা হইয়াছে

শৈবলিনী শুনিবামাত্র জলপাত্র হইতে জল আনিতে গিয়া দেখিলেন যে পাত্রে জল নাই। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন

"একটু অপেক্ষা কর, আমি গিরির নিকট হইতে জল আনিয়া দি।"

এই বলিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে একটী ছোট অলাবুপাত্র হস্তে করিয়া গিরির নিকটে গমন করিলেন।

আনন্দগিরির আশ্রমদ্বার একখানি ঝাঁপে অবরুদ্ধ রহিয়াছে ও অভ্যন্তরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। শৈবলিনী একবারে তথায় প্রবেশ না করিয়া, গিরি কি করিতেছেন গোপনে দেখিবার নিমিত্ত ঝাঁপের ছিদ্র দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন।

কি দেখিলেন ?

আনন্দগিরি অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া, প্রদীপের সম্মুখে কি আহার করিতেছিলেন. তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁচলীদ্বারা বদ্ধ কিন্তু স্তন-যুগ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে. এইটী দেখিতে পাইলেন।

শৈবলিনী রজনীযোগে প্রায়ই সে দিকে গমন করিতেন না, কিন্তু আজি জল আনিতে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং একটু হাস্য করিয়া কহিলেন

" কেবল আমি নহি, ইনিও যে আমার ন্যায় একজন। ইনিই কি আমাকে কামিনী বলিয়া তিরস্কার করিতেন? যাহা হউক, ক্ষণেক কৌতুক করিতে হইল।"

এইটী স্থির করিয়া, স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন

" গিরি দ্বার খোল।"

" গিরি দ্বার খোল " এই কথাটী শ্রবণ মাত্রেই আনন্দগিরি এরূপে চমকিয়া উঠিলেন যে তখন যদি বজ্রপতনের শব্দ হইত তাহাতেও এরূপ চমকাইতেন না।

আনন্দগিরি আর অধিকক্ষণ চিন্তা করিলেন না বরং সসম্ভ্রমে ফলভাজনটী নামাইয়া অঙ্গে আবরণ দিলেন ও দ্বার খুলিয়া বলিলেন।

" অসময় যে ? ".

প্রয়োজন আছে।

এখন কি প্রয়োজন ?

একটু জল লইতে হইবে, কারণ আমার আশ্রমে জল নাই।

এখন জল কি হইবে?

পথিক পান করিবেন।

"আচ্ছা তবে লইয়া যান" এই বলিয়া, জল দিলেন।

জল দিবার সময়ে শৈবলিনী মুখ টিপে টিপে হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া, গিরির প্রাণ উড়িয়া গেল—বদন গুরুভারে আক্রান্ত হইল এবং মুখে একটী ও কথা রহিল না।

শৈবলিনী বক্রনয়নে এই ভাবগুলি দেখিয়া বলিলেন।

"কেন গো, এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?" এ কথাটীও হাসিতে হাসিতে বলিলেন; সে স্বাভাবিক হাস্য নহে, সে হাস্য আর এক প্রকার হাস্য, আনন্দগিরি তাহা দেখিয়া, আরও বিমর্ষ হইলেন।

শৈবলিনী জলের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি দক্ষিণ হস্তে গিরির হাত ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন

"দেখ গিরি, তোমার কণ্ঠ-ধ্বনি অতি মধুর, বহির্ভাগ হইতে শুনিয়া আমার বোধ হইয়াছিল যেন কোন মধুরালাপিনী কামিনী কথা কহিতেছে।

আনন্দ। (ভারাবনত বদনে) আমার শরীর কেমন কচ্চে, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

এই কথা শুনিয়া শৈবলিনী কহিলেন

"কাপড়ের ফাঁদে কি কস্তূরিকা ঢাকা থাকে?"

এই কথায় আনন্দগিরির বদন আরও শুষ্ক হইল, বুঝি পাতিব্রত্য নিষ্কলঙ্ক রহিল না ভাবিয়া ভয়ে জড় সড় হইলেন।

হঠাৎ জলের কথা মনে হওয়াতে, শৈবলিনী তৎক্ষণাৎ হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, কহিলেন

'গিরি, দ্বার রুদ্ধ করিও না, আমি পথিককে জল দিয়া আসি

তেছি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।”

আনন্দগিরি কোন কথা না কহিয়া, বিরস বদনে ভাবিতে লাগিলেন।

শৈবলিনী জলপূর্ণ অলাবু হস্তে করিয়া চলিয়া গেলেন ও শরৎ-কুমারকে জল দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গুহাদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে দেখিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং গিরিকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন

“কি গো নবীন যোগিনি! ধ্যান করিতেছ নাকি?”

আনন্দ। (বিরস বদনে) আমার অসুখ হয়েছে, ও সকল কৌতুক এখন ভাল লাগে না।

শৈব। কেন কি করিলাম?

আনন্দ। আমি এখানে আর থাকিব না, কাল প্রাতে চলিয়া যাইব।

“শৈবলিনী, সেইভাবে মুখ টিপে হাসিতে হাসিতে আরও একটু নিকটে গিয়া, বামহস্তে ললাট ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন

গিরি! বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, গাত্রাবরণটী কেন উন্মোচন কর না? আমি বোধ করি গ্রীষ্মের নিমিত্ত তোমার শরীর কেমন করিতেছে”

আনন্দ। আমার গ্রীষ্ম হয় নাই। আপনার যদি হইয়া থাকে তবে আপনি গাত্রাবরণ উন্মোচন করুন।

শৈবলিনী এই কথা শুনিবামাত্র আপনার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া কহিলেন

“এই খুলিলাম।”

আনন্দগিরি যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া জানিতেন ও যাঁহার ভয়ে এত শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন তাঁহার বক্ষঃস্থলে কাঁচুলি

ও উন্নত পয়োধর যুগ দেখিয়া একবারে বিস্মৃত হইলেন, ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই জনে যে কত হাস্য করিলেন কে বলিবে? শৈবলিনী গিরির বাহুমূলে কোমল করতলে আঘাত করিয়া, হাসিতে লাগি-লে—নপরস্পর কণ্ঠধরিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং আনন্দগিরি কহিলেন।

"দেখ ভাই—তোমার সকল অবস্থা বলিতে হইবে।"

শৈব। বলিব—এখন বলিবার পথ হইল।

আনন্দ। তবে বল।

শৈব। তুমি কেন আগে বল না?

আনন্দ। তুমি আগে বলিলে তার পর বলিব।

শৈব। আজি থাক কাল হইবে। পথিক একাকী আছেন।

আনন্দগিরি উৎফুল্লগণ্ডে বলিলেন

"আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু ভর সহিতেছে না; আজি হয়ত নিদ্রা হবে না।"

শৈব। আমারও ঐ, দশা—তবে চলিলাম।

আনন্দ। সাবধান, পথিক যেন টের——

শৈবলিনী দশনে রসনা দংশন পূর্ব্বক "ভয়" নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন ও আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শরৎ। সুন্দরি! এত বিলম্ব করিলে কেন? আমি বিলম্ব দেখিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।

শৈব। আমিও সুস্থির ছিলাম না।

শরৎ। সে যাহা হউক, তুমি কিরূপে এখানে আইলে, এবং কেনই বা যোগি-বেশে রহিয়াছ আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। শুনিবার নিমিত্ত মনঃ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

চতুর্বিংশ উল্লাস।

যদিও সেই পর্ব্বতময় ভূমি অতি নিভৃত স্থান, তথাপি শৈবলিনী একবার গুহাদ্বারে আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া গেলেন, এবং শরৎকুমারের সম্মুখে উপবেশন করিয়া আত্ম-বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই রজনীতে তোমাকে বিদায় করিয়া, আমি শয়ন করিলে, বড় দাদা তোমাকে ভাবিয়া, ক্ষেতার মস্তক ছেদন করেন, কিন্তু আমরা তৎকালে কিছুই জানিতে পারি নাই। পরদিন প্রাতে ক্ষেতার মা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই সূত্রে রাজপুরুষেরা আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া সকলকেই বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। আমি অবান্তদ্বার দিয়া, বাহির হইয়া, আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম।

পরে আমরা একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলাম। বধূগণ স্বস্ব পিত্রালয়ে গমন করিলেন; মা একে বৃদ্ধা হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এই সকল শোক পাইলেন, সুতরাং তিনি পীড়িত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে তনুত্যাগ করিলেন। আমি একাকিনী পড়িয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। কি করি ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে মাসীর সঙ্গে মেদিনীপুরে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলাম।

কাটোয়ায় আমার মাতুলালয়, ইচ্ছা ছিল যে, সেইখানে গিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটিল না, বলিয়া মাসীর বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল।

অনন্তর একজন মুসলমান রাজা আমাকে এবং সেই সঙ্গে আর কতক গুলি সুন্দরী যুবতীকে ধরিয়া, বন্দি-স্বরূপ করিয়া বীরভূমে রাখিয়াছিল। সেই যবন রাজার নাম মনাএম্ খা।

শরৎ। তারপর? তারপর?

শৈব। তারপর এক দিন অপরাহ্ণে আচার্য্য মহাশয় অতিথি-বেশে হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হইয়া আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে কুসুম-কাননে ভ্রমণ করিতেছেন, দেখিয়া. গবাক্ষ হইতে তাঁহার চরণ সমীপে একটী অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিলাম, তারপর তিনি নানা কৌশলে আমাকে বাহির করিয়া আনিলেন।

শরৎ। আচার্য্য মহাশয় কোথায়?

শৈবলিনী কোনরূপে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন

"তিনি আমাকে কটক পর্য্যন্ত আনিয়া এক দিন রজনীতে সর্পা-ঘাতে তনুত্যাগ করিলেন, সুতরাং আমি নিরুপায় হইয়া পড়িলাম।"

শরৎ। তার পর কি করিলে?

শৈব। তারপর যবন ভয়ে ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ কবিলাম ও পরদিন গিরির সঙ্গে মিলিত হইয়া এইস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

আনন্দগিরি তোমার অবস্থা জানেন?

"না।"

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শরৎকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন

"আর তোমার দুঃখের কথা শুনিতে 'চাই না; এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহাই বল।"

এখন তোমার সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা।

এই কথা শুনিয়া শরৎকুমার কহিলেন-

"তবে এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, পরশ্ব এখান হইতে যাত্রা করিব।"

সম্মত হইলাম, কিন্তু গিরিকে সঙ্গে লইতে হইবে।

শরৎকুমার বলিলেন "হানি কি ?"

এই সকল কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল দেখিয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গুহায় গিয়া শয়ন করিলেন।

সে রজনী অতিবাহিত হইল, শৈবলিনী নিদ্রা হইতে উঠিলেন। তখনও শরৎকুমার নিদ্রা যাইতেছেন, এই অবসরে গিরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন

"কই, পথিক কোথায় ?

এখনও ঘুমাইতেছেন।

গিরি। এত বেলা হইয়াছে এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই ? আমি ডাকিয়া আনি।

আর ডাকিতে হবে না, আপনিই উঠিবেন এখনি। এখন এ দিকে এস, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

গিরি বলিলেন "কি কথা ?"

শৈব। যাহা বলিব, তাহাতে সম্মত হবে কি না, আগে বল, তারপর ব্যক্ত করিব।

গিরি। তোমার কোন্ কথায় আমি অসম্মত ?

শৈব। তবে শুন। সংপ্রতি মনে করিয়াছি যে, এখান হইতে গমন করিব ; তুমি কি যাবে ?

এখন ত, আর সে ভাব নাই , এখন তুমি প্রিয়সখী হইয়াছ। এখন তোমাকে সখী বলিয়া ডাকিব, কিন্তু গোপনে।

এই কথাগুলি শুনিয়া, আনন্দগিরি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন

"আমারও ঐ গতি ; আমি আর তোমাকে আপনি বলিয়া

ডাকিব না। এখন তুমি, প্রিয়সখি, এই সকল কথা বলিয়া ডাকিব। সময়ে সময়ে "তুই" বলিতেও ক্রটি করিব না।

গিরির এই সকল পীযূষবর্ষি-কথা শ্রবণ করিয়া, শৈবলিনী অতিশয় পুলকিনী হইলেন। কহিলেন—

"এখন যাইবার কি ?"

গিরি। যাইবার আবার কি? আমি তোমার ছায়া, তুমি যাত্রা করিলেই তোমার অনুবর্ত্তিনী হইব।

শৈবলিনী বলিলেন "দেখ প্রিয়সখি! বড় আহ্লাদ হইল, অন্তঃকরণ বড়ই তৃপ্তি লাভ করিল। এখন বলিতে হইবে যে কেন যোগিবেশ ধারণ করিয়াছ—না—না, আগে তোমার প্রকৃত নামটী বল, তারপর ওকথা শুনিব এখনি।"

আনন্দগিরি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন

"নিতান্তই শুনিবে? তবে শুন, আমার নাম অপর্ণা; তবে আমার দুঃখের কথা গুলি একবার শুন" এই মাত্র বলিয়া,—নৌকামজ্জন, দস্যুহস্তে পতন, মাতুলের অপমৃত্যু, ধীবর কর্ত্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ, যাঁহাকে মা বলিয়াছিলেন পুরীতে তাঁহার সহিত বিয়োগ, এবং অবশেষে একাকিনী পড়িয়া পথে যে সকল উপদ্রব সহ্য করিয়াছেন সে সকল অত্যাচারের কথা যথাযথ বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন

"তারপর ঐ সকল দুরাত্মার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া, একাকিনীই এক দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রায় সন্ধ্যা এমন সময়ে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল দেখিয়া, এক বৃক্ষতলে বসিলাম, ভয়ে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল; ক্রমে এরূপ অন্ধকার হইল যে নিকটের মানুষও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া, সেই বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

"কাঁদিতে কাঁদিতে একবার বিদ্যুত হইল, সেই বিদ্যুদালোকে

সম্মুখবর্ত্তী কতকগুলি বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে চকিতবৎ এক ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাইয়া সেই দিকে গমন করিলাম। অতি কষ্টে নিকটে গিয়া "ওগো।" বলিয়া কত বার ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। পরে দ্বারের নিকটে গেলাম ও কবাটে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, তথাপি কোন উত্তর পাইলাম না। তখন নিরুপায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

"এইরূপে ভাবিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ ঐ দ্বারের শিলাভাগে পদস্পর্শ হওয়াতে বোধ হইল যে উহার কবাট শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু কুলুপ দেওয়া নাই; তখন সহজেই অনুভব হইল যে গৃহে লোক জন নাই, কারণ তাহা হইলে বাহিরের দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে কেন?

শৈবলিনী অতিব্যগ্র হইয়া কহিলেন

"তার পর কি হইল?"

তার পর ক্রমেই ঝটিকা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, আর বাহিরে দাঁড়াইতে পারিলাম না, সুতরাং শৃঙ্খল খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

শৈব। গৃহমধ্যে কি দেখিলে?

গিরি। এক শিবমূর্ত্তি আর একটী প্রোজ্জ্বল ঘৃতের প্রদীপ মাত্র দেখিতে পাইলাম। বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া হৃদয়ে সমধিক ভক্তিরসের সঞ্চার হইল, এজন্য প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম। সেই বৃষ্টির সময়ে প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া বোধ হইল যে, আমার আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গৃহস্বামী বাহির হইয়া গিয়াছেন; ফলতঃ যাহাই হউক, মনঃ ক্রমেই শঙ্কাকুল হইতে লাগিল।

গৃহের অন্যতর কোণে কতকগুলি ভস্ম, একখানি, মৃগচর্ম্ম, আর কতকগুলি কাষায় বসন রহিয়াছে—হাঁ, বলিতে ভুলিলাম, এক

আছি রুদ্রাক্ষমালা আর একখানি আগুন তুলিবার চিমটাও রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

শৈব। দেখ ভাই, তোমার বড় সাহস! তার পর কি করিলে?

তার পর আর কি করিব, স্ত্রীপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, সেই কাষায় বসন পরিধান করিলাম, অঙ্গে গাত্রাবরণ দিলাম এবং ভস্মাদি মাখিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম। যদি গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন, এই ভয়ে অন্তঃকরণ কম্পিত হইতে লাগিল কিন্তু সমস্ত রজনী অতিশয় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি হওয়াতে সে রজনীতে আর কেহই আসিল না; যে প্রভাত হইল অমনি ভিজিতে ভিজিতে তথাহইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শৈব। ভাল! তার পর কি করিলে?

তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার সঙ্গে আলাপ হইল।

শৈব। দূর হউক্ ও দুঃখের কথায় আর কাজ নাই এখন যাওয়া স্থির হইয়াছে ত?

হাঁ স্থির হইয়াছে কিন্তু এবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

শৈব। আমিও ত ত্যাগ করিব না।

এই রূপে কথোপকথন চলিতেছে এমন সময়ে শরৎকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি করতলে নয়ন মর্দ্দিত করিতে করিতে বাহিরে দাঁড়াইলেন।

ক্রমে বেলা হইল, শরৎকুমার স্নান করিয়া আইলেন দেখিয়া, শৈবলিনী গিরির সহিত অবগাহনে গেলেন। আসিবার সময় শৈবলিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন

"এখানে এত দিন আছি কিন্তু এক দিনও একত্রে অবগাহন করা হয় নাই; আমি সর্ব্বদাই গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম।"

অপর্ণা বলিলেন

"আমিও ঐরূপ করিতাম, সুতরাং পরস্পরের অবস্থা জানিতে পারা যায় নাই।"

তাঁহারা এইরূপে আসিতেছেন। এ দিকে শরৎকুমার একাকী বসিয়া, কেবল এই ঘটনাই ভাবিতেছেন। এত যে ভাবনা, তথাপি আনন্দ। চিত্ত, ভাবে গদ গদ হইয়াছে; নয়ন, উল্লাসে প্রফুল্ল হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে ওষ্ঠাধরও স্ফুরিত হইতেছে। সহৃদয় ভাবুক! সে যে ভাব, আমি তোমার অন্তরে সে ভাবের আর কি প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া দিব, তুমি মুদ্রিত নয়নে একবার ভাবিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। আমি তোমার অন্তঃকরণকে সমুদ্র হইতে গম্ভীর, আকাশ হইতে উচ্চ ও ধূমকেতুর কক্ষা হইতেও বিস্তৃত জ্ঞান করিয়া থাকি, অতএব সে ভাব আর তোমাকে কি বুঝাইব।

শৈবলিনী গিরির সহিত অবগাহন করিয়া আইলেন। সে দিবসের দিনমান নানা কথায় অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিল।

শরৎকুমার সেই উপত্যকায় বসিয়া আনন্দগিরিকে কহিলেন

"আপনি এখানে বড় সুখে আছেন।"

এরূপ কথা অনেক দিন আনন্দগিরির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। শরৎকুমারের মুখে হঠাৎ এই কথাটী শুনিয়া, একবারে সমস্ত অবস্থা তাঁহার মনে পড়িল—পিতাকে মনে পড়িল, জননীকে মনে পড়িল, যাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া চিরজীবন সুখভোগ করিবেন, তাঁহাকেও মনে পড়িল—কত যত্নে যে তাঁহায় অবয়ব মনে করিতে লাগিলেন তাহা আর বলিতে পারি না; কিন্তু যত বার ভাবিতে লাগিলেন, তত বারই "যেন তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিতেছে," এইটীই মনে পড়িতে লাগিল।

গিরি আর থাকিতে পারিলেন না, পূর্ণযৌবন আর সহ্য করিতে পারিল না, সেই হৃদয়ভেদিনী বিরহবেদনা অশ্রু-পথের সেতু ভগ্ন

করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। তিনি রোদন করিয়া ফেলিলেন, অশ্রু জলে কপোল তল ভাসিতে লাগিল, উত্তরীয় বসনাঞ্চলে নয়ন চাপিয়া ফুলে ফুলে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু এক-বারও সে রোদনের-শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

সন্ধ্যাসম্ভূত অন্ধকারে শরৎকুমার তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শৈবলিনী সন্নিহিত ছিলেন বলিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন এবং তর্জ্জনী দ্বারা গিরির বাহুমূল চাপিয়া, শরৎকুমারের কর্ণগোচর না হয়, এরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন

"গিরি! কর কি? পথিক জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন? অতএব চুপ্ কর, আমাকে আর কাঁদাইও না।"

এই বলিয়া গিরির নয়নহইতে বসনাঞ্চল টানিয়া লইলেন, আনন্দগিরি কি ভাবিয়া চুপ করিলেন।

এইরূপে সে রজনীর কিয়দংশ নিভৃত আলাপে, কিয়দংশ জাগরণে এবং কিয়দংশ নিদ্রায় অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে তিন জনে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চবিংশ উল্লাস।

তিন জনে মিলিত হইয়া, প্রায় পাঁচ দিনের পর সম্বলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সে দিন সেইখানে অবস্থিতি করিয়া, পর দিন তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

সম্বলপুর হইতে দুই চারি দিনের পথ অতিক্রম করিলে, একদিন সন্ধ্যার পর অপর্ণা শৈবলিনীকে অতি-গোপনে বলিলেন

" যদি বল তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ।"

শৈবলিনী " গিরি" এ নামটী আর ভুলিতে পারেন না।

তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন

" গিরি ভাই কি কথা ? তোমাকে বলিব না এমন কথা কি আছে ?"

গিরি বলিলেন

"পথিক যে কে, তাহা ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু তোমার কার্য্যে, কথায় ও ভাবভঙ্গিতে আমি বুঝিয়াছি যে পথিক যেন তোমার হৃদয়ের কোন গোপনীয় রত্ন।"

শৈবলিনী এই অমৃতবর্ষি বাক্য শ্রবণ মাত্রে অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন

"তোমাকে বলিব তাহাতে আর বাধা কি ? তোমার নিকটে হৃদয় কবাট খুলিতে আমার কোন সন্দেহ হয় না।"

তবে ভাই বল ।

আচ্ছা বলি, কিন্তু সংক্ষেপে বলিব—একটী মাত্র কথায় বলিব,—কেমন বলিব ?

বল, শীঘ্র বল, শুনিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে।

আচ্ছা তবে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

" পথিক আর কেহ নহেন উনি আমার জীবিতসর্ব্বস্ব ; অনেক দিন হইল উঁহার গলায় সুখের মালা সমর্পণ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে সে মালার ফুল শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু আমার ভাগ্যবশতঃ তাহা নীরস হয় নাই।

এই কথা শুনিয়া অপর্ণা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

" তবে আমার সুখের কুসুম কেন শুষ্ক হইল ?

শুষ্ক হইয়াছে কি? হইয়াছে বই কি—না, হয় ত শুকায়নি—কেন শুষ্ক হয় নাই? শুষ্ক হইয়াছে বই কি, আমি যে মন্দ ভাগিনী; সে কুসুম আর কি সৌরভরত্ন বিতরণ করিবে? কখনই না।

হৃদয় মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে করিতে অপর্ণার সেই আরক্ত লোচন-যুগল হইতে দর দর করিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; সে অশ্রুর কারণ সামান্য শোক নহে, অতএব কে তাহার গতিরোধ করিবে? কোন্ সন্তোষের এরূপ বল আছে যে সে তাহার বেগ রুদ্ধ করিতে পারে? কেবল অশ্রু নহে, তাঁহার চিত্তও অতিমাত্র অস্থির হইতে লাগিল। ললাটে সিন্দূর নাই তথাপি যেন তাহা রহিয়াছে ভাবিয়া, মুছিবার নিমিত্ত একবার সীমন্তে হস্ত দিলেন, আবার কি মনে করিয়া হস্ত নামাইলেন।

শৈবলিনী অতিশয় চতুর রমণী; তিনি এইটী বুঝিতে পারিয়া, গিরিকে শান্ত করিবার নিমিত্ত মৃদুবচনে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কে বুঝিবে? জীবিতসর্ব্বস্ব স্বামিরত্নের চিরবিরহ কোন্ ধারণাশক্তিকে খর্ব্ব না করিয়া ক্ষান্ত থাকে? তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না, বরং সমস্ত রজনীই অসুখে যাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন এবং আরও তিন চারি দিনের পর তাঁহারা জলেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু গিরির বদন আর উৎফুল্ল হইল না।

শরৎকুমার প্রথমতঃ শৈবলিনী ও আনন্দগিরিকে তথাকার দেব মন্দিরে রাখিয়া, আপনি প্রবোধানন্দের বাটীতে গমন করিলেন।

প্রবোধানন্দ বিমর্ষবদনে বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শাস্ত্রী তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন

"ভাল আছ ত?"

তথায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎকুমার ভাবিয়াছিলেন যে

তাঁহাকে দেখিয়া শাস্ত্রী যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইবেন, কিন্তু তাহা হইলেন না দেখিয়া, তিনি কিছু বিমর্ষ হইয়া বসিলেন।

প্রবোধানন্দ অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুপণ্ডিত, তিনি শরতের মুখ-ভঙ্গি দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সে-ভাব বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন

"বাপু শরৎ, অদ্য একমাস হইল তোমার গুরুপত্নীর মৃত্যু হই-য়াছে।"

শরৎকুমার শ্রবণমাত্রই কাঁদিতে লাগিলেন; শাস্ত্রী অনেক বুঝা-ইয়া বলিলেন

"শরৎ তুমিই আমার সর্ব্বস্ব; সংসারে আমার আর কেহই নাই এখন আমাকে উদাসীন বলিলেও হানি হয় না। এ সময়ে আসিয়া তুমি আমার মৃতদেহে জীবন দান করিলে।

বহিস্থ গৃহে বসিয়া শাস্ত্রী শরৎকুমারের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন শ্মশ্রুধারী যুবাপুরুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"মহাশয়! প্রবোধানন্দ শাস্ত্রীর কোন বাড়ী?"

প্রবোধা। কেন?

আমি পাঠার্থী, তাঁহার নিকটে অধ্যয়নেইচ্ছা।

প্রবোধা। আচ্ছা, এই খানে উপবেশন কর।

যুবা উপবেশন করিলেন এবং তিনিই যে প্রবোধানন্দ ইহা জানিয়া একটী প্রণাম করিলেন।

প্রবোধানন্দ শোকে যে রূপ অভিভূত হইয়াছিলেন, শরৎকে পাইয়া তাহার অনেক অন্তরিত হইল, ক্রমে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

শরৎকুমার একবার অবকাশ পাইয়া বলিলেন

"সঙ্গে আর দুই জন লোক আছেন, তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীতে বিগ্রহ দর্শনে গিয়াছেন।"

প্রবোধা। ভালই-ত, এই খানে ডেকে আন।

শরৎকুমার শুনিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন।'

গৃহস্বামী সেই দুই জনকে যোগী দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন ও আসনে বসাইলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া প্রবোধানন্দ সেই শ্মশ্রুধারী অভ্যাগতকে কহিলেন

"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ।"

ছাত্র। আজ্ঞা, আমার বাসস্থানের স্থিরতা নাই, এই কথা বলিয়া শাস্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্মশ্রু প্রভৃতিতে আকৃতির বৈলক্ষণ্য ও নামে সন্দেহ হওয়াতে আবার নয়ন অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

শাস্ত্রী। পূর্ব্বে কোথায় তোমার বাড়ী ছিল?

ছাত্র। মহাশয়। সে সকল কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। সে সম্বন্ধে আমি বড় হতভাগ্য।

এই কথায় শাস্ত্রী কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন

"বাপু, তোমায় বলিতে হইবে, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

ছাত্র। যদি নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে শুনুন। আমি শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম, আসিবার সময়ে কাহালগ্রামের নিম্নে গঙ্গার গর্ভস্থ পাহাড়ে নৌকা লাগিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন বর্ষার সময় তাহাতে আবার রজনী, এজন্য নৌকা মগ্ন হইলে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, যাঁহারা নৌকায় ছিলেন তন্মধ্যে কেহ জীবিত আছেন, কি না তাহাও বলিতে পারি না, তবে আমার পরিবার জীবিত আছেন একথা আমি শুনিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

আনন্দগিরি বসিয়া, নিঃশব্দে এই সকল কথা শুনিতে ছিলেন,

ক্রমে ক্রমে কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন ও অধিক মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন।

প্রবোধানন্দ কিছু সন্দিহান হইয়া কহিলেন

"তোমার পরিবার জীবিত আছেন একথা কোথায় শুনিয়াছ?"

আজ্ঞা, যিনি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

প্রবোধ। তিনি কোথায়?

ছাত্র। আজ্ঞা তিনি নিকটেই আছেন। কল্য বাসা স্থির করিয়া সেইখানে রাখিব।

প্রবোধ। তাঁহাকে আমার বাটীতে কেন আন না? পরে বাসা স্থির হইলে সেইখানে রাখিও।—যাও, তাঁহাকে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া অভ্যাগত ছাত্র তাঁহাকে আনিলেন। প্রবোধানন্দ একবার মাত্র তাকাইয়া, সেই অবগুণ্ঠনবতীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়াদিলেন এবং ছাত্রকে কহিলেন "তারপর তোমার পরিবার কোথায় গিয়াছেন কিছু শুনিয়াছ?"

আজ্ঞা না;—তবে তিনি পুরীতে হারাইয়াছেন এইমাত্র বলিতে পারি।

প্রবোধ। অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার নাম কি?

আজ্ঞা, তাহা বলিয়া আর কি হইবে? সেটী অনাবশ্যক বোধ হইতেছে।

ছাত্রের মুখ হইতে যে কাহার নাম নির্গত হইবে তাহা শ্রবণ করিবার মানসে আনন্দগিরি উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে শৈবলিনী তাঁহার উরুদেশে একবার তর্জ্জনী পীড়ন করিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন

"গিরি, যেরূপে শ্রাবণাঞ্জলি পাতিয়াছ, বোধকরি এই সকল কথায় কোন অস্থুদ্ভবনীয় অমৃত থাকিতে পারে।"

গিরি কিছুই শুনিতে পাইলেন না; অনাকর্ণিতকের ন্যায় সেই ভাবেই শ্রবণাঞ্জলি পাতিয়া থাকিলেন।

প্রবোধানন্দ পুনর্ব্বার ছাত্রকে কহিলেন

"তুমি নামটী বল, যদি কোন উপায় থাকে।"

ছাত্র একটী দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "তাহার নাম অপর্ণা।"

আনন্দগিরি দাঁড়াইয়া একতান মনে শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু যে সময়ে "অপর্ণা" এইকথাটা তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, তখন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চরণ ও উরুদেশের আবল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন।

মহা একটী কোলাহল হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণ দুই এক জন করিয়া প্রায় বিংশতি জন আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কি কারণে গোল হইয়াছে তখনও সকলে জানিতে পারেন নাই। ক্রমে অবগত হইয়া, সকলেই যোগীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে ব্যস্ত হইলেন; শাস্ত্রী আগন্তুকের সহিত কথা কহিতে আর অবকাশ পাইলেন না; সসম্ভ্রমে জল আনিয়া নবীন যোগীর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

তখন রজনী, কেহ দেখিতে পাইবেন না মনে করিয়া আগন্তুক ছাত্রের সমভিব্যাহারিণী স্ত্রীলোকটী কি নিমিত্ত কোলাহল হইল জানিবার মানসে আস্তে আস্তে বাহিরে আইলেন এবং সেই ঘরের অবান্তদ্বারের স্ত্রীগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সে ঘরে তিন চারিটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। শাস্ত্রী জল সিঞ্চন

করিতে করিতে নবীন যোগীর ভস্মাবলেপ উঠিয়া মুখের প্রকৃত আভা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শৈবলিনী তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন, ক্রমে মূর্চ্ছিত যোগী তাকাইতে লাগিলেন। আগন্তুক ছাত্রের সমভিব্যাহারিণী দুই তিনটী প্রদীপের আলোকে নবীন যোগীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এমন সময়ে একজন প্রতিবেশী "ঘর্ম্ম হইতেছে" বলিয়া যোগীর গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন।

আর লুকায় না। এ ব্যাপারের অধিকাংশই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন কিন্তু কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই। যখন নবীন যোগীর স্তন-যুগল সুন্দর রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। আগন্তুক ছাত্রের সমভিব্যাহারে যে স্ত্রীলোকটী আসিয়াছেন তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া দুই একপদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অবশেষে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া নবীন যোগীকে চিনিলেন, ও নিঃসন্দিহান হইলেন।

তাঁহার আর সহ্য হইল না; তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; নবীন যোগীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার বদনোপরি বদন দিয়া পড়িলেন, ও "অপর্ণা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উভয় ভুজে অপর্ণার কণ্ঠ ছাঁদিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া অপর্ণার কপোলতল আর্দ্র করিতে লাগিল।

শ্মশ্রুধারী যুবা একবারে অবাক্; ভিত্তিমূলে পৃষ্ঠ ও বাহুমূলে কর্ণ রাখিয়া, যে ভাবে বসিয়া ছিলেন, মুদ্রিত নয়নে সেই ভাবেই রহিয়া গেলেন। অপরিমিত আনন্দলহরী সেই ভাবেই তাঁহাকে জড়ীভূত করিয়াছে, গোলমালে ইহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

প্রবোধানন্দ শাস্ত্রী এরূপ শূন্য-হৃদয় হইয়াছেন যে, কি ভাবিতেছেন কি করিতেছেন কোথায় দাঁড়াইয়া আছেন কিছুরই স্থিরতা

নাই, তিনি আর নিঃশব্দে থাকিতে পারিলেন না, একবারে উচ্চৈঃ স্বরে বলিলেন

"উঃ! আমি যোগানন্দ কি দুর্ভাগ্য!!! হাঃ অকরুণ বিধাতঃ! আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম যে আমার জামাতা ও দুহিতা থাকিতেও আমাকে উদাসীন করিতে উদ্যত হইয়াছ।"

এদিকে শরৎকুমার কিছু সন্দিহান হইয়া মনে করিতেছেন যে, যখন দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলাম তখন প্রান্তর মধ্যে যে অপর্ণার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কি সেই অপর্ণা? না অন্য কোন অপর্ণা; ফলতঃ যাহাই হউক পরে জানিতে পারিব। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি চমৎকার ঘটনা! শাস্ত্রী মহাশয় যে যোগানন্দের নাম করিলেন ইহার মধ্যেই বা কি আছে বলিতে পারিনা।

শরৎকুমার এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে অপর্ণা উঠিয়া অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া বসিলেন। আগন্তুক ছাত্রের সমভিব্যাহারিণী এক অপর্ণাকে পাইয়াছেন তাহাতে আবার "যোগানন্দ" এই নামটী শ্রবণ করিয়া তখন যে কি করিলেন, কিরূপ ভাবসাগরে শরীর ঢালিয়া দিলেন, তাহা কে ব্যক্ত করিবে?

তিনি অপর্ণার নিকট হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র যোগানন্দের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন; যোগানন্দ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; "এ আবার কি" ভাবিয়া, জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

তিনি আরও কাঁদিতে লাগিলেন, চরণধারণপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া, "স্বামীন্, প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিলেন না; "অপরাধিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে" কথা বলিতে কিছুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না।

"স্বামিন্" এই কথায় কিছু সন্দিহান ও বিস্মিত হইয়া যোগানন্দ কহিলেন

"তুমি কে ?"

এই কথা শুনিয়া সেই ধরণীপতিতা সীমন্তিনী বলিলেন

"স্বামিন্, এ হতভাগিনী আর কেহ নহে ; এ সেই পাপীয়সী কুসুমকুমারী,—আপনার দাসী।"

যোগানন্দ "কুসুমকুমারী" এই নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং তখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পরিণীত রমণী।

কুসুমকুমারী ধূলায় পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, সংযত চিকুর-পাশ স্খলিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে লুঠিতেছে ; শরীর ধূসরিত, অঞ্চল ধরণীতল-বিলুণ্ঠিত ও নীবী-বিগলিত হইয়াছে ; সে এক ভাব, যিনি সে ভাব দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। যোগানন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন ও সেইখানে বসাইলেন। সে সময়ে তাঁহার আনন্দলহরী মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, যে কত দূর ধাবিত হইয়াছিল, চিত্ত যে কিরূপ গভীর ভাব-সাগরে সন্তরণ করিয়াছিল, পাঠক ! তোমাকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। যদি তুমি রসজ্ঞভাবক হও, যদি রসাস্বাদন কালে বিগলিত বেদ্যান্তর-স্পর্শ হও, তবে এই মাত্র বলি, যে তুমি সেইভাব অনুভব করিবার নিমিত্ত একবার নয়নযুগল মুদ্রিত কর, ও একটু নিভৃত স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হও, তাহা হইলেই তোমার হৃদয়-দর্পণে সমস্ত প্রতিফলিত হইবে।

শরৎকুমার জড়বৎ দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, এবং যে সকল কথোপকথন হইতে লাগিল, মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিতে লাগিলেন।

যোগানন্দ অপর্ণাকে অবগুণ্ঠনবতী দেখিয়া দাসীকে কহিলেন—

"দাসি! তুমি ইহাঁদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও।"

দাসী তাহাই করিল। অপর্ণা তাঁহার বিমাতার সহিত বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিমাতা এ পর্য্যন্ত শরতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং তিনি অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন বলিয়া শরৎ-কুমারও তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই।

তাঁহা[illegible]ঃপুরে গেলেন, কেবল অপর্ণার পতি, শরৎকুমার ও যোগি-বেশধারিণী শৈবলিনী বহির্ভাগে থাকিলেন। অপর্ণার পতি য অজ্ঞানাবস্থায় বসিয়া ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরে শরৎকুমার সেইটি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সজীবতা সম্পাদন করিলেন। যে দুই চারিজন প্রতিবেশী তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, যোগানন্দ তাঁহাদিগকে বসাইয়া, ঐ সকল কথার সমালোচন করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ উল্লাস।

অপর্ণার আনন্দের শেষ নাই, তিনি পর দিন প্রাতঃকালে কুসুম-কুমারীকে কহিলেন

"দেখ মা! বাহিরে যে আর একটী সন্ন্যাসী আছেন তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন; তিনি যোগিবেশধারিণী কামিনী, এরূপ সুচরিত্রা কামিনী তুমি কখন দেখ নাই। দাসীকে বল একবার তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইসে। এই কথা বলিতে বলিতে যোগানন্দ একবার শরৎকুমার বলিয়া ডাকিলেন।

অপর্ণার বিমাতা সেই শব্দটী স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন

"আহা! আমার একটী ভাসুরপুত্তের নাম শরৎকুমার; অনেক দিন হলো বাড়ীথেকে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও মনে হলে বুক ফেটে যায়। আহা! যদি অন্বেষণ করিবার কেহ থাকিত, তবে কি সে পলাইতে পারিত? যাক্, আজ নাই।"

অপর্ণা! চল পাচদুয়ার থেকে সেই সন্ন্যাসীকে দেখে আসি। এই বলিয়া অপর্ণার সহিত সেই দ্বারের কবাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপর্ণা তর্জ্জনী হেলাইয়া দেখাইতে লাগিল।

যোগানন্দের পত্নী অন্তরাল হইতে যোগীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তখনও শরৎকে দেখেন নাই, কিন্তু যোগীকে দেখিতে দেখিতে যে শরতের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন অমনি তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল; তখন ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ভ্রূমধ্যস্থ অঙ্গুরীয়কের চিহ্নটী দেখিতে পাইয়া, তথায় আর দাঁড়াইলেন না, চকিতবৎ আসিয়া দাসীকে কহিলেন

"দাসি! তুমি শরৎকে একবার ডেকে আন, আমি দেখিব।"

দাসী শরৎকে জানিত, সে তৎক্ষণাৎ গিয়া ডাকিয়া আনিল এবং দ্বারে প্রবেশ মাত্রই একবার বলিল

"আহা! মাঠাকুরুন্ কত ভাল বাস্‌তেন, তিনি থাক্‌লে আজি কত আহ্লাদ কত্তেন।"

অপর্ণার বিমাতা শরৎকে দেখিয়া এরূপ চিনিতে পারিলেন যে তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না; তখন আর থাকিতে পারিলেন না; স্নেহভরে কাঁদিয়া বলিলেন

'বাছা শরৎ, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার না? আমি যে তোমার সেই দুঃখিনী খুড়ী মা।"

তিনি এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই শরৎ তাঁহাকে একরূপ চিনিয়াছিলেন, কিন্তু "আমি তোমার সেই দুঃখিনী খুড়ী মা" একথা শুনিয়া স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলেন ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জননীকে মনে পড়িল, তখন আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগানন্দের স্ত্রী দক্ষিণ হস্ত শরতের মস্তকে দিয়া বামহস্তে নয়ন আবরণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দাসী বাহিরে গিয়া যোগানন্দকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া আনিল।

যোগানন্দ এই ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার পত্নীকে কহিলেন

"একি কি হইল? ওরূপে কাঁদিতেছ কেন?"

তিনি কোন উত্তর না দিয়া, সেই ভাবেই কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগানন্দ পুনর্ব্বার কহিলেন

"কেন? কাঁদিতেছ কেন? জামাতা পাইলে, কন্যা পাইলে, আবার রোদন কেন?"—শরৎ। তুমি কি জান?

তাঁহার পত্নী এই কথা শুনিয়া জড়িত বচনে বলিলেন "আমাদের যে কি শুভ দিন তাহা বলিয়া আর কত জানাইব। তুমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, ছোট দিদির একটী সন্তান হইয়াছিল সে ছেলে এই শরৎ।"

এই কথা শুনিয়া যোগানন্দ একবারে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, যেন অসমুদ্রসম্ভূত কোন অমূল্য রত্ন অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন, নয়ন হইতে দরদর করিয়া স্নেহাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, ক্ষণকাল জড়বৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে পৃথিবীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং অপরিসীম আনন্দলহরী তাঁহার চেতনা হরণ করিল।

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া উঠিয়া বসিলেন, পরে বিধাতাকে ধন্য-এবং আত্ম-ভাগ্যকে বহুমাননা করিয়া কহিলেন

"যখন সৌভাগ্যের শুভাগমন হয়, তখন সে একাকী আসে না, শরৎকুমার! এই কারণেই কি তোমার প্রতি এত স্নেহ জন্মিয়াছিল?—উঃ! স্বাভাবিক স্নেহের কি আশ্চর্য্য শক্তি! আমি বোধ করি যদি সহস্রবৎসর জীবিত থাকিয়া মনুষ্য সেই দীর্ঘকালের পর অপরিচিত পুত্রাদির মুখ নিরীক্ষণ করেন তথাপি উহার হস্ত হইতে এড়াইতে পারেন না।"

আনন্দজনিত রোদন কিছু ভয়ানক নহে, অশ্রু শীঘ্রই উহার পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। যোগানন্দ শরতের হাত ধরিয়া বাহিরে আগমন করিলেন ও সকলের সমীপে পরিচয় দিয়া দিলেন। এ কথা যিনি শুনিলেন তিনিই চমৎকৃত হইলেন।

কুসুমকুমারী অপর্ণার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, যোগিবেশধারিণী শৈবলিনীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। অপর্ণা তাঁহার গাত্রাবরণ খুলিয়া তাঁহার অঙ্গের ভস্মাবলেপ দূর করিয়া দিলেন এবং কৃত্রিম জটাগুলি দূর করিয়া উৎফুল্লগণ্ডে একটু হাস্য করিলেন, যোগীর অথবা নবীন তপস্বিনীর রূপে সকলেই মোহিত হইল।

শৈবলিনী তখন্ত অপর্ণার নিকটেই থাকিলেন। রজনীতে অপর্ণার বিমাতা যোগানন্দের নিকটে শৈবলিনীর সমস্ত কথা বলিলেন।

যোগানন্দ শুনিয়া আরও পুলকিত হইলেন।

"ইহার তুল্য আর আনন্দ নাই; যদি তাহাই ঘটে তবে এ বিবাহ যে কি সুখের হইবে, এ দম্পতী যে কিরূপ সুব্যবস্থায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহা আমি এক মুখে আর কত বলিব, অতএব তোমার কথায় আমি সমধিক প্রীত হইলাম।"

এইরূপ আনন্দে কিছু দিন অতীত হইলে, যোগানন্দ দিন স্থির করিয়া শৈবলিনীর সহিত শরৎকুমারের বিবাহ দিলেন। বিবাহ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। সকলেই আনন্দিত। প্রাতঃ

...কণ দেশে বিবাহ হইয়া থাকে, এজন্য দেশাচার ঘটিত কোন কথাই উঠিল না। যোগানন্দ পত্নী বিয়োগ—জনিত দুঃখ ... গেলেন।

বিবাহের পর একদিন দুইদিন করিয়া কিয়ৎকাল গত হইলে, একদা ...ানন্দের পত্নী যোগানন্দকে কহিলেন,—

"যদি অনুমতি দাও, তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

কি কথা বল।

রাগ করিবে না ত?

না।

এখানে কিরূপে আসিয়া বাস করিলে?

...নন্দ অল্প হাস্য করিয়া,—এই কথা বই ত নয়? আচ্ছা বলিতেছি, এই বলিয়া, বিক্রমপুরে বাস, তথায় বিবাহ, পরে কাশী যাত্রা ও তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকা মজ্জন, ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া কহিলেন

"দেখ তার পর জামুতা ও অপর্ণাকে না পাইয়া, সস্ত্রীক এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং জগন্নাথ শাস্ত্রীর নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে প্রবোধানন্দ ... ডাকিতেন এই নিমিত্ত সকলে আমাকে প্রবোধানন্দ শাস্ত্রী ... আহ্বান করে।

আমার গুরু আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্ত স্বর্গারোহণ সময়ে আমাকে সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই খানে থাকিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিতেছি।

কুসুমকুমারী শ্রবণ করিয়া বলিলেন

"সমস্ত বুঝিয়াছি আর বলিতে হবে না।"

সংপ্রতি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

কি কথা বল।

কুসুমকুমারী শুনিয়া বলিলেন

"বলিব?"

স্বচ্ছন্দে বল, আমার কাছে বলিতে আর বাধা কি?

না কোন বাধা নাই—তবে বলি।"

"শরৎ——"

শরৎ কি বল না?

"শরৎ বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু তোমার সাক্ষাতে পারে না।"

যে কারণে যোগানন্দের সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল, সে সকল কারণ অপনীত হইয়াছে জানিয়া তিনি সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ সে যে সময়, সে সময়ে তাঁহার চিত্ত শান্তি অবলম্বন করিয়াছে একারণেও সে সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিলেন না।

স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি পরিজনে বেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে আরও দুই চারি মাস অতীত হইলে, দিনস্থির করিয়া সপরিজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন।

বাটীতে শরতের জননী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিনি পুত্র, পুত্রবধূ ও দেবরাদী পাইয়া যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আনন্দ লহরীর হিল্লোল প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সকলে মিলিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

শৈবলিনী

শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি প্রণীত

ও

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরী।

"নির্ম্মলয়সি ভুবনতলং, সততাক্ষিপ্তেব পরমলেন।
খলরসনে সম্মার্জ্জনি, তদপিচ ভীতির্ভবতী স্পর্শে॥"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান,
চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেসে
শ্রীবরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

উপহার।

সন্ধি বিগ্রহযানাদি বিবিধরাজগুণালঙ্কৃতহৃদয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ চন্দ্ বাহাদূর

রাজশ্রী সমীপেষু

আবার

মহারাজ! আপনি বিদ্বান্, এবং বিদ্যারও "কাজি" করিয়া থাকেন; এজন্য আমার এই চারুশীলা শৈবালিনীকে উপহার স্বরূপ আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম; আমার শৈবলিনী অনলঙ্কৃতা হইলেও আপনার সস্নেহ নয়ন ইহার প্রতি যে দুহিতার ন্যায় দৃষ্টিপাত করিবে তাঁহাতে আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

তারিখ
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ সাল।

শুভার্থী
শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মা

বিজ্ঞাপন।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামি মহোদয় প্রণীত শৈবলিনী উপান্যাসের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকগুলি এক- িঃশেষিত হওয়ায় উক্ত মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক হার দ্বিতীয় সংস্করণ দান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা- ।বদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি নিজ ব্যায়ে এই পুস্তক পুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকগণ উৎসাহিত করিলেই অর্থব্যয় সার্থকবোধ করিব ইতি।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক